মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই'৯৯

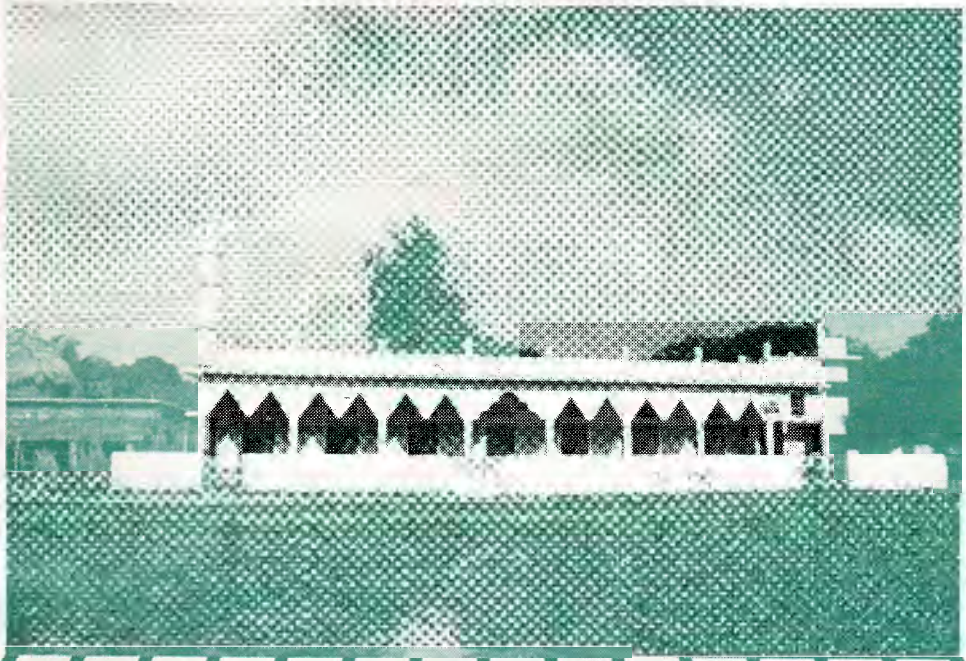

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।
মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২।

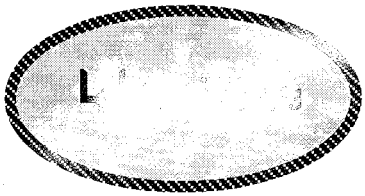

مجلة "التحريك" الشهرية علمية ادبية دينية
جلد:٢ عدد: ١٠، ربيع الأول ١٤٢٠هـ /
رئيس التحرير: د.محمد أ
تصدرها حديث فاؤ

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নবনির্মিত বৃহদাকার সারাংপুর আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are, Such as: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০/=
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০/=
* অর্ধ সিকি পৃষ্ঠাঃ	২৫০/=

স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/=(ষান্মাষিক ৮০/=)	====
এশিয়া মহাদেশঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফ্‌ট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by: Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post: Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph: (0721) 760525. Ph & Fax: (0721) 761378.

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

২য় বর্ষঃ ১০ম সংখ্যা
রবী'উল আউয়াল ১৪২০ হিঃ
আষাঢ় ১৪০৬ বাং
জুলাই ১৯৯৯ ইং

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ফোন-(০৭২১)৭৬০৫২৫

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস- ফোন ও ফাক্সঃ ৮৯৬৭৯২।
আন্দোলন অফিস - ফোনঃ ৯৩৩৮৮৫৯।
যুবসংঘ অফিস - ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- প্রবন্ধ ঃ
  - আল্লাহ্র নাযিলকৃত 'অহি' বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি ০৮
    – অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী
  - কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল ১১
    – অনুবাদঃ মুযযাম্মিল আলী
  - কসোভোর অতীত ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি ১৪
    – এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ
  - হে যুবক ভাই অবসর সময়কে কাজে লাগাও ১৮
    –অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারী
- মনীষী চরিত
  মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল–কোরায়শী ২১
  – মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
- চিকিৎসা জগৎ
  - ফুসফুস প্রদাহ বা নিউমোনিয়া ২৪
  - মধুর চমৎকার গুনাগুণ
- কবিতা ২৫
  বিষাদিত প্রাণ , তাহরীক তুমি, ধর্মের দুর্দিন সঠিক পথে, বিদ'আত, হয়তোবা, নেতা
- সোনামণিদের পাতা ২৭
- স্বদেশ–বিদেশ ৩০
- মুসলিম জাহান ৩৬
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৩৭
- দো'আ ৩৮
- খুৎবাতুল জুম'আ ৩৯
- দিশারী ৪১
- সংগঠন সংবাদ ৪৩
- প্রশ্নোত্তর ৪৭

সম্পাদকীয়

জশনে জুলূস ও আমরা

গত ২৭শে জুন'৯৯ রবিবার দেশব্যাপী মহা সমারোহে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' পালিত হ'ল। ঈমানী তেজে বলিয়ান হ'ল বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'ল সবাই। ইসলামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ বা জাতীয়তাবাদী সকল দলের মুসলমান স্ব স্ব দৃষ্টিকোন থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন চরিত ব্যাখ্যা করলেন বিভিন্ন সেমিনার, সুধী সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে। পত্রিকা সমূহ বিশেষ সংখ্যা বা ক্রোড়পত্র বের করল। বের হ'ল বড় বড় ধর্মীয় মিছিল ও সড়ক কাঁপানো জশনে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী (ছাঃ)-এর দীর্ঘ শোভাযাত্রা। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, জাতীয় সংসদের স্পীকার সকলেই সুন্দর সুন্দর বাণী প্রদান করলেন। সকলেই সকলকে রাসূল (ছাঃ)-এর উত্তম জীবনাদর্শ অনুসরণের আহবান জানালেন এবং বললেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শ বাস্তবায়নের মধ্যেই কেবল বিশ্বশান্তি নির্ভর করছে। কতই না সুন্দর কথা সব। শুধু কি কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? বরং ব্যয় হ'ল সরকারী রাজস্ব ও বেসরকারী সম্পদের একটি বিরাট অংশ। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- কি জন্য এই জোশ? কি জন্য এই ভালবাসার প্রদর্শনী?

জবাব যদি এটাই হয় যে, রাসূলের (ছাঃ) জন্মে আমরা খুবই খুশী। তাই আনন্দের প্রকাশ ঘটাচ্ছি মাত্র। তবে তো বলা যাবে যে, রাসূল নয় মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ্র জন্মমুহূর্তে খুশী হয়েছিলেন এই পিতৃহীন শিশুর দাদা-চাচা ও নিকটাত্মীয় জাহেলী আরবের নেতারা। এমনকি চাচা আবু লাহাব এই সুসংবাদ পেয়ে সংবাদ বাহিকা ক্রীতদাসী ছুওয়াইবাকে আনন্দে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। নিজে দুই আঙ্গুল উঁচু করে উর্ধশ্বাসে দৌড়ে সকলকে এই সংবাদ জানিয়েছিলেন। দাদা আবদুল মুত্ত্বালিব, চাচা আবু তালিব তাঁকে জীবন দিয়ে আদর-যত্ন করেছিলেন। সারা আরবের লোক তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। তাঁকে সকলে 'আল-আমীন' বা বিশ্বস্ত উপাধিতে আহবান করত। শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের শুরুতে ৪০ বৎসর বয়সে যেমনি মাত্র তিনি প্রচলিত শেরেকী প্রথার বিরোধিতা করে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, অমনি শুরু হ'ল বিরোধিতা, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, গীবত, তোহমত, চরিত্রহনন, সমাজচ্যুতি, বয়কট, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, হত্যার ষড়যন্ত্র এবং অবশেষে চিরদিনের মত মাতৃভূমি ত্যাগ ও মদীনায় হিজরত ও সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

যে চাচারা ভাতীজার জন্মে খুশীতে বাগবাগ হয়েছিল। সেই চাচারা হেরার গিরিসংকটে দাঁড়িয়ে ভাতীজার নিকট থেকে তাওহীদের দাওয়াত পেয়ে রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে বলে উঠলঃ 'তুমি এজন্য আমাদেরকে এখানে জমা করেছ?' যে আবু লাহাব ভাতীজার জন্মের খবর পেয়ে দাসী মুক্ত করেছিল, আঙ্গুল উঁচিয়ে দৌড়ে সবাইকে এই সুখবর দিয়েছিল, সেই আবু লাহাব সেদিন ভাতীজা রাসূলকে পাথর ছুঁড়ে মারল (কুরতুবী)। বনু কুরায়েশ-এর প্রায় সবাই রাতারাতি তাঁর শত্রু হয়ে গেল।

বুঝা গেল যে, ভাতীজা মুহাম্মাদকে গ্রহণ করলেও রাসূল মুহাম্মাদকে তারা বরদাশত করেনি। তারা তাঁর আনীত শরীয়তকে গ্রহণ করেনি। যদিও তারা আল্লাহকে, হাশর-নশরকে, ক্বিয়ামত ও হিসাব-নিকাশকে, জান্নাত ও জাহান্নামকে, হজ্জ ও ত্বাওয়াফকে, আল্লাহ্র ঘর কা'বাকে বিশ্বাস করত। কিন্তু আল্লাহ্র বিধানকে তারা মানেনি। বরং তার সাথে নিজেদের বিধান জুড়ে দিয়েছিল। ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে অসীলা পূজারী হয়েছিল। তাদের সমাজের মৃত নেককার লোকদের মূর্তি গড়ে তারা কা'বা ঘরে জমা করেছিল ও তাদের অসীলায় ও সুপারিশে আল্লাহ্র নিকটে মুক্তি কামনা করেছিল। রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় বাপ-দাদাদের শেরেকী আক্বীদা ও আমলের বিরোধিতা করলেন। ফলে সবাই হ'ল তাঁর শত্রু এবং তিনি হ'লেন নির্যাতিত, বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত। নানার বাড়ী মদীনার আনছাররা তাঁকে বরণ করে নিলেন। তাদের সাহায্যে তিনি পরবর্তীতে মক্কার উপরে সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয় লাভ করলেন। সফল নবী হিসাবে বিশ্বের ইতিহাসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। যদি সেদিন তিনি মক্কায় নিজ বাপ-চাচাদের হাতে নিহত হ'তেন কিংবা পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ে ব্যর্থ হ'তেন, তাহ'লে হয়তবা তাঁর জীবনেতিহাস অন্যভাবে লেখা হ'ত।

এক্ষণে প্রশ্নঃ রাসূলের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন্টা? তাঁর জন্ম না তাঁর নবুঅত লাভ? 'মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ' বেশী গুরুত্বপূর্ণ না মুহাম্মাদুর 'রাসূলুল্লাহ' (ছাঃ) বেশী গুরুত্বপূর্ণ? জন্মকে গুরুত্ব দিয়ে রিসালাতকে গুরুত্ব না দিলে তাঁর চাচাদের চরিত্রের সাথে আমাদের চরিত্রের মিল হয়ে যাবে। দুটোকেই গুরুত্ব দিয়ে স্রেফ দিবস পালন ও অনুষ্ঠানাদি করলে দেখা যাবে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ কখনোই এসব করেননি। তাহ'লে এগুলো কার আদর্শ? ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যে, খৃষ্টানদের বড় দিন পালনের অনুকরণে ৬০৫ বা ৬২৫ হিজরীতে ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম 'মীলাদুন্নবী'র প্রথা আবিষ্কার করেন। প্রতি বৎসর মীলাদুন্নবীর মৌসুমে প্রাসাদের নিকটে তৈরী অন্যূন ২০টি খানক্বাহে তিনি গানবাদ্যের আসর বসাতেন। কখনো মুহররম কখনো ছফর মাস থেকে এই মৌসুম শুরু হ'ত। মীলাদুন্নবীর দু'দিন আগে থেকেই খানক্বাহের আশপাশে গরু-ছাগল যবহের ধুম পড়ে যেত। কবি, গায়ক, ওয়ায়েয সহ অসংখ্য লোক সেখানে ভিড় জমিয়ে মীলাদুন্নবী উদযাপন করত। আলেমদেরকে উপঢৌকন ও চাপ দিয়ে মীলাদের পক্ষে জাল হাদীছ ও বানোয়াট গল্প লিখতে বাধ্য করা হ'ত। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, মিথ্যা নবীপ্রেমের মহড়া দেখিয়ে জনসাধারণের মন জয় করা।

এক্ষণে রবী'উল আউয়াল মাস এলে আমাদের দেশে যেভাবে দিবস পালন, মিছিল-মিটিং, জশনে জুলূস, মীলাদুন্নবী, সীরাতুন্নবী, ইয়াওমুন্নবী, দা'ওয়াতুন্নবী ও আশেকে রাসূল (ছাঃ) মহাসম্মেলন ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়, তাতো কেবল সেই কুকুবুরীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় এ সবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। যদি এটা ধর্মীয় প্রথা হয়, তাহ'লে অবশ্যই রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, কর্ম বা সম্মতি দ্বারা এর সমর্থন থাকতে হবে। কিন্তু সে সবের তো কোন অস্তিত্ব নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে... বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল' (বুঃ মুঃ)। হাদীছে রিয়া-কে 'শিরকে আছগর' বা ছোট শিরক বলা হয়েছে। মিছিল, জশনে জুলূস ইত্যাদি তো উক্ত 'রিয়া' বা প্রদর্শনীর মধ্যেই পড়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ভালবাসার প্রকৃত প্রমাণ হ'ল তাঁর 'ইত্তেবা' করা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক জীবনে তাঁর আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণ করা। দেশের সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দল সমূহের প্রায় সবাই মুসলমান। আমরা যদি আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমিতে রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া পবিত্র আদর্শের বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে পারতাম এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত থেকে দূরে থাকতে পারতাম ও ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসারী হ'তে পারতাম, তাহ'লেই তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন সম্ভব হ'ত বলে আমরা মনে করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! =(সঃ সঃ)।

দরসে কুরআন

বাদ্য-বাজনাঃ বুদ্ধি বৃ... চয়

- আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ط أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ- وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ اٰيَاتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ج فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ-

১. অনুবাদঃ এক শ্রেণীর লোক আছে যারা আল্লাহ্‌র পথ হ'তে বিচ্যুত করার জন্য মূর্খতাবশতঃ অসার বাক্যসমূহ ক্রয় করে থাকে এবং আল্লাহ্‌র প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে লজ্জাষ্কর শাস্তি (লোকমান ৬)। যখন তাদের নিকটে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনতেই পায়নি। যেন তার দু'কানে বধিরতা রয়েছে। আপনি তাকে মর্মান্তিক আযাবের সুসংবাদ দিন' (লোকমান ৭)।

২. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) **ইয়াশ্‌তারী** (يَشْتَرِىْ)ঃ 'ক্রয় করে'। 'শারা' (شراء) মাদ্দাহ থেকে উৎপন্ন। অর্থ- ক্রয়। بيع و شراء অর্থ ক্রয়-বিক্রয়। সেখান থেকে বাবে ইফতি'আল ফে'ল মাযী, 'ইশতারা' -'সে খরিদ করেছে'। অতঃপর ফে'ল মুযারে 'ইয়াশ্‌তারী' 'সে ক্রয় করছে বা করবে'। ছীগা এক বচন পুংলিঙ্গ নাম পুরুষ বা واحد مذكر غائب ।

(২) **লাহ্‌ওয়াল হাদীছ** (لَهْوَ الْحَدِيْثِ)ঃ 'অসার বাক্য'। গানবাদ্য ও বাজে কথা যা কোন ধর্মীয় বা পার্থিব কাজে লাগেনা।

(৩) **লেইয়ুযিল্লা** (لِيُضِلَّ)ঃ 'বিভ্রান্ত করার জন্য'। أَضَلَّ يُضِلُّ বাবে ইফ'আল থেকে এসেছে। ছীগা واحد مذكر غائب । لام كَىْ প্রথমে আসার কারণে মুযারে-র শেষে نصب বা যবর হয়েছে।

(৪) **ইয়াত্তাখিযাহা হুযুওয়ান** (يَتَّخِذَهَا هُزُوًا)ঃ 'আল্লাহ্‌র পথকে খেল-তামাশা হিসাবে গ্রহণ করে'। 'আখযুন' (أخذ) মাদ্দাহ থেকে বাবে ইফতি'আল-এর মুযারে বা ভবিষ্যদ্বাচক ক্রিয়া হ'ল 'ইয়াত্তাখিযু' (يَتَّخِذُ)। পূর্ববর্তী ক্রিয়া 'লেইয়ুযিল্লা' (لِيُضِلَّ)-এর উপরে 'আৎফ' (عطف) হওয়ার কারণে অত্র ক্রিয়াপদের শেষে যবর বা نصب হয়েছে। ها সর্বনামটি পূর্ববর্তী শব্দ 'সাবীলিল্লাহ'-এর দিকে সম্পর্কিত। আরবীতে 'সাবীল' (سبيل) শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে আল্লাহ্‌র পথ বলতে মূলতঃ আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহকে বুঝানো হয়েছে। 'হুযুওয়ান' অর্থ খেল-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক। এখানে বাক্যের মধ্যে حال বা অবস্থা বর্ণনার উদ্দেশ্যে বসার কারণে শব্দের শেষে نصب বা যবর হয়েছে।

(৫) **তুত্‌লা আলাইহে** (تُتْلَى عَلَيْهِ)ঃ 'তার নিকটে পাঠ করা হয়'। 'তেলাওয়াত' অর্থ পাঠ করা। সেখান থেকে ফে'ল মুযারে মাজহূল تُتْلَى অর্থ 'পাঠ করা হয়'।

(৬) **অল্লা মুস্তাক্‌বিরান** (وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا) 'দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়'। التولية মাছদার থেকে وَلّٰى মূলে ছিল وَلَّىَ ওযন صَرَّفَ। শেষ অক্ষর ىَ স্বরবর্ণ হওয়ায় 'যবর' বিলুপ্ত হয়েছে। 'মুস্তাকবিরান' 'কিবরুন' (كِبْرٌ) মাদ্দাহ হ'তে উৎপন্ন হয়েছে। অর্থ গর্ব, অহংকার ইত্যাদি। সেখান থেকে বাবে ইস্তিফ'আল হ'তে কর্তৃকারক বা اسم فاعل 'মুস্তাকবিরুন' হয়েছে। অর্থ- দাম্ভিক বা অহংকারী। বাক্যে حال বা অবস্থা বর্ণনার উদ্দেশ্যে বসার কারণে শেষে نصب বা যবর হয়ে 'মুস্তাকবিরান' হয়েছে।

(৭) **ফা বাশ্‌শিরহু** (فَبَشِّرْهُ)ঃ 'অতঃপর তাকে সুসংবাদ দাও'। 'বিশা-রাত' ও 'বাশা-রাত' (اَلْبِشَارَةُ) অর্থ সুসংবাদ বাবে তাফ'ঈল হ'তে এক বচন امر حاضر معروف । হয়েছে ওযন صَرِّفْ। فاء অর্থ- অতঃপর হরফে আৎফ বা সংযোজক অব্যয়। এগুলি বাক্যে কোনরূপ আমল করে না। ক্রিয়াশেষে ٥ সর্বনামটি ضمير منصوب متصل যা কর্মকারক হিসাবে ক্রিয়ার শেষে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

'বাশা-রাত' কথাটি সাধারণতঃ সুসংবাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে দুঃখজনক খবরের সাথে যুক্ত হ'লে তার অর্থ দুঃসংবাদও হয়ে থাকে। যেমন আলোচ্য আয়াতে হয়েছে।[১] তবে এখানে আরবী অলংকার শাস্ত্রের 'কিনায়াহ'র (كناية) নিয়ম অনুযায়ী বিপরীত অর্থ জ্ঞাপন করে দুঃসংবাদকে সুসংবাদ আকারে প্রকাশ করে দাম্ভিক জাহান্নামীদেরকে কটাক্ষ করা হ'তে পারে।

(৮) আলীম (أَلِيْمٌ)ঃ অর্থঃ 'মর্মান্তিক'। فَعِيْلٌ -এর ওযনে اسم فاعل অর্থ مُؤْلِمٌ বা مُوْجِعٌ কষ্টদায়ক যা أَلِيْمٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৩. শানে নুযূলঃ কুরায়েশ নেতাদের 'দারুন নাদওয়া'র অন্যতম সদস্য নযর বিন হারেছ আরব দেশ সমূহ ভ্রমন করত ও সেসব অঞ্চল থেকে রুস্তম, ইস্ফেন্দিয়ার প্রমুখ বীরদের কীর্তিগাথা সম্বলিত বইসমূহ কিনে এনে মক্কায় বসে যেত। লোকেরা যখন বলত যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) অমুক অমুক কথা বলেছেন, তখন সে লোকদের বসিয়ে পারস্য দেশের মুখরোচক গল্পসমূহ শুনাতো আর বলত, আমার এই সব গল্প মুহাম্মাদের হাদীছের চাইতে অনেক ভাল।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে সুন্দরী গায়িকাদের খরিদ করে আনত। তারপর যাকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী দেখতে পেত, তাকে ডেকে ঐ গায়িকার কাছে নিয়ে গিয়ে বলত তুমি একে খাওয়াও, পান করাও ও গান শুনাও। অতঃপর লোকটিকে বলত, মুহাম্মাদের ছালাত, ছিয়াম ও জিহাদের চেয়ে এগুলি অনেক ভাল'।[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, কুরায়েশগণ ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বদা যে তাচ্ছিল্য করত ও বাতিলের মধ্যে ডুবে থাকত এবং ইসলাম থেকে মানুষকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বদা রকমারি যেসব চক্রান্ত করত। যেমন ছালাতের সময় শিষ দেওয়া, তালি দেওয়া, বাদ্য বাজানো, শোরগোল করা ইত্যাদি- এ সবের বিরুদ্ধে অত্র আয়াত নাযিল হয় (ঐ)। হাসান বছরী বলেন যে, 'অত্র আয়াত নাযিল হয়েছে গান ও বাদ্যযন্ত্রের বিরুদ্ধে' (তাফসীরে ইবনে কাছীর)। ইমাম বুখারী স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে অত্র আয়াত উল্লেখ করে অনুচ্ছেদ রচনা করেন এভাবে - 'অনুচ্ছেদ এই মর্মে যে, সকল প্রকার খেল-তামাশা বাতিল, যা আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে নেয়'...('ইস্তীয়ান' অধ্যায়ের শেষ দিকে)।

৪. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

সূরায়ে লোকমান মক্কায় নাযিল হয়। এতে ৩৪টি আয়াত রয়েছে। যার দু'টি বা তিনটি আয়াত বাদে বাকী সব মক্কায় নাযিল হয় (কুরতুবী)। বর্তমান বিশ্ব ও বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অত্র সূরার আয়াত গুলি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখে। আলোচ্য আয়াত দু'টি অত্র সূরার প্রথম দিককার ৬ ও ৭ নং আয়াত। যেখানে মক্কার লোকদের গানবাদ্য প্রীতি ও বাজে কাজে সময় নষ্ট করার অন্যায় প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে 'লাহ্ওয়াল হাদীছ' খরিদ করার কথা বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, সেই আল্লাহ্র কসম করে আমি বলছি এর অর্থ গান, গান, গান' (তাফসীর ইবনু কাছীর)। একই কথা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন ওমর, জাবের, হাসান বছরী, ইকরিমা, সাঈদ বিন জুবায়ের, মুজাহিদ, মাকহুল, মায়মূন বিন মিহরান, আমর বিন শু'আইব, আলী বিন নাদীমাহ প্রমুখ ছাহাবী ও তাবেঈগণ। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতসহ আরও দু'টি আয়াত (নাজম ৬১ ও বনী ইস্রাঈল ৬৪)-এর ভিত্তিতে বিদ্বানগণ গান-বাদ্যকে নিষেধ করে থাকেন।[৩] যেমন সূরায়ে নাজম-য়ে আল্লাহ বলছেন, وَ تَضْحَكُوْنَ وَ لَا تَبْكُوْنَ ، وَ أَنْتُمْ سَامِدُوْنَ 'তোমরা হাসছ অথচ কাঁদছ না এবং তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ' (নাজম ৬০-৬১)। এখানে سَمَدَ يَسْمُدُ অর্থঃ গান গাওয়া, দর্প ভরে বুক উঁচু করে চলা ইত্যাদি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أُسْمُدِيْ لَنَا অর্থ 'তুমি আমাদের জন্য গান গাও'। এটা 'হিমইয়ারিয়াহ' নামক বাদ্যযন্ত্র দ্বারা গান গাওয়াকে (هو الغناء بالْحِمْيَرِيَّة) বলা হয় (কুরতুবী)। অন্য আয়াতে আল্লাহ ইবলীসকে বলছেন وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ 'তুই সত্যচ্যুত কর, তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়ায দ্বারা...' (বনু ইস্রাঈল ৬৪)। ইমাম কুরতুবী বলেন যে, অত্র আয়াতটি গীতবাদ্য ও খেল-তামাশা হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেন, শয়তানের আওয়ায ও তার আপাত মধুর আকর্ষণীয় শিল্পকলা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। হযরত নাফে' হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাস্তায় চলার সময় তিনি এক গায়িকার বাঁশীর সূর শুনতে পান। তখন তিনি দু'কানে আঙ্গুল দিয়ে অন্য পথে ধাবিত হন। যতদূর বাঁশীর আওয়ায শ্রুত হয়, ততদূর তিনি এভাবেই যান এবং বলেন, একদা এক রাখাল বালকের বাঁশীর আওয়ায শুনে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এরূপ করতে দেখেছিলাম'।[৪]

---

১. *কুরতুবী ১/২৩৮ পৃঃ।*
২. *কুরতুবী ১৪/৫২ পৃঃ।*
৩. *তাফসীর কুরতুবী ১৪/৫১ পৃঃ।*
৪. *কুরতুবী ১০/২৯০ পৃঃ।*

সেযুগে যখন এই অবস্থা ছিল, তখন এযুগে আমাদের চলা-ফেরা কেমন হওয়া উচিত। যখন রাস্তা-ঘাটে, বাড়ীতে-বৈঠকখানায়, দোকানে-বাসে, বিমানে-ষ্টীমারে সর্বত্র রেডিও-টিভির শব্দ ও দর্শন যন্ত্রণায় সমাজ হরহামেশা কলুষিত হচ্ছে?

গানবাদ্যের ক্ষতিকারিতাঃ

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

(১) হৃদয়ের জন্য বাদ্যযন্ত্র দেহের জন্য মদের সমতুল্য। মদ দেহের উপরে যে কুপ্রভাব বিস্তার করে বাদ্যযন্ত্রের সূরলহরী হৃদয়ের উপরে তার চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। সূরের তালে মাতাল হয়ে সে শিরক করে, যেনা করে এমনকি মানুষ খুন করে। মা'রেফতী ফকীরদের আস্তানার মাস্তানগুলো তাদের আবিষ্কৃত 'যিকর ও সামা' শুনে তথাকথিত 'হাল' বা 'ফানাফিল্লাহ' হয়ে হেন কোন পাপ নেই, যা তারা করে না। অথচ ছালাত, তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি শারঈ ইবাদতের মধ্যে ডুবে গেলেও এইসব নোংরামির অবকাশ সেখানে থাকে না। ফলে গানবাদ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট মা'রেফতী ইবাদত মূলতঃ শয়তানী ধোকা বৈ কিছুই নয়।

(খ) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, রেডিও-টিভিতে ও চলচ্চিত্রে, ভিসিআর-ভিসিপিতে আজকাল আধুনিক গানের নামে যেসব পরিবেশিত হয়, তার প্রায় সবটুকুই হয় আদি রসাত্মক। যা শ্রোতাদের মনে যৌন সুঁড়সুড়ি দেয় এবং পরিণতিতে যেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে। অথচ সাহিত্য ও শিল্পের নামে এগুলির পিছনে কোটি কোটি টাকার জাতীয় রাজস্ব ব্যয় করা হচ্ছে। গান শিক্ষার জন্য দোতারা-সেতারা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র কিনে অনেকে বাড়ীতে মাষ্টার রেখে মেয়েকে দক্ষ গায়িকা বানানোর চেষ্টা করেন। অথচ ঐ মেয়েটিকে সুন্দর কণ্ঠ যিনি দান করেছেন, তাঁর প্রেরিত কুরআন পাঠ ও বুঝানোর জন্য ঐ পিতা কখনোই একজন যোগ্য ক্বারী বা আলেম শিক্ষক বাড়ীতে রাখেননি। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। দেশের সেরা গায়িকা ও চলচ্চিত্র শিল্পীদের পারিবারিক অশান্তিময় জীবনের দিকে তাকিয়েও এই সব বাবা-মায়েরা শিক্ষা গ্রহণ করেন না।

(গ) গান ও চলচ্চিত্রঃ

গানের মধুর আওয়াজের তালে তালে যখন গায়িকার আকর্ষণীয় নাচ গান ও অঙ্গভঙ্গি, চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তখন স্বাভাবিকভাবেই দেহমন উত্তপ্ত হয়। এটা এরূপ স্বাভাবিক যেমন আগুনের উত্তাপ ও পানির ভিজানো ক্ষমতা স্বাভাবিক। সাধারণভাবে পত্র-পত্রিকায় ও বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে, রিকসার পিছনে ও সীট কভারে যেসব যৌনোদ্দীপক স্থিরচিত্র শোভা পায়, তা দেখেই তরুণ মন বিভ্রান্ত হয়, যেভাবে তারা বিভ্রান্ত হয় নোংরা সাহিত্য ও উপন্যাস পড়ে। একই ভাবে যুবসমাজ প্রতিনিয়ত বিপথে যাচ্ছে যৌন সাহিত্যের নামে বিভিন্ন পর্ণো ছবিতে ভরা কুরুচিকর বই-পত্রিকা পড়ে। বর্তমানে টিভি চ্যানেলগুলো মিনি চলচ্চিত্রের স্থান দখল করেছে। সেখানে গানবাদ্যের সাথে সাথে অঙ্গ প্রদর্শনীর মহড়া চলে। যা জাতীয় চরিত্র ধ্বংসের সবচেয়ে বড় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। টিভি ও ব্লু-ফিল্মের নীল দংশনে এখন ঘরে ঘরে জাহান্নাম সৃষ্টি হচ্ছে। যেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করছে। হায়া-শরম ক্রমেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। লজ্জার পর্দা যখন থাকে না, তখন মানুষ পশু হয়ে যায়। সে যা খুশী তাই করতে পারে। সমাজ এখন দ্রুত ধ্বংসের দিকেই এগোচ্ছে।

(২) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, গান হৃদয়ে 'নিফাক্ব' সৃষ্টি করে, যেমন পানি লতা-গুল্ম সৃষ্টি করে। 'যিকর' হৃদয়ে ঈমান সৃষ্টি করে যেমন পানি ফসল সৃষ্টি করে।

(৩) হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, যে ব্যক্তি গানে অভ্যস্ত হয়, সে মনের দিক দিয়ে মুনাফিক হয়ে যায়, অথচ সে বুঝতে পারে না। যদি সে নিফাক্বের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করত, তাহ'লে সে নিজের হৃদয়ের মধ্যে তা চাক্ষুস দেখতে পেত। কেননা একই হৃদয়ে একই সাথে গানের মহব্বত ও কুরআনের মহব্বত একত্রিত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে একটিকে ছেড়ে দেয়। যারা গানবাদ্য করেন বা শোনেন, তাদের উপরে কুরআনকে আমরা ভারী হ'তে দেখেছি'।

কুরআন ও কুরআনের ভাষা ও বক্তব্য তাদের হৃদয়ে কোন প্রভাব ফেলে না। কুরআন ও হাদীছ থেকে কোন মজা তারা অনুভব করে না। কুরআন ও আযানের ধ্বনি তাদের হৃদয় তন্ত্রকে অনুরণিত করে না। চোখের দু'পাতাকে ভিজিয়ে দেয় না। কুরআনের গভীর তত্ত্ব, তথ্য ও বৈজ্ঞানিক অভিধা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ করে না। কুরআন-হাদীছের নৈতিক ও সামাজিক বিধানসমূহ তাদের মানসপটে কোনরূপ রেখাপাত করেনা। বরং এগুলির পিছনে সময় ও শ্রম ব্যয় করাকে তারা নিতান্তই অপচয় কিংবা বৃথা সময় ক্ষেপন মনে করে। তারা মুছল্লী হ'লেও অলস মুছল্লী হয়। সময়মত মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় থেকে তারা অধিকাংশ সময় পিছিয়ে থাকে। দ্বীনী কাজে তাদেরকে আহবান করলে দুনিয়াবী ঝামেলার অজুহাত দেখিয়ে তারা সরে পড়ে।

(৪) খ্যাতনামা হাম্বলী পণ্ডিত ইবনু আক্বীল বলেন, যদি গায়িকা গায়ের মুহরাম মহিলা হয়, তবে তার গান শোনা হারাম হবে। এ বিষয়ে হাম্বলী বিদ্বানদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

(৫) ইবনু হযম বলেন, গায়ের মুহরাম অপরিচিতা মহিলার গান শোনা ও তা থেকে মজা অনুভব করা সকল মুসলিমের জন্য হারাম।

(৬) পুরুষের সুরেলা কণ্ঠের গান থেকেও মেয়েদের পরহেয করতে বলা হয়েছে। যাতে মেয়েরা ঐ পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। হযরত বারা বিন মালেক (রাঃ) একজন সুন্দর কণ্ঠের মানুষ ছিলেন। বিভিন্ন সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে থাকতেন ও 'রাজায' গান শুনাতেন। একদা তাঁরা মহিলাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা অপসন্দ করেছিলেন যে, বেগানা মেয়েরা তার গান শুনুক'।[৫]

এক্ষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেখানে পুরুষ কণ্ঠের গানের মধ্যে মেয়েদের জন্য ফিৎনার আশংকা করেছেন, সেখানে নারী কণ্ঠের সুরেলা গান পুরুষের জন্য কত মারাত্মক হ'তে পারে, তা অনুমান করা চলে। বিশেষ করে আধুনিক গানের নামে আজকাল রেডিও-টিভিতে যেসব বেহায়া গানের আসর জমানো হয়, যার মধ্যে স্রেফ সস্তা যৌনতা ছাড়া আর তেমন কিছু পাওয়া যায় না, এগুলো শুনলে বা দেখলে তিনি কি বলতেন?

(৭) যেখানে গানবাদ্যের মজলিস হয়, সেখানে শয়তান ও তার সাথীরা এমনভাবে চক্রজাল বিস্তার করে যে, ঐ মজলিস ছেড়ে ওঠে এসে মসজিদে জামা'আতে যোগদান করা অসম্ভব হয়। এমনকি অনেক প্রয়োজনীয় ও পারিবারিক বা সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা সে ভুলে যায় কিংবা ভুলে না গেলেও ঐ শয়তানী পরিবেশ তাকে তা থেকে দূরে থাকতে যেকোন অজুহাতে বাধ্য করে। আল্লাহ্র স্মরণ থেকে সে গাফেল হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য একটি শয়তানকে নিয়োজিত করি। সেই-ই হয় তার সাথী' (যুখরুফ ৩৬)। এই শয়তানরাই তাদেরকে সৎ পথে বাধা দান করে। অথচ লোকেরা মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে (যুখরুফ ৩৭)। অবশেষে যখন সে আমার কাছে ফিরে আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকত? কতই না হীন সাথী সে' (যুখরুফ ৩৮)। আর মানুষকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আল্লাহপাক শয়তানকে দিয়েছেন (মারিয়াম ৭৫)। উদ্দেশ্য তাকে পরীক্ষা করা এ বিষয়ে যে সে তার দুনিয়াবী জীবনে কতটুকু সুন্দর আমল করল (মুলক ২)। শয়তানের এই ক্ষমতা বাস্তবে দেখা গেছে যখন সুলায়মান (আঃ)-এর নির্দেশে তারা চোখের পলকে সাবার রাণী বিলক্বীস-কে তার সিংহাসনসহ উঠিয়ে নিয়ে আসে (নমল ৩৯)। অনেকে পীর-আউলিয়া ও অসাধ্য সাধনকারীদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডকে 'কারামত' বলতে চান। যদি বলি এগুলি তাদের শয়তানী ক্রিয়াকাণ্ড, তাতে কিছুই বলার থাকবে না। কেননা 'কারামত' কোন দাবী করার বিষয় নয়। এটি আল্লাহ্র প্রদত্ত বিশেষ সম্মান। যা তাঁর ইচ্ছা ও দয়ার উপরে নির্ভরশীল।

৫. হাকেম, হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন ও যাহবী সেটাকে সমর্থন করেছেন।

৩. যে সব গান শোনা জায়েযঃ

ইসলামী বিষয়ে উৎসাহিত করে এমন সব বাজনাবিহীন গান শোনা জায়েয। জিহাদের ময়দানে মুজাহিদগণকে উদ্দীপিত করে তোলার জন্য জিহাদী কবিতা ও আখেরাতমুখী গান গাওয়া জায়েয। খন্দকের যুদ্ধে খন্দক খোঁড়ার সময় ছাহাবীদের সাথে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজে কবিতা গেয়েছিলেন। অমনিভাবে যেকোন নেকীর কাজে উৎসাহিত করার জন্য শিরক ও বিদ'আতী আক্বীদামুক্ত কবিতা গাওয়া ও শোনা জায়েয। খ্যাতনামা কবি হাসসান বিন ছাবিত আনছারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসসানের জন্য মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর রাখতেন। যেখানে দাঁড়িয়ে হাসসান (রাঃ) ইসলামের পক্ষে কবিতা সমূহ পাঠ করতেন।[৬] মোট কথা শিরক, বিদ'আত ও বাদ্য-বাজনা বিহীন কবিতা যা মানুষকে আখেরাত মুখী করে, নীতিবান করে, ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করে, সেইসব রুচিশীল কবিতা সুরের সাথে গাওয়া কখনোই দোষের নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কবিতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বলেন, هو كلام فحسنه حسن و قبيحه قبيح 'উহা কথা মাত্র। উহার সুন্দরগুলি সুন্দর ও মন্দগুলি মন্দ'।[৭]

উল্লেখ্য যে, বিয়ে ও ঈদের দিন 'দফ' নামক এক মুখো ছোট ঢোল বাজানো জায়েয আছে- এই সূত্র ধরে এদেশের 'আউলিয়া' নামধারী কিছু মারেফতী ফকীর তাদের খানক্বায় বাদ্যসহযোগে 'যিকর' ও 'সামা' চালু করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। কেননা 'যিকর' হ'ল ইবাদত, যা

৬. বুখারী, মিশকাত হা/৪৮০৫ 'বায়ান ও কবিতা' অনুচ্ছেদ।
৭. দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৪৮০৭, হাদীছ হাসান।

অবশ্যই সুন্নাতী তরীকায় হ'তে হবে। নইলে আল্লাহ্র দরবারে তা কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কখনোই বাদ্যসহযোগে 'যিকর' করেননি। এমনকি দলবদ্ধভাবে সমস্বরে যিকর করেননি। অমনিভাবে এদেশে মরমী গানের নামে প্রচলিত বাউল গান, মারেফতী গান, মাইজভাণ্ডারী গান ইত্যাদির মাধ্যমে অদ্বৈতবাদের শেরেকী আক্বীদা ব্যাপকভাবে ছড়ানো হচ্ছে। এগুলো একজন তাওহীদপন্থী মুমিনকে 'মুশরিক' বানিয়ে দিচ্ছে। এগুলি থেকে বাঁচা অনুরূপ যরূরী, যেরূপ উদ্ধত ফণাধারী সাপ থেকে বেঁচে থাকা যরূরী। অনুরূপভাবে রেডিও-টিভি ও ভিসিআর-ভিসিপির বাজে গানবাদ্য মানুষের হৃদয়ে মদের চাইতে বেশী প্রভাব বিস্তার করে ও মাদকাসক্ত ব্যক্তির চেয়ে তাকে অধিক যৌনাসক্ত করে তোলে। ফলে সুযোগ পেলেই সে তার মনের বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। আজকের সমাজে এসিড নিক্ষেপ থেকে শুরু করে নারী নির্যাতনের অগণিত কারণের পিছনে অশ্লীল গানবাদ্য, বাজে ছবিযুক্ত বই-পত্রিকা ও ব্লু-ফিল্মের কুপ্রভাব যে সবচেয়ে কার্যকর শক্তি একথা কে অস্বীকার করবে? সমাজ ও রাষ্ট্র নেতারা এগুলো জেনেও না জানার ভান করেন। একদিকে তারা সিনেমা-টিভিতে নারী কেন্দ্রিক মারদাঙ্গা ও খুন-খারাবীতে ভরা ছবি, মদ, ভিসিআর ও গানবাদ্যের লাইসেন্স দিচ্ছেন, অন্যদিকে নারী নির্যাতন ও সন্ত্রাস করতে নিষেধ করছেন। যৌনতা ও সন্ত্রাস শিক্ষার সকল উৎসমুখ খুলে দিয়ে যুবক-যুবতীদের বলা হচ্ছে তোমরা যেনা করো না, সন্ত্রাস করোনা, ধর্ষণ করোনা, এসিড মেরো না ইত্যাদি। এযেন গুড়ের ভাণ্ড ঢেলে দিয়ে মাছিকে নছীহত করা যেন সে গুড়ের উপরে না বসে। প্রশাসন ও নেতাদের এই দ্বিমুখী চরিত্রই বর্তমানে সমাজ ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ। এক্ষণে যদি কেউ সুস্থ সমাজ কামনা করেন, তাহ'লে অবশ্যই তাকে দ্বিমুখী নীতি ছেড়ে ইসলাম মুখী হ'তে হবে এবং কঠোরভাবে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। নইলে দুনিয়াতে নানা ধরণের ফিৎনায় গ্রেফতার হ'তে হবে, আখেরাতেও জাহান্নাম ভোগ করতে হবে। অতএব আসুন! যে যেখানে আছি, আমরা স্ব স্ব পরিসরে ইসলামের বিধান মেনে চলি। নিজের বাড়ীতে, সমাজে, অফিসে, চাকুরী ও কর্মক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করি। কাউকে খুশী করার জন্য নয় কিংবা দুনিয়া পাবার জন্য নয়, কেবল আল্লাহ্কে খুশী করার জন্য আসুন আমরা সমাজ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

বুদ্ধি বৃত্তির অপচয়ঃ

আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানশক্তি দান করে তাকে সৃষ্টি জগতের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এই জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূল চাবিকাঠি। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন পরিচালনা করতে পারলাম কি-না, বা কে কতটুকু করলাম, ক্বিয়ামতের দিন তারই হিসাব-নিকাশ হবে। পাগলের কোন হিসাব নেই। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাই অতীব মূল্যবান। অথচ বাজে গানবাদ্যের মধ্যে যারা ডুবে থাকি, তারা এই মূল্যবান বুদ্ধিবৃত্তির অপচয় করি মাত্র। এর পিছনে সরকার যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেন, তাও জাতীয় অপচয় বৈ কিছু নয়। এর পিছনে যে সময় ও শ্রম ব্যয় হয়, সবকিছুই অপচয়ের খাতে চলে যায়। এই অপচয়ের হিসাব একদিন আমাদেরকে আল্লাহ্র কাছে দিতে হবে।

পরিশেষে আমরা দেশের কণ্ঠশিল্পীদের আহবান জানাব যে, আসুন! আল্লাহপাক আপনাকে সুরেলা কণ্ঠের যে অমূল্য নে'মত দান করেছেন, তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করি। আপনার কণ্ঠের গান একজন বিভ্রান্ত মানুষকে দ্বীনের পথে নিয়ে আসুক। একজন সন্ত্রাসীকে ভাল মানুষে পরিণত করুক, একজন মুশরিক-বিদ'আতীকে কুরআন ও হাদীছ পন্থী করুক- এটা কি আপনি চান না? যদি চান, তবে আর দেরী নয়, যাবতীয় শেরেকী, বিদ'আতী ও যৌন গান থেকে তওবা করুন। নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক গান ও কবিতা গাইতে শুরু করুন। আপনার বাকী জীবনটা এ পথেই ব্যয় করুন। সমাজ বিপ্লবের মহান লক্ষ্যে নিজের জান মাল, সময় ও শ্রমকে উৎসর্গ করুন। একবার তাকিয়ে দেখুন পিছন পানে রাসূলের সভাকবি হাসসান বিন ছাবিতের দিকে। যিনি ৬০ বছর কাফের ছিলেন ও ৬০ বছর মুসলমান ছিলেন। একদা গোত্রের একদল বনু তামীম প্রতিনিধি রাসূলের দরবারে এল। রাসূল (ছাঃ) হাসসানকে ইঙ্গিত দিলেন। হাসসান তাদেরকে স্বরচিত কবিতার মাধ্যমে গান গেয়ে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। মাত্র ২২ লাইনের মাথায় ঐ লোকগুলি ওখানেই ইসলাম গ্রহণ করল।* ফালিল্লাহিল হামদ। ইচ্ছা করলে আপনিও কিন্তু পারেন। অতএব সিদ্ধান্ত নিন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!!

** আহলেহাদীছ আন্দোলন (রাজশাহীঃ ১৯৯৬) পৃঃ ৪৬, টীকা ৩৯; গৃহীতঃ দীওয়ানু হাসসান (দার বৈরুতঃ ১৩৯৮/১৯৭৮) পৃঃ ১৪৫।*

সংশোধনী

গত সংখ্যায় দরসে কুরআনে 'লাইয়ুস্বাযান্না' ছীগা جمع مذكر غائب লেখা হয়েছে। ওটা واحد مذكر غائب হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত। -সম্পাদক।

প্রবন্ধ

আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত 'অহি' বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি

-মূলঃ খালেদ বিন আলী আম্বারী
অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী*

(১৩ তম কিস্তি)

প্রথম ক্বায়েদাঃ এই ক্বায়েদার মাধ্যমে আমাদের উপর এটা লাযেম হয়ে যায় যে, আমরা কোন হাকিমকে কাফের বলব না যতক্ষণ না সে শরীয়তের সাধারণ জানা বিষয়গুলিকে অস্বীকার করবে এবং তার সাথে বিরুদ্ধাচরণ না করবে। আর ইসলামী শরীয়ত মতে ফায়ছালা করাটা তারই অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ এটা অস্বীকার করবে অথবা বলবে যে, কুরআনের বিধান ও বর্তমান (প্রচলিত) বিধানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, বরং উভয় সমান। তাহ'লে সে ইসলাম থেকে পুরোপুরি ভাবে বের হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণ এ পথেই চলেছেন। তাঁরা উপরে বর্ণিত নিয়ম ছাড়া কাউকেও কাফের বলেননি। নিম্নে তাঁদের কথার কিছু নমুনা দেওয়া হলঃ

১. আলী বিন আবু ত্বালহা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি- "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" -এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, من جحدَما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق 'যে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করল, সে কাফের। আর যে ওটাকে স্বীকার করল কিন্তু সে মতে ফায়ছালা করল না সে যালিম ও ফাসিক'।

২. কুরতুবী বলেন, ইবনে মাসঊদ ও হাসান বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র দেওয়া শরীয়তের বাইরে যে ফায়ছালা করবে' বাক্যটি সবার জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ আক্বীদাগত দিক থেকে যে ওটাকে ঠিক মনে করেছে এবং ওটাকে নিজের জন্য হালাল মনে করেছে। ইমাম সুদ্দী ও ইবরাহীম নাখঈ-র মতও অনুরূপ।

৩. মুজাহিদ (মুফাস্‌সির) উল্লেখিত আয়াত তিনটির তাফসীরেবলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানকে ছেড়ে দিল, আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআনুল কারীম) কে রদ বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য সে কাফের, যালেম ও ফাসেক।

৪. ইকরামা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করে তার বাইরে ফায়ছালা করল সে কাফের এবং যে আল্লাহ্‌র বিধানকে স্বীকার করল কিন্তু সে মুতাবিক ফায়ছালা করল না, সে যালেম ও ফাসেক। খাজেন বলেন, ইবনে আব্বাসের মতও অনুরূপ। যোজাজও এই মত পোষণ করেছেন।

৫. শায়খুল মুফাস্‌সিরীন ইমাম তাবারী বলেন, এই আয়াতগুলির তাফসীরে যতগুলো কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে ঐ লোকের কথা আমার নিকট বেশী সঠিক মনে হয়েছে, যিনি বলেছেন, এই আয়াতগুলি আহলে কিতাবদের কাফেরদের শানে নাযিল হয়েছিল। কারণ এর আগে ও পরের আয়াতগুলি তাদের শানেই নাযিল হয়েছে এবং এই আয়াতগুলিতে তাদেরকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। সুতরাং এই আয়াতগুলি তাদেরই সংবাদ বহন করছে। অতএব যদি বলা হয় এটা তাদেরই খবর তাহ'লে সেটাই বেশী ভাল হবে।

হ্যাঁ, কেউ যদি বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তো আম ভাবে যারা তার নাযিলকৃত বিধান মতে ফায়ছালা করে না তাদের সম্পর্কে খবর দিয়েছেন, কিন্তু আপনি কেমন করে আহলে কিতাবদের সাথে এটাকে খাছ করলেন?

এর উত্তরে বলা হবে, আল্লাহ তা'আলা ঐ কওম বা সম্প্রদায় সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যারা তার নাযিলকৃত হুকুম অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছে। তিনি সে খবর দিয়ে জানাতে চেয়েছেন যে, তারা উক্ত কারণে কাফের হয়ে গেছে। এভাবেই যদি কেউ আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করে এবং সে অনুযায়ী ফায়ছালা না করে তাহ'লে সেও কাফের হয়ে যাবে। ইবনে আব্বাসও অনুরূপ বলেছেন।

৬. আল-ফাখরুর রাযী বলেন, ইকরামা (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী "..ومن لم يحكم بما.." -এর অর্থ হ'ল অন্তর ও মুখ দিয়ে অস্বীকার করা। কিন্তু যে ব্যক্তি এটাকে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আইন বলে অন্তর দিয়ে মেনে নিল ও মুখে স্বীকার করে নিল, কিন্তু ফায়ছালা করার সময় তার বিপরীত করল, তবে তার মনে ও মুখে স্বীকার করার কারণে সেটাকে সে কাজে পরিণত করতে না পারলেও মনে করতে হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান মতই ফায়ছালা করেছে। এটাই ছহীহ জওয়াব, والله أعلم।

* সিনিয়র নায়েবে আমীর, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও অধ্যক্ষ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৭. ইমাম যামাখশারী বলেন, ومن لم يحكم بما انزل الله। অর্থ مستهينًا به অর্থাৎ তুচ্ছ জ্ঞান করা বা ঘৃণা করা فأولئك هم الكافرون 'তারা কাফের, যালেম ও ফাসেক' বলে কুফরীর মধ্যে তাদের বাড়াবাড়ীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে।

৮. কুরতুবী বলেন, (আল্লাহ্র বিধানকে) আক্বীদার দিক দিয়ে অবিশ্বাস করে এবং তা (তার বিরুদ্ধাচরণকে) হালাল মনে করে। কিন্তু কেউ যদি এই ভাবে শরীয়তের বাইরে ফায়ছালা করে এবং সে মনে করে যে, আমি হারাম কাজ করলাম তাহ'লে সে ফাসেক মুসলমান। এর পরিণাম আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিতে হবে। ইচ্ছা করলে তিনি মাফ করবেন অথবা শাস্তি দিবেন।

৯. আবু সঊদ বলেন, أى من لم يحكم بذلك مستهينًا منكرًا 'যে তুচ্ছ জ্ঞান করে ও অস্বীকার করে শরীয়ত মতে ফায়ছালা করে না, সে তার ঘৃণা করার কারণে কাফের'।

১০. নাসাফী বলেন, তুচ্ছ ও ঘৃণা করে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়ত মত ফায়ছালা না করলে সে কাফের।

১১. শায়খ আবু মানছূর বলেন, তিন জায়গাতেই অস্বীকার করণ অর্থ নেয়া যেতে পারে। তাহ'লে (আসলেই তাদের) কাফের, যালেম ও ফাসেক বলা হবে। কারণ মুত্বলাক যালেম ও ফাসেক কাফেরকেই বলা হয়ে থাকে।

১২. আবু বকর জাছ্ছাছ বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون এর অর্থ শিরক ও অস্বীকার জনিত হবে। না হয় কুফরে নে'আমত বা নে'আমতকে অস্বীকার করার কুফরী হবে। যদি আল্লাহ্র হুকুমকে অস্বীকার করার ইচ্ছা থাকে অথবা আল্লাহ্র আইন জানা সত্ত্বেও তার বাইরে ফায়ছালা করে, তাহ'লে এটা এমন কুফরী হবে যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে। যদি এর পূর্বে সে মুসলমান থেকে থাকে তাহ'লে সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

এর উপর নির্ভর করেই ঐ আয়াতের তা'বীল করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, উক্ত আয়াতটি ইসরাঈলদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং ওটা আমাদের মধ্যে চালু হয়ে গেছে। অর্থাৎ যে আল্লাহ্র হুকুমকে অস্বীকার করল, অথবা আল্লাহ্র হুকুম বহির্ভূত ফায়ছালা করে বলে যে, এটা আল্লাহ্র হুকুম, তাহ'লে সে কাফের। যেমন বনী ইসরাঈলরা এইভাবে হুকুম দিয়ে বা কাজ করে কাফের হয়ে গিয়েছিল।

এই কুফরী অর্থ যদি নে'আমতের কুফরী হয়, তাহ'লে এটা কখনো কখনো নে'আমতের শুকরিয়া আদায় না করার কারণে হয়। কিন্তু এখানে অস্বীকার থাকে না। কাজেই উক্ত কাজের কারণে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে না বা তাকে কাফের বলা হবে না।

প্রকাশ থাকে যে এখানে প্রথম অর্থ নেয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ 'আল্লাহ প্রদত্ত আইন ছাড়া ফায়ছালা করা কুফরী' এই বাক্যটি মুত্বলাক। আর মুত্বলাক বাক্য বললে ঐ প্রথম অর্থটি নেয়াই শ্রেয়।

১৩. কাযী বায়যাবী বলেন, "ومن لم يحكم بماأنزل الله مستهينا به منكرًا له" 'আল্লাহ প্রদত্ত হুকুম মুতাবেক ফায়ছালা এ জন্য করল না যে, সে তা ঘৃণা করল ও অস্বীকার করল, তাহ'লে তারা কাফের। কারণ তারা ওটাকে ঘৃণা করেছে এবং তারা ধৃষ্টতা দেখিয়ে শরীয়তের বাইরে ফায়ছালা করেছে। এ কারণেই তাদেরকে কাফের, যালেম ও ফাসেক বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১৪. আক্বীদাতুত্-তাহাবিয়ার শারেহ বা ব্যাখ্যাকার বলেন, এখানে একটি বিষয় জানা অত্যন্ত যরূরী যে, আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানকে ছেড়ে অন্য বিধান মতে ফায়ছালা করা কখনো এমন কুফরী হয়, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আবার কখনো কখনো বড় বা ছোট পাপ হয় এবং ওটা মাজাযী কুফরী হয় অথবা ছোট কুফরী হয়। আর এটা কাযী বা বিচারকের অবস্থা বুঝে হয়। তার যদি এ আক্বীদা হয় যে, আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান ওয়াজেব নয় এবং সে (কাযী) মনে করে যে, এ ব্যাপারে তার এখতিয়ার রয়েছে, আল্লাহ্র হুকুম জানা সত্ত্বেও সে তাকে তুচ্ছ ভাবল বা ঘৃণা করল তবে এটা বড় কুফরী। (খ) আর যদি সে সেটা প্রত্যাখ্যান করে বা মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু সে জানত যে, এটা শাস্তিযোগ্য, তাহ'লে সে হবে পাপি এবং একে মাজাযী কুফর বা ছোট কুফর বলা হবে।

১৫. ইবনে জাওযী বলেন, ফল কথা এই যে, যে জানল যে, এটা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান এবং তা অস্বীকার করে সে মত ফায়ছালা করল না, যেমনটি ঈহুদীরা করেছিল তাহ'লে সে কাফের। আর যে নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মতে ফায়ছালা করল না এবং সে ওটাকে অস্বীকারও করল না, তাহ'লে সে যালেম ও ফাসেক। আলী বিন আবি ত্বালহা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানকে

অস্বীকার করল সে কাফের। আর যে ওটাকে স্বীকার করল কিন্তু সেমত ফায়ছালা করল না তাহ'লে সে যালেম, ফাসেক।

১৬. শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ বলেন, যে লোক আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার রাসূল (ছাঃ)-এর উপর নাযিলকৃত বিধান বিশ্বাস করে না, সে নিঃসন্দেহে কাফের। আর যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশীমত ফায়ছালা দেওয়াকে হালাল মনে করল এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সেও কাফের। পূর্ববর্তী যত উম্মত ছিল সকলে 'আদল' ও ইনসাফের সাথে ফায়ছালা করতেন। কখনো কখনো তারা তাদের বড়দের মতানুসারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতেন। অনেক লোক, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করত, তারা তাদের পূর্বের অভ্যাসমত ফায়ছালা করত, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোন নির্দেশ করেননি। যেমন- পূর্ববর্তী যুগের গ্রামবাসীদের অবস্থা এবং তাদের মধ্যে যারা আনুগত্যশীল ছিল তাদের অবস্থা ছিল যে, তারা মনে করত এমনি করেই ফায়ছালা করতে হবে, কুরআন-সুন্নাহ মুতাবেক নয়। এটাই কুফরী। অনেক লোক ঈমান এনেছিল কিন্তু তারা তাদের প্রচলিত প্রথা বা অভ্যাস অনুযায়ী ফায়ছালা করত যা তাদের মুরব্বীরা বলত। এরা যখন জানল আল্লাহ্র দেওয়া বিধান ছাড়া ফায়ছালা করা যাবে না, তখনও এটাকে গ্রহণ করল না বরং আল্লাহ্র দেওয়া আইনের বিরোধিতা করাকেই বৈধ মনে করল। এরা কাফের।

তিনি আরো বলেন, কোন মানুষ যখন হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম মনে করল, অথবা শরীয়তের সর্বসম্মত ভাবে স্বীকৃত বিষয়গুলিকে পরিবর্তন করে দিল, তখন সে সমস্ত ফকীহগণের নিকট কাফের, মুরতাদ হয়ে যাবে। আর এ ধরণের অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" নাযিল করেছেন।

১৭. আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযী বলেন, الحكم بغيرما أنزل الله -এর সঠিক ব্যাখ্যা হ'ল যে, এটা দুই কুফরীকেই বুঝায় অর্থাৎ 'কুফরে আসগার' ও 'কুফরে আকবার'। আর এটা হাকিমের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। কারণ হাকিম যদি মনে করে যে, আল্লাহ্র দেওয়া বিধান মতে ফায়ছালা করা ওয়াজেব এবং এর উপর আমল না করলে শাস্তির সম্মুখিন হ'তে হবে তবে 'কুফরে আসগার' বা ছোট কুফরী। আর যদি সে মনে করে যে, এটা ওয়াজিব নয় বরং এতে আমাদের এখতিয়ার আছে, ইচ্ছে হ'লে এর উপর আমল করব নইলে নয়, অথচ তার বিশ্বাস যে, এটা আল্লাহ্র হুকুম। তাহ'লে এটা হবে 'কুফরে আকবার' বা বড় কুফরী। আর যদি এটা অজ্ঞতা বশতঃ অথবা ভুলক্রমে হয়ে থাকে তাবে তাকে ভুল কারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিতে হবে।

১৮. হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" অর্থ হ'ল যেহেতু তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং শত্রুতা বশতঃ আল্লাহ্র বিধানের বাইরে ফায়ছালা করেছে, সেহেতু তারা কাফের। আর অন্য আয়াতে فأولئك هم الظالمون এ জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে বলেছিলেন এবং সবার মধ্যে সমতা বজায় রাখতে বলেছিলেন, কিন্তু তারা যালেমের নিকট হ'তে মাযলূমের হক আদায় করতে গিয়ে ইনসাফ কায়েম করতে পারেনি। বরং তারা তার উল্টোটা করেছে, যুলূম করেছে এবং সীমালংঘন করেছে।

১৯. সিরিয়ার শায়খ আল্লামা জামাল ক্বাসেমী বলেন, এখানে কোন হাকিম আল্লাহ্র বিধান বিরোধী ফায়ছালা করলে কাফের হবে। এটা সীমাবদ্ধ থাকবে তার আল্লাহ্র হুকুমকে ঘৃণা করা ও অস্বীকার করার উপর। (সে যদি ঘৃণা ও অস্বীকার করে তবে সে কাফের, নইলে নয়)। অনেকের অভিমত এটাই এবং ইকরামা ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতও তাই।

২০. মানার গ্রন্থাকার বলেন, অনেক মুসলমান ইসলামের বহু বিষয় ও আদেশ-নিষেধ এবং হুকুম-আহকামের ব্যাপারে নতুন নতুন কথা বলেছেন তাদের পূর্ববর্তীরাও যেমন করেছিলেন এবং এ জন্য অনেকেই আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানকে ছেড়ে দিয়েছে। যারা উক্ত বিধানকে ছেড়ে দিচ্ছে তার পসন্দমত তা'বীলের দ্বারা, তাহ'লে তার অবস্থার উপর নির্ভর করে তার উপর উল্লেখিত আয়াত তিনটি প্রযোজ্য হবে। কেউ যদি চুরি, মিথ্যা অপবাদ ও যেনার শাস্তির অপরাধকে জেনে শুনেও মানব রচিত বিধানকে আল্লাহ্র বিধানের উপর প্রাধান্য দেয় তাহ'লে সে প্রকৃতই কাফের।

আর কেউ যদি দেশের বা সমাজের পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে উক্ত বিধানকে বাস্তবায়িত করতে না পারে। সেখানে হক নষ্ট হচ্ছে, ইনসাফ রহিত হচ্ছে এবং সততাও বজায় রাখা যাচ্ছে না, তাহ'লে সে যালেম অন্যথা সে ফাসেক।

[চলবে]

কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল

মূল (আরবী)ঃ আলী খাশান
অনুবাদঃ মুয্যাম্মিল আলী*

(৪র্থ কিস্তি)

কেউ যদি বলে, আমাকে প্রমাণ দেখান যে, হযরত ওমর (রাঃ) প্রথমে কোন একটি কাজ করার পর রাসূল (ছাঃ) থেকে (এর বিপরীতে) কোন হাদীছ প্রাপ্তির কারণে পূর্বের আমল পরিত্যাগ করেছেন। উত্তরে বলা যায়, আপনি কি তাঁকে এভাবে পেয়েছেন? যদি আপনি তাঁকে এভাবে পেয়ে থাকেন তবে দু'টি বিষয়ের উপর দলীল সাব্যস্ত হবে। একটি হ'ল- যখন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে কোন হাদীছ পাওয়া না যেত, তখন হযরত ওমর (রাঃ) নিজ রায় অনুযায়ী কথা বলতেন। আর দ্বিতীয় প্রমাণটি হ'ল, যখন সুন্নাত পাওয়া যাবে, তখন হযরত ওমর (রাঃ) -এর উপর নিজ মতানুসারে কাজ পরিত্যাগ করা অপরিহার্য হয়ে যাবে এবং যে সকল কাজের বিরুদ্ধে হাদীছ পাওয়া যাবে সে সব কাজ পরিহার করা সকল মানুষের উপরও আবশ্যক বলে প্রমাণিত হবে। কোন হাদীছের উপর রাসূল (ছাঃ)-এর পরে কেউ আমল না করলে তা হাদীছ বলে বিবেচিত হবে না -এ জাতীয় ধারণাও সম্পূর্ণভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। আর হাদীছের বিপরীত কোন কিছু হ'লে তা সে হাদীছকে কিছুতেই দুর্বল করতে পারে না, এ বিষয়টিও এর মাধ্যমে জানা যাবে।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন, 'দিয়াত' 'আ-ক্বিলাহ'দের প্রাপ্য। (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির রক্ত সম্পর্কে যারা নিকটতম তাদের)। আর স্ত্রী তার স্বামীর 'দিয়াত'-এর সম্পদের উত্তরাধিকার হ'তে পারবে না। অবশেষে যখন যাহ্হাক বিন সুফইয়ান হযরত ওমর (রাঃ)-কে সংবাদ দিলেন যে, রাসূল (ছাঃ) তাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, আশ্‌য়ামিয যিবাবীর স্ত্রীকে যেন তার 'দিয়াত'-এর সম্পদ থেকে উত্তরাধিকার করা হয়। তখন হযরত ওমর (রাঃ) এই হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। (অর্থাৎ নিজের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন)।[৬]

অতঃপর ইমাম শাফেঈ (রহঃ) প্রশ্নকারীকে হযরত তাউস থেকে বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করেন, 'হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, সেই ব্যক্তিকে আমি আল্লাহ্‌র স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যিনি অপ্রাপ্ত বয়সে ভূমিষ্ঠ বাচ্চা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) থেকে কিছু শুনেছেন' (?) একথা শুনে হামাল বিন মালিক বিন নাবিগাহ দাঁড়িয়ে বললেন, (একদা) আমি আমার দু'জন স্ত্রীর মাঝে ছিলাম, এমন সময় তাদের একজন অপর জনকে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করল, যার ফলে আঘাত প্রাপ্তা স্ত্রী একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। এতে রাসূল (ছাঃ) 'দিয়াত' স্বরূপ একটি দাস বা দাসী প্রদানের ফায়ছালা প্রদান করেন। ওমর (রাঃ) বলেন, এ বিষয়ে যদি আমি এ হাদীছটি শ্রবণ না করতাম, তবে আমি অন্যভাবে ফায়ছালা প্রদান করতাম। অপর বর্ণনাকারী বলেছেন, এ হাদীছটি শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, এ জাতীয় বিষয়ে আমি আমার অভিমত দ্বারা ফায়ছালা প্রদানের খুবই নিকটবর্তী ছিলাম।[৭]

এই প্রমাণ পেশ করার পর ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, বস্তুতঃ হযরত ওমর (রাঃ) ইতিপূর্বে যে ফায়ছালা করতেন হযরত যাহ্হাকের (বর্ণিত) এই হাদীছ প্রমাণিত হওয়ার কারণে তিনি তাঁর (পূর্ব) ফায়ছালা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজস্ব ফায়ছালার বিরোধিতা করেন। আর অপ্রাপ্ত বয়সে প্রসবকৃত বাচ্চার ব্যাপারে বলেন যে, যদি আমি এই হাদীছ শ্রবণ না করতাম, তবে অন্যভাবে ফায়ছালা করতাম। অপর বর্ণনা মতে তিনি বলেন, আমরা এ ধরণের ব্যাপারে আমাদের মতানুসারে বিচার করার খুবই নিকটতর ছিলাম।

ইমাম শাফেঈ বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) অপ্রাপ্ত বয়সে প্রসবকৃত বাচ্চার ক্ষেত্রে যে কি ফায়ছালা করতেন তা আল্লাহ্‌ই সঠিক জানেন। তবে যতদূর মনে হয় তিনি এ সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন যে, যেহেতু হাদীছ এ মর্মে রয়েছে যে, একটি প্রাণের বিনিময়ে 'দিয়াত' স্বরূপ একশত উট প্রদান করতে হবে। সুতরাং ভূমিষ্ঠ বাচ্চাটি জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়ে মারা গেলে তাতে একশত উট দিতে হ'ত। আর মৃত ভূমিষ্ঠ হ'লে তাতে কিছুই দিতে হবে না। এমন ধরণের ফায়ছালা হয়তো তিনি করতেন। কিন্তু যখন তাঁকে রাসূল (ছাঃ)-এর ফায়ছালা সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হ'ল, তখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ফায়ছালা মেনে নিলেন এবং পূর্বে যে বিরোধী মত পোষণ করতেন অর্থাৎ সে বিষয়ে তাঁর নিকট রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ না পৌঁছার কারণে তিনি যে মতামত পোষণ করতেন, সে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা ব্যতীত তিনি নিজের মত প্রকাশের কোন অবকাশ রাখেননি। বরং যখনই তাঁর নিকট তাঁর কাজের বিপরীত হাদীছ পৌঁছেছে, তখনই তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ফায়ছালার দিকেই ফিরে গেলেন এবং নিজের সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করলেন। এমন ধরনের অবস্থা ছিল তাঁর প্রতিটি কাজে। আর প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেও এমন হওয়া অপরিহার্য।

আল্লামা আহমাদ শাকির বলেন, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) হাদীছের মতভেদ বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত যাহ্হাক ও হামাল বিন মালিক -এর হাদীছ দু'টির দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থের ২০-২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,

---

* সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৬. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্যরা এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী এটাকে হাসান ছহীহ বলেছেন।*

৭. *হাদীছটি মুরসাল পর্যায়ের, তবে আহমাদ, আবুদাঊদ ও ইবনে মাজাহ 'মুত্তাছিল' সনদে বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি বিশুদ্ধ। -আহমাদ শাকির, তাখরীজু আহাদীছির রিসালাহ, পৃঃ ৪২৮।*

এসব হাদীছ গুলোর মধ্যে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, কেবল মাত্র একজন বর্ণনাকারীর হাদীছকেও গ্রহণ করা হবে, যদি সে হাদীছের বর্ণনাকারী ঐ ব্যক্তির নিকট সত্যবাদী বলে বিবেচিত হয় যার নিকট তিনি সেই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। যদি কারো পক্ষে কোন অবস্থায় সে হাদীছটি প্রত্যাখ্যান করা জায়েয হ'ত, তবে হযরত ওমর (রাঃ)-এর পক্ষেও যাহ্হাককে এই বলা জায়েয হ'ত যে, তুমি তো একজন নজদবাসী ব্যক্তি। আর হামাল বিন মালিক (রাঃ)-কে এই বলা জায়েয হ'ত যে, তুমি তো তেহামার অধিবাসী। তোমাদের দু'জনেই রাসূল (ছাঃ)-কে খুব অল্প দিন দেখেছ এবং খুব স্বল্প সময় তাঁর সাথী হয়েছ, অথচ আমি এবং আমার সাথে যে সকল মুহাজির ও আনছারগণ রয়েছেন, আমরা তাঁর সাথে সর্বদা থেকেছি। কি করে হাদীছটি আমাদের এতো লোকের অজানা থেকে গেল। আর সেটা জানলে কেবল তুমি। অথচ তুমিতো একা। তোমার তো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তিনি এসব জল্পনা-কল্পনা পরিহার করে সেই হাদীছের অনুসরণ করা ও স্ত্রীকে তার স্বামীর 'দিয়াত'-এর সম্পদের অংশীদার না করার নিজের পূর্ব সিদ্ধান্ত থেকে প্রত্যাবর্তন করাকেই সঠিক মনে করলেন।

আর অপ্রাপ্ত বয়সে প্রসবকৃত বাচ্চার বেলায় উপস্থিত জনতার নিকট থেকে যা অবগত হ'লেন, তা দিয়েই ফায়ছালা করলেন এই বলে যে, এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে কিছু না শুনলে তিনি তাতে অন্যরকম ফায়ছালা প্রদান করতেন। তিনি যেন ভাবতেন, বাচ্চা জীবিত প্রসব হয়ে মারা গেলে তাতে একশত উট দিতে হবে, আর মৃত জন্মালে তাতে কিছুই দিতে হবে না। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নবী (ছাঃ)-এর কথার মাধ্যমে হযরত ওমর (রাঃ)-কে এবং সকল সৃষ্ট জীবকে তাঁর অনুগত করেছেন। তাই রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত কোন হাদীছের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ) কিংবা অন্য কারো পক্ষে এটা কেন হ'ল? কিভাবে হ'ল? বা আমার মতে এ রকম হওয়া উচিত ছিল... এ ধরণের কোন কথা বলার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। যিনি এই হাদীছটিকে সত্য বলে জানতে পেরেছেন তিনি একজন মাত্র ব্যক্তি হওয়ার অজুহাত তুলে তাঁর প্রতি সে হাদীছটাকে রদ করারও কোন অধিকার তার নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা ঈমানদার হ'তে পারবেনা যারা তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায় বিচারক মনে না করবে। অতঃপর তারা আপনার মীমাংসার ক্ষেত্রে নিজেদের মনে কোনরকম সংকীর্ণতা পোষণ না করবে এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে' (নিসা ৬৫)।

ইমাম ইবনে কাছীর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র সত্ত্বার শপথ করে বলেছেন যে, কেউ-ই মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ না তারা রাসূল (ছাঃ)-কে প্রত্যেক বিষয়ে বিচারক না মানবে। তিনি যে হুকুম করবেন কেবল তা-ই হবে সত্য ও সঠিক, যা প্রকাশ্যে ও গোপনে মাথা পেতে মেনে নেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন, 'অতঃপর আপনার ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোন দ্বিধা থাকবে না এবং তারা তা সর্বান্তকরণে মেনে নিবে'। অর্থাৎ যখন তারা আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করবে তখন সর্বান্তকরণে তারা আপনার আনুগত্য করবে। আপনি যে হুকুম প্রদান করবেন তাতে তাদের অন্তরে কোন প্রকার দ্বিধার সঞ্চার হবে না। আর তারা তা প্রকাশ্যে ও গোপনে মাথা পেতে মেনে নিবে। এটাকে তারা কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি, প্রতিবাদ বা মতভেদ ছাড়াই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিবে। যেমনটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, 'সেই সত্ত্বার শপথ, যার হাতের মুঠোয় আমার জীবন! তোমাদের কেউ-ই মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিধানের অনুগত না হবে'।[৮]

(পাঠক বৃন্দ!) এখান থেকেই আমরা মাযহাবী ভাইদের সঠিক পথ থেকে দূরে অবস্থান করার পরিধিটা উপলব্ধি করতে পারি। কেননা তারা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়াই কেবলমাত্র মাযহাব বিরোধী হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। মনে হয় ইমাম ছাহেব অথবা মাযহাবই যেন রাসূল (ছাঃ)-এর যাবতীয় সুন্নাতকে আয়ত্ত্ব করে ফেলেছেন। অথবা মাযহাবটাই যেন সুন্নাতের উপর হুকুম দাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে! অথচ বাস্তবে সুন্নাতই মাযহাবের উপর হুকুমদাতা হওয়া যরূরী ছিল।

অতএব এসব মাযহাবী ভাইদের অবগত হওয়া উচিত যে, তারা শুধু সুন্নাতের বিরোধিতাকারীই নন, এমনকি তারা মহামতি ইমামগণের উক্তি সমূহেরও বিরোধিতাকারী। ইমাম শাফেঈ তাঁর 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন, 'তাক্বলীদ তাদের অনেককে সুন্নাহ থেকে উদাসীন করে দিয়েছে। আল্লাহ যেন আমাদের ও তাদেরকে ক্ষমা করেন'। তিনি বলেন, 'হ'তে পারে একটি সুন্নাত না জানার কারণে কখনো কোন ব্যক্তি সুন্নাত বিরোধী কোন কথা বলে ফেলেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবেই সুন্নাতের বিরোধিতা করতে চেয়েছেন। এছাড়াও কখনোবা অসর্তকতা বশতঃ তা'বীলের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির ভুল-ত্রুটিও হয়ে যেতে পারে'। তিনি আরো বলেন, 'আমরা এমন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত নই যিনি হাদীছ সংগ্রহ করেছেন, অথচ তাঁর সংগ্রহের বাইরে আর কোন হাদীছ থেকে যায়নি। তবে এ ব্যাপারে প্রকৃত কথা হ'ল, যখন সুন্নাত সম্পর্কে সাধারণ বিদ্বানগণের জ্ঞানকে একত্রিত করা হবে, তখন ধরে নেয়া যেতে পারে যে, এবার তিনি মোটামুটি ভাবে সকল সুন্নাতকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আবার যখন তিনি তাদের প্রত্যেকের জ্ঞানকে

৮. এ হাদীছটি শারহুস সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নববী তাঁর 'চল্লিশ হাদীছ' গ্রন্থেও বর্ণনা করেছেন। আলবানী এ হাদীছটিকে 'যঈফ' আখ্যায়িত করেছেন। দেখুনঃ মিশকাতুল মাছাবীহ (আল-মাকতাবুল ইসলামী), ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৯।

পৃথক পৃথক করে ফেলবেন, তখন বুঝতে হবে যে, এবার কিছু হাদীছ তাঁর জানার বাইরে চলে গেল। আর তাঁর অজানা হাদীছগুলো অপর জ্ঞানীর নিকট রক্ষিত থেকে গেল। সেই সব জ্ঞানীগণ জ্ঞানের দিক থেকে আবার বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। তাদের কেউবা অধিকাংশ হাদীছ একত্রিতকারী, যদিও এর কিছু অংশ তাঁর আয়ত্ত্বের বাইরে রয়ে গেছে। আবার কেউবা অন্যের তুলনায় অল্প সংখ্যক হাদীছ সংগ্রহকারী রয়েছেন। তবে অধিক হাদীছ সংগ্রহ কারীর নিকট কিছু সংখ্যক হাদীছ অজানা থাকাটা এ কথার জন্য কোন দলীল নয় যে, তিনি তা জানার জন্য তাঁর নিম্ন স্তরের জ্ঞানীদের নিকট অন্বেষণ করবেন। তা না করে বরং যাতে করে রাসূল (ছাঃ)-এর সকল সুন্নাত সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় সে জন্য তিনি সে হাদীছগুলো তাঁর সমসাময়িক ও সমমানের জ্ঞানীদের নিকট অন্বেষণ করবেন। 'আমার পিতা-মাতা এমন ব্যক্তির জন্য উৎসর্গ হৌন'! উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, সুন্নাত একত্রিত করণের ব্যাপারে সমস্ত বিদ্বানগণ পৃথক পৃথক সত্ত্বার অধিকারী হবেন এবং তারা সকলেই যে যতটুকু সুন্নাত আয়ত্ত্ব করেছেন তাতে তারা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়ে আছেন' (আর-রিসালাহ ৪৩ পৃঃ)।

আল্লামা আহমাদ শাকির উপরোক্ত কথাগুলোর উপর টীকা লিখতে গিয়ে বলেন, সুন্নাত সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) (উপরে) যা বললেন তা দুরদর্শিতা ও সুক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলক কথা বলে মনে হয় এবং এতে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী উলামা ও মাশায়েখগণ যে সকল হাদীছ সংকলন করেছিলেন, সে ব্যাপারে একটি ব্যাপক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ তিনি এ কথাটি তখনই বলেছিলেন যখন বিভিন্ন শায়খ কর্তৃক বর্ণনাকৃত অল্প সংখ্যক হাদীছ ব্যতীত হাদীছের বড় বড় কিতাবাদি সংকলিত হয়নি। অতঃপর হাদীছের বিদ্বান ও হাফেযগণ ছোট বড় কিতাবে হাদীছ সংকলনের কাজে মনোনিবেশ করেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর ছাত্র ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত 'মুসনাদ' নামক গ্রন্থটি সংকলন করেন এবং স্বীয় কিতাবের প্রশংসা বর্ণনা পূর্বক বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি এই কিতাবখানা সাত লক্ষ্য পঞ্চাশ হাযার হাদীছ থেকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সংকলন করেছি। অতএব মুসলমানগণ রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ সম্পর্কে মতভেদ করলে তারা যেন তা নিরসনের জন্য এই কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যদি তাতে সে মতভেদকৃত হাদীছটি থাকে, তবে তো ভাল, অন্যথায় তা কোন ভাবেই দলীল হিসাবে গণ্য হ'তে পারে না'।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) কর্তৃক নিজ কিতাব সম্পর্কে এত বড় মন্তব্য করা সত্ত্বেও বাস্তবে দেখা গেল যে, অনেক বিশুদ্ধ হাদীছ তাঁর এ কিতাবে সংকলিত হয়নি। এমনকি বুখারী ও মুসলিমেও এমন অনেক হাদীছ আছে যা মুসনাদের মধ্যে নেই। হাদীছের বিদ্বান ও হাফেযগণ হাদীছের ছয় খানা কিতাব সংকলন করলেন, এগুলোতেও অনেক হাদীছ রয়েছে যা মুসনাদের মাঝে নেই। বেশী থেকে বেশী বলা যায় যে, মুসনাদসহ এই ছয়টি সংকলন সম্মিলিত ভাবে অধিক সংখ্যক হাদীছকে আয়ত্ত্ব করেছে, তবে সব হাদীছকে পূর্ণভাবে বেষ্টন করতে পারেনি। কিন্তু যখন আমরা এই সকল কিতাবে বর্ণিত হাদীছগুলোর সাথে অন্যান্য বিখ্যাত কিতাব সমূহ যেমন- হাকীমের মুস্তাদরাক, ইমাম বায়হাক্বীর আস-সুনানুল কুবরা, ইবনুল জারূদের আল-মুনতাকা, ইমাম দারেমীর সুনান, ইমাম তাবরানীর তিনটি মু'জাম, ইমাম আবু ইয়া'লা ও বায্যারের দু'টি মুসনাদ প্রভৃতিতে বর্ণিত হাদীছগুলোকে একত্রিত করব, তখনই আমরা সকল সুন্নাতকে ইন্‌শাআল্লাহ আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হব এবং আমাদের অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, এখন আমাদের সংকলনের বাইরে আর কোন হাদীছ বাদ পড়ে যায়নি। আর এটাই হচ্ছে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর কথা।

লেখক বলেন, আমি আমার শিক্ষক শেখ নাছিরুদ্দীন আলবানীর নিকটে আল্লামা আহমাদ শাকির ছাহেবের বক্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'অধ্যাপক আহমাদ শাকির হাদীছের যে ক'টি কিতাবের বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় না যে, বর্ণিত কিতাবগুলো যাবতীয় সুন্নাত আয়ত্ত্ব করে ফেলেছে; কেননা উপরে বর্ণিত কিতাবগুলো ছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রয়েছে, যেগুলো তিনি বর্ণনা করেননি। যেমন- ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ, ছহীহ ইবনে হিব্বান, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ও তাঁর মুসনাদ, মুসান্নাফ আব্দির রায্যাক ও অন্যান্য কিতাব সমূহ'।

গ্রন্থকার উপরে বর্ণিত দীর্ঘ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, যখন কোন ইমাম বা মাযহাবের পক্ষে সকল সুন্নাত আয়ত্ত্ব করা সম্ভবপর নয়, তখন আমরা বলব, কোন ইমাম বা মাযহাবের পক্ষে সকল সুন্নাতকে আয়ত্ত্ব করতে না পারাটাই এ কথার তাকীদ বহন করে যে, যখনই সুন্নাত বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হবে, তখনই তাক্বলীদ বর্জন করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে, আর এটাই হবে মতভেদ থেকে নিষ্কৃতি লাভের প্রকৃত উপায়।

আর রাসূল (ছাঃ) মতভেদের ক্ষেত্রে একমাত্র সুন্নাতকে শক্তভাবে ধারণ করা অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে বলেছেন, 'নিশ্চয় আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা পরস্পর বিরোধী অনেক মতভেদ দেখতে পাবে, এমতাবস্থায় তোমাদের কর্তব্য হবে, আমার সুন্নাত ও হেদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। আর তোমরা ধর্মের মধ্যে যাবতীয় রকমের নবাবিষ্কৃত মত ও পথ সমূহ হ'তে সতর্ক থাকবে, কেননা প্রত্যেক নবাবিষ্কৃত বস্তুই হচ্ছে বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা।[৯]

[চলবে]

৯. হাদীছ ছহীহ, আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

কসোভোর অতীত ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি

এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ*

সাদা বরফে আবৃত কসোভোর পথে ফিনকী দিয়ে ঝরছে টকটকে লাল রক্ত। নিরীহ নির্যাতিত মুসলমানদের রক্ত। কসোভোর মুসলমানরা বিদেশী নয়। সে দেশেই তাদের জন্ম। দেশেরই সন্তান তারা। সে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই মুসলমান। অথচ নিজ দেশে নির্মমভাবে নির্যাতনের শিকার তারা। হত্যা, ধর্ষণ, রাহাজানি তাদের নিত্য সহচর। সার্বিয়ান ডাকাতদের নির্দয় হামলার মুখে তারা চরম অসহায়। তাদের বসতবাড়ী, দোকানপাটগুলো ঝাঁঝরা হয়ে গেছে সার্বিয়ানদের কামান আর মেশিনগানের গোলায়। তাই ঘরদোর ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালায় অসহায় নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধ। কোথায় যাবে, কোন দিকে পালাবে, ওরা তা জানে না। আশ্রয় নিচ্ছে বরফ বিছানো জঙ্গলে। জঙ্গলে হায়েনার হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘর বাঁধতে হয়েছিল এক সময় মানুষকে। আর আজ মানুষরূপী হায়েনার হাত থেকে বাঁচার তাগিদে মানুষকে ঘর থেকে ছুটতে হচ্ছে জঙ্গলে। সভ্যতার কত অধোগতি এবং সেটিও ঘটছে সভ্যতা নিয়ে যারা গর্বিত সেই ইউরোপে।

৪২০৩ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট যুগোশ্লাভিয়ার একটি প্রদেশ 'কসোভো'। মোট লোক সংখ্যা ২০ লক্ষ। যার ৯০ শতাংশ আলবেনীয় বংশোদ্ভূত মুসলমান। বাকী ১০ শতাংশ চরম মুসলিম বিদ্বেষী সার্বীয় গোঁড়া খৃষ্টান। এই সংখ্যাগুরু মুসলমানরা সে দেশের সংখ্যা লঘু নর পশুদের দ্বারা চরম ভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে। শহীদ হয়েছে শত শত মুসলমান। বাস্তুহারা হয়েছে লক্ষ লক্ষ মুসলমান।

আজ হ'তে ৬শ' বছর আগের কথা। ১৩৮৯ সালের ২০শে জুন তুরস্কের ওছমানিয়া মুসলিম খেলাফতের কাছে সার্বীয় প্রিন্স 'ল্যাজার' এর পরাজয়ের মাধ্যমে কসোভোতে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে। এই যুদ্ধে জনৈক সার্ব সৈনিকের বিশ্বাস ঘাতকতার কারণে তুর্কী সুলতান মুরাদ নিহত হন। কিন্তু তাঁর যোগ্য পুত্র বায়েজিদ সার্বদের পরাভূত করতে সমর্থ হন এবং যুদ্ধবন্দী ল্যাজারকে ফাঁসি দেন। এরপর কসোভোয় দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় ১৪৪৮ সালে। এই যুদ্ধে হাঙ্গেরী সার্ব বাহিনীর দিকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেও সম্মিলিত বাহিনী তুরস্কের শক্তিশালী মুসলিম বাহিনীর কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করে। তখন থেকেই কসোভোয় মুসলিম শাসন চলতে থাকে।

ইতিপূর্বে এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ লোক ছিল খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। খৃষ্টানদের অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতনে জর্জরিত সাধারণ নিরীহ মানুষ মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধ ও ধর্মীয় আক্বীদা-বিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে একের পর এক মুসলমান হ'তে শুরু করে। এভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। এরপর ১৯১২ সালে 'বলকান' যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হয় এবং আলবেনিয়া ও কসোভোসহ অন্যান্য এলাকা তুরস্কের হাতছাড়া হয়ে যায়। তখন থেকে সার্ব জাতীয়তাবাদ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ইতিমধ্যে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধে জার্মান-তুরস্ক পরাজিত হয়। ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া সহ বিজয়ী রাষ্ট্রগুলো তাদের মনের মত করে মানচিত্র পরিবর্তন করে নেয়। এতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় তুরস্ক।

উল্লেখ্য, ১৯১৭ সালের ২০শে জুলাই সার্ব প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, সার্ব, ক্রোয়ার্ট ও স্লোভানদের যুদ্ধের পরে এক রাষ্ট্রে একীভূত করা হবে। ১৯১৮ সালে রোম সম্মেলনেও উক্ত ঘোষণার প্রতি সমর্থন করা হয়। অতঃপর ১৯১৮ সালের ২৯শে অক্টোবর যুগোশ্লাভিয়াকে নতুন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তবে কসোভোর শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান আন্তরিক ভাবে এই ঘোষণাকে মেনে নিতে পারেননি। সে কারণে তাঁরা মাঝে মধ্যে সার্বীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন। যার জের ধরে ১৯২০ ও ১৯৪৬ সালে কসোভোর মুসলমানদের সাথে সার্ব বাহিনীর বড় ধরণের দু'টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রায় দু'বছর স্থায়ী এ যুদ্ধে ব্যর্থতার ফলে হাযার হাযার আলবেনীয় মুসলমান নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী তুরস্কে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তবে আলবেনিয়ার সাথে ঐ নতুন রাষ্ট্রের কোন সীমানা চিহ্নিত করা হয়নি। ১৯২৬ সালে উক্ত রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে কসোভোকে যুগোশ্লাভিয়ার সাথে একিভূত করে দেয়। তখন থেকেই কসোভো বাসীদের অন্তরে ক্ষোভ আরো তীব্র আকার ধারণ করে এবং সেই সাথে স্বাধীনতার কামনাও লালন করতে থাকে। তবে স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা পাওয়ায় তাদের সেই ক্ষোভ কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল।

১৯১৮ সালে ঘোষিত ঐ রাষ্ট্রে ১৯২৮-২৯ সালের দিকে আবারো ভাঙ্গন ধরে। এদিকে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জার্মানী, ইটালি, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া প্রভৃতি অক্ষশক্তি এই রাষ্ট্রের ব্যাপক অংশ দখল করে নেয়। বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে (১৯৪৪) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্রোয়াট নেতা যুগোশ্লাভিয়ার কিংবদন্তির শাসক মার্শাল জোসেফ ব্রজ টিটোর (মার্শাল টিটো) নেতৃত্বে সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া হার্জেগোভিনা, স্লোভেনিয়া, মন্টিনিগ্রো ও মেসিডোনিয়া প্রজাতন্ত্র এবং কসোভো ও ভোভেডিনা প্রদেশ

* এম,এ (শেষ বর্ষ), বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্বদ্যালয়।

নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্র পুনর্গঠন করা হয়। এই ৬টি প্রজাতন্ত্র ও ২টি প্রদেশের মধ্যে কেবলমাত্র স্লোভেনিয়া ও কসোভো ছাড়া আর কোথাও জনসংখ্যার অনুপাতে কোন একক জাতির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। তবে গোটা রাষ্ট্রে সার্বরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত দেশটির অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য প্রথমে প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৪-১৯৫৩) ও পরে রাষ্ট্রপতি (১৯৫৩-১৯৮০) হিসাবে মার্শাল টিটো এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এ রাষ্ট্রের অখণ্ডতা অক্ষুন্ন থাকে। বসনীয় মুসলমানরা সার্ব ও ক্রোয়াট জাতি গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হ'লেও মার্শাল টিটো তাদেরকে পৃথক জাতি সত্তার মর্যাদা দেন এবং কসোভো ও ভোভেডিনা প্রদেশ দু'টিকে স্বায়ত্বশাসনের স্বীকৃতি দেন। মূলতঃ একারণেই টিটো নেতা হিসাবে সকল জাতির কাছে মোটামুটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীর সৈনিক হিসাবে জনগণের কাছে তার অবিসংবাদী ইমেজও গড়ে উঠে।

টিটো বুঝেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর এ রাষ্ট্রে আবার জাতিগত উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। তাই ১৯৭৪ সালে সংবিধানে শাসন উদারীকরণের কর্মসূচী হিসাবে তৎকালীন যুগোশ্লাভিয়া প্রজাতন্ত্র গুলোকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা হয়। কিন্তু টিটোর মৃত্যুর পর দেখা গেল সার্বরা এ পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট নয়। তারা একটি বৃহৎ সার্ব রাষ্ট্রের প্রচারণা চালিয়ে অন্যান্য প্রজাতন্ত্র ও অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠে। ফলে জাতিগত বিরোধ আরো চরম আকার ধারণ করে। ১৯৮৭ সালে এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মধ্যস্থতার জন্য তৎকালীন ইউগোশ্লাভ প্রজাতন্ত্র সার্বিয়ার দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি স্লোবোদান মিলোসেভিচকে পাঠালে তিনি সমাধানের পরিবর্তে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেন। সেই সাথে সার্বদের নিকটে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি আজ প্রেসিডেন্ট। তিনি তার এ ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার মানসে ১৯৮৯ সালে অন্যান্য প্রজাতন্ত্র সহ কসোভোর স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নিয়ে আসেন। যার ফলে আশির দশকের শেষে এবং নব্বই এর দশকের প্রথম দিকে সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো ছাড়া বাকী প্রজাতন্ত্র গুলো একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচ কোন উপায়ন্তর না পেয়ে কসোভো ও মন্টিনিগ্রোকে নিয়ে ১৯৯২ সালের ২৭শে এপ্রিল তৃতীয় বারের মত যুগোশ্লাভিয়া প্রজাতন্ত্র গঠন করেন। অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা কিছুটা মসৃণ হ'লেও বসনিয়া হারজেগোভিনার ব্যাপারে লাগে বিরোধ। জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন বসনিয়ার স্বাধীনতার প্রতি স্বীকৃতি স্থাপন করা সত্ত্বেও মিলোসেভিচ তার হিংস্র সেনাবাহিনীকে হিটলারের চেয়েও জঘন্য কায়দায় বসনিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। শুরু হয় হত্যা ও নির্যাতনের তান্ডব লীলা। অবশেষে অনেক রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতায় 'ডেটন' চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ প্রজাতন্ত্রটি স্বাধীন হয়।

১৯৯৫ সালে স্বাক্ষরিত 'ডেটন' চুক্তিতে কসোভো সম্পর্কে কোন দিক নিদের্শনা না থাকায় কসোভোর মুসলমানরা নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে 'কসোভো লিবারেশন আর্মি' (কেএলএ) গঠন করে। মাত্র তিন শত সদস্য নিয়ে 'কেএলএ' গঠিত হ'লেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে এর সদস্য সংখ্যা ৫০ হাযারে উন্নীত হয় এবং উত্তরোত্তর তা বাড়তে থাকে। বস্তুতঃ কসোভোর স্বাধীনতা সে দেশের ৯০ ভাগ মুসলমানের প্রাণের দাবী। 'কেএলএ' কে দমনের অজুহাতে সার্বীয় বাহিনী সে দেশের সাধারণ মুসলমানের প্রতি চরম ভাবে অত্যাচার, উৎপীড়ন চালাতে শুরু করে। নিরীহ সাধারণ মানুষের আর্তনাদে কসোভোর বাতাস ভারী হয়ে যায়। এদিকে পশ্চিমা দেশগুলো এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেও এর আগে ওয়াশিংটন 'কেএলএ' কে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করে এবং দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণারও সিদ্ধান্ত নেয়।

অতঃপর ২২শে মার্চ '৯৮ কসোভোয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডঃ ইবরাহীম রুগোভা কসোভোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি সরাসরি কসোভোর স্বাধীনতার দাবী করেননি। তিনি শুধু ১৯৮৯ সালে হরণকৃত স্বায়ত্তশাসন পুনর্বহালের দাবী করেছিলেন মাত্র। যে দাবীর পিছনে কসোভোর ৯০ ভাগ মুসলমানের গভীর সমর্থন ছিল। তাঁর এ দাবী ছিল যুগোপযোগী এবং ন্যায় সংগত। কিন্তু আধিপত্যবাদী সম্প্রসারণবাদী হিংস্র সার্ব হানাদাররা এই ন্যায্য দাবী তো মেনে নেয়নি; এমনকি তাঁকে প্রেসিডেন্ট বলেও স্বীকার করেনি।

এদিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে গঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালির সমন্বয় 'কন্ট্রাক্ট গ্রুপ' (Contract Group)। তাঁরা এ ব্যাপারে বেলগ্রেডের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ সহ অন্যান্য শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও Contract Group -এর অন্যতম সদস্য রাশিয়া দ্বিমত পোষণ করে। এমনকি UNO -এর স্থায়ী সদস্য চীনও এ বিষয়টি যুগোশ্লাভিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে এড়িয়ে যায়।

এক দিকে 'কন্ট্রাক্ট গ্রুপে'র উদ্যোগে আলোচনা চলতে

থাকে অন্যদিকে সার্ব বাহিনীর দ্বারা অত্যন্ত দুর্বার গতিতে কসোভোয় গণহত্যা চলতে থাকে। অবশেষে গত ১৬ই জানুয়ারী '৯৯ দক্ষিণ কসোভোয় রাচাক নামক গ্রামে ৪৫ জন আলবেনীয় নারী-পুরুষ ও শিশুকে গুলি করে হত্যা করায় এবং আরো ২০টি লাশের গণকবর আবিষ্কৃত হওয়ায় বিশ্ববিবেক নড়ে উঠে। এ ধরনের মানবাধিকার লংঘনে বিশ্ববাসী স্তব্ধ হয়ে যায়। পশ্চিমা বিশ্ব এর একটা সম্মান জনক সমাধানের জন্য কুটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। যার প্রেক্ষিতে ১৫ই মার্চ '৯৯ ফ্রান্সের র‍্যাম্বুয়েতে 'কন্ট্রাক্ট গ্রুপে'র সাথে সার্ব কর্তৃপক্ষ এবং 'কেএলএ' নেতৃবৃন্দ আলোচনায় মিলিত হয়। 'কেএলএ' প্রতিনিধি তাদের স্বাধীনতার দাবী থেকে সরে এসে আপাতত স্বায়ত্তশাসন মেনে নিয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে সম্মত হয়। কিন্তু সার্ব কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অযুহাতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অসম্মতি জানায়। পরিশেষে নিরুপায় হয়ে ২৫শে মার্চ '৯৯ NATO বেলগ্রেড সরকারকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য হামলা চালাতে শুরু করে।

সার্ব বাহিনী কসোভোর মুসলমানদের উপর যে অমানবিক অত্যাচার চালায় তা দেখে যে কোন মানুষ হতবাক না হয়ে পারে না। সন্ত্রাস দমনের নামে কসোভোর শান্তি ও স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের উপর চালানো হয় বর্বর হত্যাযজ্ঞ। নিরীহ মুসলমানদের বসতবাড়ীর উপর হামলা চালিয়ে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়। পশ্চিমা বিশ্বের কোন মানবাধিকার গ্রুপের পক্ষেও সেখানে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। তবুও ঝুঁকি নিয়ে কেউ কেউ গিয়েছিলেন ছিটেফোঁটা কিছু তথ্য উদ্ধার করতে। এদেরই অন্যতম বিয়াঙ্কা জ্যাগার ফিরে এসে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কসোভোর বহু এলাকা আছে যেখানে তাকে যেতে দেওয়া হয়নি। এর পরও যতুটুকু তিনি দেখতে ও জানতে পেরেছেন, বসনিয়ার মত কসোভোতেও সার্বরা জাতিগত নির্মুল অভিযান চালিয়ে হাযার হাযার আলবেনীয় বংশোদ্ভূত মুসলমানকে হত্যা করেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এককালের জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলকে বিরাট ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে। অন্যদিকে মানবাধিকারের দোহায় পেড়ে NATO মিলোসেভিচের উপরে বিমান হামলা চালালেও 'কেএলএ'-এর ঘাঁটিতে NATO-র হামলা মুসলিম বিশ্বকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। গত ৯ই এপ্রিল '৯৯ আলবেনীয়া সীমান্তবর্তী 'কোসারে'তে 'কেএলএ'-এর ঘাঁটির উপর NATO বোমা বর্ষণ করে। এ ঘাঁটিটা সেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার হচ্ছিল। এ হামলায় ৭ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়েছে বলে 'কেএলএ' সূত্র জানিয়েছে। এছাড়াও NATO -র তীব্র বোমা বর্ষণের কারণে কসোভোর হাযার হাযার মুসলমান তুরস্ক, আলবেনিয়া, মেসিডোনিয়া সহ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ করে।

সর্বশেষ পরিস্থিতঃ

অবশেষে NATO তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এবং হাযার হাযার জাতিগত আলবেনীয় শরনার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার জন্য কসোভোতে একটি আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের লক্ষ্যে UNO-র নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব পাঠায় যা ১৪/০ ভোটে পাস হয়। NATO-র এ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে ব্রিটেন ১২ হাযার, যুক্তরাষ্ট্র ৭ হাযার, ফ্রান্স ৭ হাযার, ইটালী ৫ হাযার, জার্মানী ৮ হাযার ৫শ' ও কানাডা ১৩শ' সৈন্য প্রেরণ করে। NATO-র এই শক্তিশালী মনোভাব লক্ষ্য করে সার্ব সামরিক অধিনায়ক গত ৯ই জুন সৈন্য প্রত্যাহারের প্রশ্নে NATO-র সামরিক কর্মকর্তার সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে।

চুক্তির শর্তানুযায়ী ১নং জোন থেকে ১৫ই জুন, ২নং জোন থেকে ১৮ই জুন এবং ৩নং জোন থেকে ২০শে জুন সার্বরা তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। তবে সার্ব সৈন্যরা কসোভো ত্যাগ করার সময় আলবেনীয়দের অনেক বাড়ি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। সার্ব বাহিনী বিদায় নেওয়ার পরে সেখানে ১০০ গণ কবরের সন্ধান পাওয়া যায়। ধারণা করা হচ্ছে কমপক্ষে ১০ হাযার মুসলমানকে গণকবর দেয়া হয়েছে।

সার্ব সৈন্য প্রত্যাহারের নির্ধারিত ২০শে জুন রাত ১২টা উত্তীর্ণ হওয়ার মাত্র কয়েক মিনিট পরে NATO ও 'কেএলএ' -এর মধ্যে একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। যার প্রধান প্রধান শর্ত হ'ল ৯০ দিনের মধ্যে 'কেএলএ'-কে তাদের সকল অস্ত্র জমা দিতে হবে। যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং যোদ্ধারা প্রকাশ্যে সেনাবাহিনীর পোশাক পরিধান থেকে বিরত থাকবে। অবশ্য 'কেএলএ' বলেছে, তারা সাময়িকভাবে অস্ত্র জমা দেবে, কিন্তু তারা একটি সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে এবং স্বাধীন কসোভোর জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। 'কেএলএ'-এর শীর্ষ স্থানীয় কমান্ডার রুস্তম মুস্তফা বলেন, 'কেএলএ'-র যোদ্ধারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাদের অস্ত্র জমা দেবে। কিন্তু এগুলো নিয়ন্ত্রণ এবং দেখাশোনা করবে তারাই। তবে NATO-র এ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করার অধিকার থাকবে। তিনি বলেন, চুক্তিতে এমন কথা নেই যে, তারা চিরতরে অস্ত্র ত্যাগ করবে। বরং তারা আশা করেন যে, তারা একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তুলবেন এবং কসোভোর স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়ে যাবেন। অপর পক্ষে NATO শান্তি রক্ষী বাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল মাইক জ্যাকসনও জাতিগত আলবেনীয়দেরকে দেশে ফিরে এসে সার্বদের উপর

প্রতিশোধ মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ না করার আহবান জানান।

চুক্তি অনুযায়ী কসোভোর মুসলমানরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেও কসোভো পরিস্থিতি মূলত তিন ভাগে বিভক্ত। স্লোবোদান মিলোসেভিচ চাচ্ছে, কসোভো থেকে মুসলমানদের সমূলে উচ্ছেদ করে পূর্ণভাবে সার্ব রাষ্ট্র কায়েম করতে। যার পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে রাশিয়া। NATO তথা অন্যান্য পশ্চিমা পরাশক্তি গুলো চাচ্ছে, যুগোশ্লাভ ফেডারেশনের অধীনে কসোভো স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে অবস্থান করবে। অন্যদিকে কসোভোর ৯০ ভাগ মুসলমানের প্রাণের দাবী সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করা। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে কসোভোর স্বাধীনতা ছাড়া এ দ্বন্দ্ব সমাধানের দ্বিতীয় কোন পথ আছে বলে মনে হয় না।

পরিশেষে বলব, আমরা মুসলমান। একজন মুসলমান অপর মুসলমানের প্রতি সর্বদা রহম দেল। নবী করীম (ছাঃ) এ মর্মে বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন- 'তুমি ঈমানদারদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়ার ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। দেহের কোন একটি অঙ্গ যদি ব্যাথা পায় তবে শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর জন্য জাগরণ ও জ্বরের মাধ্যমে তার ব্যাথায় সহ অংশীদার হয়'।[১] 'সকল মুসলমান এক অখণ্ড ব্যক্তির মত। যদি কোন ব্যক্তির চক্ষু ব্যথা পায় তবে তার সর্বাঙ্গ ব্যাথিত হয়, আর যদি তার মাথা ব্যাথা হয় তখন সর্বাঙ্গ ব্যাথিত হয়'।[২] 'ঈমানদাররা পরস্পর প্রাচীর বা ইমারতের মত যার এক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে'।[৩] এ ছাড়াও কুরআন ও হাদীছের বহু হুকুম আছে যার মাধ্যমে আমরা পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করতে পারি যে, একজন মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের কর্তব্য কি?

মুসলমানদের অতীত ইতিহাস গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস। মুসলমানরা আজ তাদের ইতিহাস ভুলতে বসেছে। যে কারণে শুধু কসোভো নয়, কাশ্মীর, ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিধর্মীদের দ্বারা চরম ভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে। অথচ বিশ্ব মুসলমানের বিবেক একেবারে ভোতা হয়ে গেছে। মুসলিম বিশ্বের এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পিছনে অনেক গুলো কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের সূরা রূমের ৪১ নং আয়াতে বলেছেন, 'স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান। যাতে তারা ফিরে আসে'। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের সকল প্রকার অত্যাচার, নির্যাতন ও যুলুম হ'তে মুক্তি পাওয়ার এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে হারানো শক্তি ফিরে পাওয়ার একমাত্র উপায় নিঃশর্ত ভাবে আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'-র অনুসরণ করা। আল্লাহ বিশ্বের সকল মুসলমানকে তাঁর 'অহি' অনুসারী হওয়ার তওফীক্ব দান করুন এবং বিশ্বের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য করুন। আমীন!!

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাতুল সাহাবীহ (ঢাকাঃ আরাফাত পাবলিকেশন্স) 'আদব' অধ্যায় হা/৪৭৩৪।

২. প্রাগুক্ত হা/৪৭৩৫।

৩. প্রাগুক্ত হা/৪৭৩৬।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

শাহেলা শাড়ী বিতান

প্রোঃ মুহাম্মাদ শহিদুল ইসলাম[মন্টু মোল্লা]।

এখানে সকল প্রকার শাড়ী, লুঙ্গী, বেডসিড ও বেডকভার ইত্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

ফেন্সী কমপ্লেক্স

দোকান নং ১৮ ফেন্সী সুপার মার্কেট
সাভার বাজার, ঢাকা।

হে যুবক ভাই! অবসর সময়কে কাজে লাগাও*

*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারী বিন মুয্যাম্মিল হক***

সম্পাদনায়ঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য যে প্রশংসায় তিনি খুশী হন। শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মহানবী (ছাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবায়ে কেরাম ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর অনুসরণ করবে তাদের উপর।

অতঃপর তুমি কি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করেছ? যার পিঠ বাঁকা হয়েছে, চুল গুলো সাদা হয়েছে, চলার পথ ভারী হয়েছে, শক্তি কমে গেছে, ভ্রুগুলো নুয়ে পড়েছে ও দাঁতগুলো ভেঙ্গে গেছে। সে অতি কষ্টের সাথে উঠাবসা করে, ঘুমায়, ছালাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে, পানাহার করে এবং তার অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পন্ন করে।

তুমি কি ঐ ব্যক্তির জীবনকাল সম্পর্কে চিন্তা করেছ? সে কি তোমার মত যুবক ছিল না? সেও যৌবন কাল অতিবাহিত করেছে। তোমাদের মতই সে চলত, হাসি-তামাশা করত এবং তোমাদের মতই খেলাধুলা করত। সে মনে করেছিল তার যৌবন কাল সুদীর্ঘ হবে এবং যৌবন কালের শক্তি ও লাবণ্য তার উপর ভীড় করবে। অতঃপর সময় পরিক্রমায় যখন তার বয়স বেশী হ'ল, তখন তার ভিত দুর্বল এবং দেহ রোগাক্রান্ত হ'ল। সে যে সময়গুলো খেল-তামাশায় কাটিয়েছিল সে সময়ের কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকল। সে আকাংখা করতে থাকে যে, যদি তার যৌবনের তারুণ্য ও শক্তিকে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ত তাহ'লে সে এ দু'টিকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও অনুসরণে ব্যয় করত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, প্রতিদিন প্রভাতে সময় তাকে ডেকে বলে, হে আদম সন্তান! আমি নতুন দিন, আমি তোমার কর্মের সাক্ষ্য দাতা। সুতরাং আমাকে গণীমত মনে কর। কেননা আমি ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো তোমার কাছে ফিরে আসব না।

নিশ্চয় এই বৃদ্ধ বর্তমানে অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছে। কিন্তু কেন? কারণ, লোকটি বর্তমানে বার্ধক্যের ফলে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারছে না। যখন সে ছালাত আদায় করতে চায়, ভাল ভাবে আদায় করতে পারে না। ছিয়াম রাখতে চাইলে ভাল করে রাখতে পারে না। হজ্জ এবং উমরা করার চেষ্টা করে।

---

* হারামায়েন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত একটি আরবী লিফলেট।

** ষোলমারি, পোঃ কৈমারী, থানাঃ জলঢাকা, নীলফামারী।

কিন্তু তা পালনের ক্ষমতা রাখে না। সে কবর যিয়ারত এবং জানাযায় অংশ গ্রহণ করার চেষ্টা করেও পারে না। রোগ তাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আর এ কারণেই সে ক্রন্দন করছে।

যেমন কবি বলেন,

بَكَيْتُ عَلَى الشَّبَابِ بِدَمْعِ عَيْنِيْ فَلَمْ يُغْنِ الْبُكَاءُ وَلاَ النَّحِيْبُ

فَيَا أَسَفًا أَسِفْتُ عَلَى شَبَابٍ نَعَاهُ الشَّيْبُ وَالرَّأْسُ الْخَضِيْبُ

عَرِيْتُ مِنَ الشَّبَابِ وَكُنْتُ غُصْنًا كَمَا يَعْرَى مِنَ الْوَرَقِ الْقَضِيْبُ

فَيَا لَيْتَ الشَّبَابُ يَعُوْدُ يَوْمًا فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيْبُ

অর্থাৎ 'আমি আমার ফেলে আসা যৌবনকে নিয়ে দু'চোখের অশ্রু ফেলে ক্রন্দন করি। কিন্তু আমার ঐ ক্রন্দন বা শোকাশ্রু কোন উপকারে আসে না। অতঃপর হায়! আমি আমার যৌবনকে নিয়ে অনুতাপ করি, যার মৃত্যু সংবাদ দিয়েছে বার্ধক্য ও খেযাব রাঙানো মাথা। আর আমি আমার যৌবন কাল থেকে আবরণ হীন হয়ে পড়েছি অথচ আমি ছিলাম শাখা সদৃশ। যেমন- কর্তিত বৃক্ষ শাখা পাতা থেকে খালি হয়ে যায়। অতঃপর হায়! যদি আমার যৌবন কাল কোনদিন ফিরে আসত তাহ'লে আমি তাকে বৃদ্ধকালের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করতাম।

অধিক কামনা হ'তে ভয় কর!

হে আমার তরুণ ভাই! হয়ত তুমি বলবে যে, কিসের জন্য আমি দুর্বলতা ও জীর্ণতার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার অপেক্ষা করব...। আমি ঐ বয়সে পৌঁছে যাওয়ার আগেই তওবা করে নিব। যে বয়সে সে কখনো চল্লিশ কিংবা তার কিছু পরেই উপনীত হয়ে যায়। যৌবন এমন একটি বয়স যখন মানুষ সুস্থতা ও শক্তি দ্বারা সবকিছু উপভোগ করে থাকে। যে সময় সে দু'টি বিষয়কে একত্রিত করতে পারে। যৌবনের আনন্দ ও আল্লাহ্‌র ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়াবান। বান্দা যখন তওবা করে তার তওবা তিনি কবুল করেন, যদিও তার বয়স পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর বছর, এমনকি যে পর্যন্ত তার মৃত্যু না হয়।

হে যুবক! আমি তোমার নিকটে কতিপয় প্রশ্ন রাখছিঃ (১) কে তোমার ত্রিশ, চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ বছর বয়সের পৃষ্ঠপোষক হবে? (২) কে তোমার আগামী কাল বেঁচে থাকার যিম্মাদার হবে? (৩) কে তোমার স্থলাভিষিক্ত হবার যামিন হবে? (৪) তুমি কি জান না হঠাৎ তোমার মৃত্যু এসে যাবে? (৫) আর সেটা যৌবনেও আসতে পারে। যেমন অন্যদের এসেছে (৬) তুমি কি চিন্তা কর না তোমার বন্ধুদের কথা, যাদের মৃত্যু হয়েছে। ফলে তারা কবরবাসী

আকস্মিক কোন ঘটনা নয় বলে গবেষকরা জানিয়েছেন। এর আগের গবেষণায় দেখা গেছে যে, সয়াপ্রোটিন থেকে পাওয়া আইসোফ্লেবোনও ক্যান্সার প্রতিরোধে ইতিবাচক প্রভাব রাখে।

জীবাণু সার উৎপাদন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত 'বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট' (বিনা) উদ্ভাবিত 'জীবাণু' সার বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদন ও বাজারজাত করণের জন্য দেশের স্বনামধন্য শিল্প ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এ,কে, খান এণ্ড কোম্পানীর সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সম্প্রতি 'বিনা'র কনফারেন্স রূমে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন 'বিনা'র মহাপরিচালক ডঃ এম, ইদ্রীস আলী ও এ, কে, খান কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এ, কে শামছুদ্দিন খান।

এ সময় বিনার গবেষণা পরিচালক ডঃ এম, এম, রহমান চুক্তির পটভূমি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, জল ও তেল জাতীয় শষ্যে ব্যবহৃত জীবাণু সার এখন থেকে বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদন ও বাজার জাত করা যাবে। এর ব্যবহার বিধি সহজ, দামে সস্তা ও পরিবেশ সহায়ক। জীবাণু সার ডাল জাতীয় শষ্যের ২০ থেকে ৪০ ভাগ ফলন বৃদ্ধি করে।

হাতের রেখার সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষা

হাতের রেখার দিকে তাকিয়ে ব্যাকরণ মনে রাখার এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন রাজধানী ঢাকার পূর্ব বাসাবো এলাকার বাসিন্দা মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ সারোয়ার ওরফে শো'আয়েব। এই পদ্ধতিতে ১২ প্রকার 'Tense', আরবী ব্যাকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'মীযানুছ ছরফ' কিতাবের একটি শব্দ দিয়ে ২শ' ৪৮ প্রকার অর্থ রূপান্তরসহ বিভিন্ন প্রকার ইংরেজী Verb ও অন্যান্য বিষয় মাত্র পাঁচ দিনের কোর্সে সম্পন্ন করে দেয়া হয়। এ বিষয়ে জনাব সারোয়ারের গবেষণা করতে সময় লেগেছে ১৩ বছর। তিনি জানান, ইংরেজী ১২ প্রকার 'Tense' এবং আরবী দু'শ' ৪৮ প্রকার 'ছীগা'কে তিনি হাতের রেখার মধ্যে এনে অতি সহজে অর্থ বোঝার উপায় ও চিরদিন মনে রাখার মত একটি সূত্র বের করেছেন। প্রমাণ হিসাবে তিনি তৈরি করেছেন তারই ১০ বছরের মেয়ে সুরাইয়াকে। ইতিমধ্যে সুরাইয়া আয়ত্ত করে ফেলেছে আরবী ও ইংরেজী গ্রামারের সবগুলো রূপান্তর। সে হাতের রেখার দিকে তাকিয়ে এক মিনিটে ইংরেজী 'Tense' ও আরবী 'মাছদার' -এর সবগুলো রূপান্তর উদাহরণসহ বলতে পারে। সুরাইয়া এক মিনিটে পবিত্র কুরআনের ১১৪ টি সূরার নাম বলতে পারে। কোন সূরা কখন কেন অবতীর্ণ হয়েছে তাও সে বলতে পারে। মাত্র দু' মিনিটে সে ইংরেজী দু'শ Verb বলতে পারে। ঢাকার বাসাবো ফ্রেণ্ডস কিণ্ডার গার্টেনের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী সুরাইয়ার ইচ্ছা বহু ভাষাবিদ হিসাবে নিজকে প্রকাশ করা। তার পিতা শাহ মুহাম্মাদ সারোয়ার রাজধানীর বাসাবো নদিয়াবাদ মাদরাসায় (নন্দীপাড়া) সিনিয়র আরবী প্রভাষক। বাসা ৬১৭, দক্ষিণ গোড়ান বাসাবো এলাকায়।

দো'আ

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

দো'আ অর্থ আহবান করা, প্রার্থনা করা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থেঃ কাতর মিনতি সহকারে আল্লাহ্র নিকটে সুন্দর বিষয়সমূহ কামনা করা। দো'আ হ'ল ইবাদত (তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৩০ হাদীছ 'ছহীহ')। অতএব তা সর্বদা সুন্নতী তরীকায় হ'তে হবে। আল্লাহ্র নিকটে দো'আর চাইতে সম্মানিত বস্তু আর কিছুই নেই (তিরমিযী, হাদীছ 'হাসান')। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করে না, আল্লাহ তার উপরে ক্রুদ্ধ হন (মিশকাত, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ হা/২২৩৮ হাদীছ 'হাসান')। আল্লাহ বলেন, তোমরা আমার নিকটে দো'আ কর। আমি সাড়া দেব' (মু'মিন ৬০)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুফার্রিদ'রা এগিয়ে গেল (অর্থাৎ আগে জান্নাতে গেল)। তারা হ'লেন ঐসকল পুরুষ ও মহিলা, যারা বেশী বেশী আল্লাহ্র 'যিকর' বা স্মরণ করেন (ইবনু তায়মিয়াহ, ছহীহ আল-কালিমুত ত্বাইয়িব পৃঃ ৯)। নিম্নে কিছু প্রয়োজনীয় যিকর বা দো'আ প্রদত্ত হ'লঃ

১. নিদ্রাকালীন দো'আঃ *বিসমিকা ল্লা-হুম্মা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া'*। অর্থঃ হে আল্লাহ আমি আপনার নামে মরি ও বাঁচি।

২. ঘুম থেকে ওঠার সময় দো'আঃ *আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া এলাইহিন নুশূর।*

অর্থঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদানের পরে পুনরায় জীবিত করেন এবং তাঁর নিকটেই রয়েছে পুনরুত্থান।

(ক) নিদ্রাকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে আল্লাহ পাক তার জন্য সকাল পর্যন্ত একজন পাহারাদার নিয়োগ করেন এবং শয়তান সকাল পর্যন্ত তার নিকটবর্তী হয় না।

(খ) এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুমুতে যাওয়ার সময় সূরায়ে ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে সাধ্যমত সারা দেহে তিনবার বুলাতেন।

(গ) এই সময় ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আল হামদুলিল্লাহ' ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবর' পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় কন্যা ফাতেমা ও জামাতা আলী (রাঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ঘুমানোর আদবঃ (ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বিছানায় যেতেন, তখন (ডান কাতে ফিরে) ডান হাত ডান গণ্ডের নীচে রেখে তিনবার বলতেন, *আল্লা-হুম্মা ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আছু ইবা-দাকা*। অর্থঃ হে আল্লাহ আপনি আমাকে আপনার আযাব থেকে রক্ষা করুন যেদিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনরুত্থান ঘটাবেন। (খ) অন্য হাদীছে মিসওয়াক সহ ওযূ করে পবিত্র অবস্থায় ঘুমুতে যাওয়ার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি সুনিদ্রা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই সহায়ক ইনশাআল্লাহ।

এতদ্ব্যতীত আরও দো'আ রয়েছে।

উপরে বর্ণিত সকল দো'আ ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

গৃহীতঃ আব্দুল্লাহ আল-খাযারী, আদ-দু'আ বই হ'তে; ইবনু তায়মিয়াহ, ছহীহ আল-কালিমুত ত্বাইয়িব দো'আ নং ২৫, ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৭। সংক্ষেপায়নেঃ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী।

তুমি (দুনিয়াতে) বন্ধক রয়েছ। তুমি আল্লাহ্‌র বিধান সমূহের হেফাযত কর এবং পদস্খলন থেকে সাবধান হও'।

হে যুবক! তওবার ব্যাপারে দেরী করা থেকে এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও করুণার উপরে নির্ভরশীল হওয়া থেকে বিরত হও। কেননা আল্লাহ যেমন ক্ষমাশীল তেমনি কঠিন শাস্তি দানকারী। কেননা তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমার প্রভুর পাকড়াও খুবই কঠোর" (বুরূজ ১২)।

তিনি আরো বলেন, إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ 'নিশ্চয়ই তার পাকড়াও খুবই মারাত্মক, বড়ই কঠোর'(হূদ ১০২)। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ لَيُمْلِيْ لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ 'আল্লাহ অত্যাচারীদের অবকাশ দেন, কিন্তু যখন ধরেন তখন আর পরিত্রান পায় না' (বুখারী, মুসলিম)।

তিনটি কারণে মানুষ প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হয়

১- প্রবৃত্তির চাহিদা দ্রুত অবলোকন করা। যা তাকে পাপচিন্তা থেকে দূরে নিয়ে যায়। কেননা প্রবৃত্তির চোখ অন্ধ।

২- তওবার অবকাশ চাওয়া। যদি তার জ্ঞান ঠিক থাকত, তাহ'লে দেরীতে তওবা করার বিপদ সম্পর্কে তাকে ভয় দেখাত। কেননা কখনো তওবা করার পূর্বেই মৃত্যু তাকে গ্রাস করে থাকে।

৩- অপরাধ করার পরেও অনুগ্রহের প্রত্যাশা করা। অপরাধী বলে, আমার প্রভু দয়ালু। অথচ আল্লাহ যে কঠিন শাস্তি দাতা সে কথা সে ভুলে যায়।

এ মর্মে কবি বলেন-

قُلْ لِلْمُفْرِطِ يَسْتَعِدُّ ... مَامِنْ وُرُوْدِ الْمَوْتِ بُدُّ

قَدْ أَخْلَقَ الدَّهْرُ الشَّبَابَ ... وَمَا مَضَى لاَ يُسْتَرَدُّ

أَوَمَا يَخَافُ أَخُو الْمَعَاصِي ... مَنْ لَهُ الْبَطْشُ الأَشَدُّ

يَوْمًا يُعَايِنُ مَوْقِفًا ... فِيْهِ خُطُوْبٌ لاَتُحَدُّ

فَإِلاَمَ يَشْتَغِلُ الْفَتَى ... فِي لَهْوِهِ وَالأَمْرُ جَدُّ

অর্থঃ 'সীমালঙ্ঘনকারীকে বল, সে যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়। কারণ মৃত্যুর আগমণ থেকে বাঁচার উপায় নেই। যামানা যৌবনকে জীর্ণ করে ফেলেছে। আর যা চলে যায়, তা আর ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। পাপী ব্যক্তি কি সেই সত্তাকে ভয় পায় না, যার রয়েছে কঠিন গ্রেফতারী ক্ষমতা। যেদিন সে তার অবস্থান প্রত্যক্ষ করবে যে, সেখানে রয়েছে সীমাহীন বিপদ সমূহ। অতএব হে যুবক! আর কতদিন খেল-ধূলায় মত্ত থাকবে? অথচ বিষয়টি বড়ই কঠিন।

যে যুবক তার প্রভুর ইবাদতে বেড়ে উঠেছে

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَ شَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (متفق عليه)

অর্থঃ 'হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণীর লোককে সেদিন তাঁর ছায়াতলে স্থান দিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায় পরায়ণ নেতা (২) যে যুবক তার প্রভুর ইবাদতে বেড়ে উঠেছে (৩) যে ব্যক্তির মনটা মসজিদের সাথে লটকানো রয়েছে (৪) এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভাল বেসেছে এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছে। আবার তাঁরই উদ্দেশ্যে পৃথক হয়ে গেছে (৫) ঐ ব্যক্তি যাকে কোন মর্যাদা সম্পন্ন ও সুন্দরী নারী কামনা করে। অথচ সে বলে, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি (৬) যে ব্যক্তি এমন গোপন ভাবে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করল বাম হাত তা জানতে পারে না (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তারপর তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে' (বুখারী ও মুসলিম)।

হে তরুণ ভাই! তুমি কি সেই ছায়া চাও না?... যে দিন আল্লাহ্‌র ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তুমি কি তোমার আমলনামা ডান হাতে চাও না? তুমি কি 'আদন' জান্নাতে নবী ও রাসূলদের সাথে সাক্ষাত করতে চাও না? তুমি কি জান্নাতে সুন্দরী দাসী এবং চুক্ষ শীতল কারীনী 'হূর' কামনা কর না? তুমি কি মহান আল্লাহ্‌র চেহারা দেখতে আকাংখা কর না? তুমি কি এমন নে'মত চাওনা, যা নিঃশেষ হয় না। বা এমন চক্ষু শীতলকারী বস্তুসমূহ, যা কখনোই শেষ হয় না।

[চলবে]

মনীষী চরিত

মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*

বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার জন্য বিংশ শতাব্দীর ষাট দশক পর্যন্ত যে সকল প্রতিভাধর মনীষী দক্ষ হাতে লেখনী এবং সংগঠন পরিচালনা করে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কল্পে নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের মধ্যে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী ছিলেন অন্যতম। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচিত হ'ল।

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর যেলাধীন পার্বতীপুর সদর থানার খোলাহাটি রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী 'বস্তীর আড়া' পরবর্তী নাম 'নূরুল হুদা' গ্রামে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১] পিতা সৈয়দ আব্দুল হাদী দিল্লীর মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২) -এর শেষের দিকের ছাত্র ছিলেন এবং সেই সূত্রে তিনি 'আহলেহাদীছ' হন। পিতামহ সৈয়দ রাহাত আলী এবং প্রপিতামহ সৈয়দ বাকের আলী চট্টগ্রাম জর্জ কোর্টের উকিল ছিলেন।[২] পিতৃকুলে তিনি চট্টগ্রাম যেলার রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামের সৈয়দ খোশহাল মুহাম্মাদ-এর সাথে এবং মাতৃকুলে পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান যেলাধীন রসূলপুর পরগনার 'টুব' গ্রাম নিবাসী পীর শাহ দিরাসাতুল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত। এই পীর হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর বংশধর বলে পরিচিত। মাওলানার মা উম্মে সালমা ছিলেন তাঁর পৌত্রী। ফুরফুরার পীর আবুবকর ছিদ্দীকও একই বংশোদ্ভূত।[৩]

পিতা সৈয়দ আব্দুল হাদী দিল্লীতে শিক্ষা শেষে বাড়ী ফিরলে স্বীয় পিতা ও সহোদরগণ সহ্য না করায় এক রাতে জন্মভূমি হ'তে বিদায় নিয়ে গোপনে পশ্চিম বঙ্গের হুগলী গমন করেন ও সেখানে স্বীয় এক জ্ঞাতি চাচা মাওলানা আব্দুল কাদের-এর নিকটে আশ্রয় পান ও পরে তাঁর জামাতা হন। কিছুদিনের মধ্যে স্ত্রী মারা গেলে তিনি বর্ধমান যেলার রসূলপুর পরগনার 'টুব' গ্রাম নিবাসী গদ্দীনশীন পীর দিরাসাতুল্লাহ্র পৌত্রী উম্মে সালমার সাথে বিবাহিত হন। মাওলানা কাফী ছিলেন তাঁরই গর্ভজাত সন্তান।[৪]

শিক্ষা জীবনঃ শৈশব কালে তিনি স্বীয় মাতা উম্মে সালমার নিকট প্রাথমিক উর্দু-ফার্সী পুস্তক ও ফিকহে মুহাম্মাদী শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র ৬ বৎসর বয়সে তাঁর পিতৃ বিয়োগ ঘটলেও পিতার নিকট কিছুটা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি নিজেই তাঁর পিতার জীবনী রচনায় লিখেছেন- 'আমি তাঁর কাছ থেকে গুলিস্তাঁ ও বুলূগুল মারামের কিঞ্চিৎ তরজমা অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করেছিলাম'।[৫] পিতার মৃত্যুর পর তিন বৎসর পর্যন্ত তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। ৯ বৎসর বয়সে তিনি রংপুর শহরের কৈলাশ রঞ্জন হাইস্কুলে ভর্তি হন। কয়েক বৎসর পর তিনি হুগলী গমন করেন। হুগলী যেলা স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে তিনি কলকাতা মাদরাসায় ভর্তি হন। ম্যট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করার পর তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স মিশনারী কলেজে আই, এ/আই, এস, সি সংযুক্ত কোর্স নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর একই কলেজে বি,এ, পাঠ রত অবস্থায় বৃটিশ বিরোধী 'অসহযোগ আন্দোলনে' যোগ দেন ও ছাত্র জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।[৬]

কর্ম জীবনঃ কর্ম জীবনের শুরুতে তিনি কলকাতার মাওলানা আবুল কালাম আযাদের (১৮৮৮-১৯৫৮ খৃঃ) 'আল-হেলাল' (১৯১২-১৪ খৃঃ) ও পরে 'আল-বালাগ' (১৯১৫-১৬ খৃঃ) পত্রিকায় যোগ দেন।[৭]

১৯২১ সালে তিনি মাওলানা আকরাম খাঁর উর্দূ দৈনিক 'যামানা'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। ১৯২৪ সালের ২৯শে নভেম্বর মোতাবেক ১লা জুমাদাল উলা ১৩৪৩ হিঃ মোতাবেক ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৩১ সালে নিজ সম্পাদনায় কলিকাতা হ'তে বাংলা সাপ্তাহিক 'সত্যাগ্রহী' বের করেন,

---

* বি.এ. (অনার্স), এম.এ. শেষ বর্ষ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, ডক্টরেট থিসিস (হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং) পৃঃ ৪৬৯; বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবী বিদ, পৃঃ ৬৩; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ ইং) পৃঃ ১৩।

২. মুহাম্মাদ আব্দুল হক, মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) জীবনী, সমাজ সেবা ও সাহিত্যকর্ম। মুদ্রিত ডক্টরেট থিসিস (ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং) পৃঃ ৭৭; মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ, ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (ঢাকাঃ জানুয়ারী ১৯৫৯ ইং) পৃঃ ৩০৯-১০।

৩. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৬৯।

৪. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (ঢাকা, ১৯৮৩) পৃঃ ২-৪।

৫. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩; এ,এইচ,এম, শামসুর রহমান মিল্লাতে মুসলিমার ঐতিহাসিক খিদমত প্রসিদ্ধ তিন পুরুষ ব্যাপী (এপ্রিল ১৯৯৫ ইং) পৃঃ ১১।

৬. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, পৃঃ ৪৬৯; আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী, পৃঃ ৫-৬।

৭. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৬৯।

যা প্রায় তিন বছর চলে। ১৯৪৯ সালের ২৭শে মে মোতাবেক মুহাররম ১৩৬৯ হিজরী পাবনা হ'তে উচ্চাংগের মাসিক 'তর্জুমানুল হাদিছ' প্রকাশ করেন, যা তাঁর মৃত্যুর পরেও ১৯৭০ সাল পর্যন্ত জারী ছিল। ১৯২৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর (১৮৯২-১৯৬৩ খৃঃ) 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি'র সেক্রেটারী হন। ১৯৩০ সালে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের 'মুসলিম ন্যাশনালিস্ট পার্টি' এবং ১৯৩৫ সালে এ,কে, ফযলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) 'কৃষক-প্রজা পার্টি'তে সক্রিয় কর্মী হিসাবে যোগদান করেন।[৮]

১৯২৭ সালে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক অগ্নি ঝরা বক্তৃতা দেয়ার ফলে মাওলানা কাফীকে প্রথম কারাবরণ করতে হয়। ১৯৩২ সালে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন বৃটিশ সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে দিনাজপুর নিমতলার বট গাছের গোড়ায় ভাষণ প্রদান কালে তিনি বলেন, 'যারা বলেন, মুসলমানরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি, তারা মিথ্যাবাদী। আমি বৃটিশ সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তার আইন অমান্য করছি'।[৯] এই ভাষণের পর তিনি পুনরায় পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়ে দিনাজপুর জেলে বন্দী হন।

হজ্জব্রত পালনঃ ১৯৪১ সালে হজ্জব্রত পালনের জন্য তিনি পবিত্র মক্কা মো'আযযামায় যান। মক্কার তদানীন্তন গভর্ণর আমীর ফয়ছাল কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট অতিথিদের সংবর্ধনা সভায় তিনি আমন্ত্রিত মেহমান হিসাবে উর্দু ভাষায় চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করে সকলকে চমৎকৃত করেন। বাদশা কর্তৃক বহু মূল্যবান গ্রন্থরাজি দ্বারা তিনি পুরস্কৃত হন।[১০] ১৯৪২ সালে হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সক্রিয় রাজনীতি হ'তে অবসর গ্রহণ করেন।[১১]

ইসলামের খিদমতঃ মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী মুসলিম জাতিকে শিরক ও বিদ'আত তথা অনৈসলামিক ভাবধারা ও ক্রিয়া কলাপের কবল থেকে তাওহীদ ও রিসালাতের অবিমিশ্র আদর্শের দিকে আহবান জানাতে থাকেন। তিনি বলেন, 'এ দেশের মুসলমানদের প্রতি বৃটিশদের শোষণ, নির্যাতন ও তথাকথিত পীরবাদের অনাচার এক সময়ে আমাকে জাতির স্বার্থে পাগল করে তুলেছিল'।[১২]

তিনি সমাজের সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। রাজশাহী যেলার চারঘাট থানার রোস্তমপুর হাটের পার্শ্ববর্তী ১৭টি গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের এক প্রতিবাদ সভায় দীর্ঘ ৫ ঘন্টা ব্যাপী এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাঁর এই কঠোর বক্তব্যের ফলে গণিকালয়ের আশু অপসারণ সম্ভব হয়।[১৩] ১৯৩৪ সালে গাইবান্ধায় কাদিয়ানীদের মোকাবিলায় অনুষ্ঠিত এক বির্তকে তাঁর বিদ্যা ও যুক্তিবাদীতার সামনে কাদিয়ানী মৌলভী পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। ফলে গাইবান্ধার মাটি চিরদিনের জন্য কাদিয়ানী ফেৎনা হ'তে মুক্ত হয়। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে পাবনা শহরে একটি বিদেশী সার্কাস কোম্পানী অর্ধোলঙ্গ নর্তকীর নির্লজ্জ নৃত্য দ্বারা মুসলমানদের সম্পদ ও ঈমান ধ্বংসের যে চক্রান্ত করেছিল মাওলানা তার বিরুদ্ধে সোচ্চার ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১৪]

তিনি ন্যায় ও সত্যের পথে আজীবন সংগ্রাম ও সাধনা করে গেছেন। তিনি বলেন, 'উদ্দেশ্যের পথে বাধা-বিপত্তি যত কঠিনই হোক না কেন, সত্যের সাধক অবিচল হিম্মত নিয়ে অগ্রসর হ'তে পারলে সমস্ত বাধা-বিপত্তি বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ তাকে করতেই হবে'।[১৫]

১৯৪০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত মুসলিম কনফারেন্সে তিনি বাংলার আযাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। উক্ত কনফারেন্সে উর্দু ভাষায় এমন এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন যাতে দিল্লীর সুধী সমাজ বিস্ময়াভিভূত হয়ে মন্তব্য করেন 'বাঙ্গালীরাও এ ধরণের বক্তৃতা দিতে পারেন'![১৬]

আহলেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অবদানঃ মাওলানা কাফী আহলেহাদীছ আন্দোলনের মাধ্যমে শতধা বিভক্ত মুসলিম জাতিকে একটি সম্মিলিত জাতিতে পরিণত করায় ব্রতী ছিলেন। তাই আহলেহাদীছদের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ কোন দল বা ফির্কার নাম নয়, বরং ফির্কা ও দল বন্দীর নিরসন কল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার জন্য এর উত্থান হয়েছে'।[১৭]

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সুমহান শিক্ষা ও আদর্শকে মুসলিম সমাজে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে 'তর্জুমানুল হাদিছ'-এর যাত্রা শুরু হয়। তিনি মুসলিম সমাজ হ'তে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী জাহেলী রীতি-নীতি তথা বহু

---

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭০।
৯. মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) জীবনী, সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, পৃঃ ১১০।
১০. সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকাঃ ১১ই জুলাই ১৯৬৬, পৃঃ ৫।
১১. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, পৃঃ ৪৭০।
১২. মুহাম্মাদ এমদাদুল হক, 'অনন্য সাধারণ প্রতিভা, সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকাঃ ২রা জুলাই ১৯৬২ পৃঃ ২।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪২।
১৪. মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) জীবনী, সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, পৃঃ ১৫৮।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৭।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৮।
১৭. তদেব।

ঈশ্বরবাদ, সন্ন্যাসবাদ, অদ্বৈতবাদ, নিরীশ্বরবাদ বা নাস্তিকতা প্রভৃতি অনৈসলামিক পদ্ধতি উৎখাতের কর্মসূচী ঘোষণা করেন এবং ধরারবুকে টিকে থাকার শেষ দিন পর্যন্ত এ সাধনায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যাপৃত থাকেন। জীবনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সময় সক্রিয় রাজনীতির ডামাডোলে ব্যস্ত থাকলেও রাজনীতি তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। তিনি সকল ইসলামী দলকে একটি শক্তিশালী ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলাম বিরোধীদের সঙ্গে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার আহবান জানিয়েছিলেন। বাংলা ও আসামের আহলেহাদীছ অধ্যুষিত বিরাট জনপদকে একটি ঐক্যবদ্ধ সামাজিক শক্তিতে পরিণত করার জন্য তিনি চেষ্টিত হন। ১৯৪৬ সালে রংপুরের হারাগাছে তাঁর উদ্যোগে বিরাট আহলেহাদীছ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে তাঁকে সভাপতি করে 'নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ' গঠিত হয়। দেশ বিভাগের পূর্বে পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ বর্তমানে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস' নামে পরিচিত। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন।[১৮]

মাওলানা কাফীর ৩য় ও সর্বশেষ পত্রিকার নাম 'সাপ্তাহিক আরাফাত'। পত্রিকাটি ১৯৫৭ সালের ৭ই অক্টোবর, সোমবার ৮৬ নং কাজী আলাউদ্দীন রোড ঢাকা থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। যা বর্তমানে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস' -এর একমাত্র মুখপত্র হিসাবে চালু আছে।[১৯]

সাহিত্য সাধনাঃ সাহিত্যাকাশে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর হ'তে ১৯৫৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার স্বর্ণযুগ।[২০] তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ফিরকা বন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি' ও 'নবুঅতে মুহাম্মাদী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বাংলা, ইংরেজী ও উর্দূ ভাষায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ বের হয়।[২১]

এযাবৎ তাঁর প্রকাশিত বই ও পাণ্ডুলিপির সংখ্যা দাড়িয়েছে ২৩ খানা এবং অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ৩১ খানা। তন্মধ্যে আরবী ভাষায় ১২ খানা, উর্দূ ভাষায় ১২ খানা, বাংলা ভাষায় ৬ খানা ও ইংরেজীতে ১ খানা। দীর্ঘ আট বছরের সাধনালব্ধ ৫১৪ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ সূরায়ে ফাতিহার তাফসীরকে তাঁর জীবনের সেরা কীর্তি হিসাবে আখ্যায়িত করা চলে। যা এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।[২২] তাঁর সাহিত্য সেবা ও গবেষণা সমৃদ্ধ মৌলিক রচনাবলীর জন্য তিনি ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক ২ হাযার টাকা পুরস্কার ও একাডেমীর সম্মান সূচক সদস্যপদ লাভ করেন।[২৩]

তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহঃ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা ছিল তাঁর পারিবারিক ও বংশীয় ঐতিহ্য। তিনি বিভিন্ন স্থানে ৬টি দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন তন্মধ্যে ৩টি মাদরাসা আজও বিদ্যমান আছে। এগুলো হচ্ছে-

জামালপুর যেলার বালিজুড়ী এস.এম. সিনিয়ার মাদরাসা এবং সিরাজগঞ্জ যেলাধীন কামারখন্দ টাইটেল মাদরাসা। (দুইটিই সম্ভবতঃ ১৯২৮ সালে) এবং ঢাকায় ৯৪ কাজী আলাউদ্দীন রোডে ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসাতুল হাদীছ'। তিনটি মাদরাসাই অদ্যাবধি চালু আছে।[২৪]

ইন্তেকালঃ দ্বীন ও জাতির খিদমতে নিবেদিত প্রাণ 'জমঈয়তে আহলেহাদীছে'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি চিরকুমার মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১৯৬০ সালের ৪ঠা জুন মোতাবেক ১৩৭৯ হিজরীর ৮ই যিলহজ্জ ও ১৩৬৭ সালের ২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ভোর ৪টা ৩০ মিনিটে আল্লাহ্‌র আহবানে সাড়া দিয়ে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজে'উন)।[২৫] জন্ম স্থান 'নূরুল হুদা'য় পিতা-মাতার কবরের সন্নিকটে এবং ভ্রাতার কবরের পশ্চিম পার্শ্বে তাকে দাফন করা হয়।[২৬]

উপসংহারঃ পরিশেষে আমরা বলতে পারি মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সম্পাদক, সংগঠক, বাগ্মী, তার্কিক, সমাজ সংস্কারক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি তাঁর অর্জিত জ্ঞান, সুন্দর জীবনের সকল রস সুধা বিন্দু বিন্দু করে জাতির উদ্দেশ্যে নিংড়িয়ে দিয়েছেন। মিল্লাতের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে জীবনের স্বার্থকতা খুঁজেছেন। তাঁর এই নিঃস্বার্থ ত্যাগের জন্য তিনি জাতির আকাশে চির ভাস্বর হয়ে আছেন। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার দ্বীনের খাদেম হিসাবে কবুল করে নাও। আমীন!!

---

১৮. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৭০-৭১।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭০।

২০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭১।

২১. মিল্লাতে মুসলিমার ঐতিহাসিক খিদমত, এপ্রিল ১৯৯৫ সাল, পৃঃ ১৪।

২২. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৭১।

২৩. মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) জীবনী, সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, পৃঃ ২৩৫।

২৪. আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৭১, টীকা ১১।

২৫. মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) জীবনী, সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, পৃঃ ১১৯।

২৬. দৈনিক আজাদ, ঢাকাঃ ১১ই জুন ১৯৬০ সাল, পৃঃ ৩।

চিকিৎসা

ফুসফুস প্রদাহ বা নিউমোনিয়া রোগের কারণ ও চিকিৎসা

*-ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন**

মানবদেহের বক্ষস্থলের দু'দিকে (ডানে ও বামে) দু'টি ফোঁপড়ার মত যন্ত্র আছে যা শ্বাসনালীর সাথে সংযুক্ত। সাধারণ কথায় একে ফুসফুস বা শ্বাস যন্ত্র বলা হয়।

এই শ্বাস যন্ত্রের স্বাভাবিক শব্দ হ'ল লব্‌ডব্ লব্‌ডব্। এই স্বাভাবিক শব্দের সাথে অন্য যে কোন শব্দ যোগ হ'লেই পীড়ার উৎপত্তি। যেমন- ঘড়ঘড়, সাঁই সাঁই, পিকপিক, খস্ খস্ ও সিশ্ সিশ্ ইত্যাদি।

রোগের কারণঃ ঋতু পরিবর্তন, হঠাৎ ঘর্ম বন্ধ হওয়া, বৃষ্টির পানিতে অতিরিক্ত ভেজা, অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি এ রোগের অন্যতম কারণ।

রোগের লক্ষণঃ হঠাৎ জ্বর, শ্বাস কষ্ট, বক্ষ স্থলে বেদনা, শ্বাস-প্রশ্বাসে বেদনা ও কষ্ট, প্রথমে শুষ্ক কাশি, কিন্তু পরে রক্ত সহ শ্লেষ্মা উঠা, শির রোগ, উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস, তৃষ্ণা, অস্থিরতা, কাত হয়ে শুতে কষ্ট বোধ করা, মুখমণ্ডলে আরিক্তমতা ইত্যাদি এ রোগের লক্ষণ।[১]

হোমিও চিকিৎসাঃ এই রোগের বিভিন্ন লক্ষণে বিভিন্ন ঔষধ প্রযোজ্য। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান লক্ষণ এবং তার ঔষধ এখানে আলোচিত হ'ল। যেমনঃ পীড়ার প্রথম অবস্থায় প্রবল জ্বর, তৃষ্ণা, শুষ্ক কাশি, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি লক্ষণে **এ্যাকোনাইট ন্যাপ ৩x**; ফুসফুসে খস্ খস্ শব্দ অনুভব করলে হরিদ্রা বর্ণের অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা স্রাব প্রভৃতি লক্ষণে **ফস্‌ফরাস্ ৬**; নাড়ী পূর্ণ দ্রুত ও উল্লম্ফনশীল, চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি কারণে **ভিরেট্রাম ভির ১x** সেব্য। অনবরত শুষ্ক কাশি ও তৎসহ আঠা আঠা রক্তসহ গয়ার উঠা, শ্বাস কষ্ট, বক্ষস্থলে তীব্র বেদনা, কোষ্ঠ বদ্ধতা, নড়া-চড়ায় বেদনা বৃদ্ধি এবং বুকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সূঁচ ফুটানো বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে **ব্রায়োনিয়া-৩০** প্রযোজ্য। (এটি আবশ্য এ্যাকোনাইটের পর প্রযোজ্য।[২]

রোগ পুরাতন আকার ধারণ করলে এবং শ্লেষ্মা পুঁজ বৎ হ'লে **হিপার সালফ ৩০**, (জ্বর কমে আসলে) শ্বাস কষ্ট ও বেদনার সাথে অতিশয় ঘর্ম হ'লে **মার্কুরিয়াস ৬**। গলার মধ্যে ঘড় ঘড় করা শ্লেষ্মা বমন প্রভৃতি লক্ষণে **এন্টিম টার্ট ৬** বা **সালফার ৩০** সেব্য। (অবশ্য ইহা শিশু ও বৃদ্ধ দের পক্ষে উপযোগী)। বৃষ্টির পানিতে ভিজে নিউমোনিয়া হ'লে সরাসরি **রাসটক্স ৬** অব্যর্থ মহৌষধ ইনশাআল্লাহ। ইহা ছাড়াও লক্ষণ অনুযায়ী অন্য ঔষধ প্রযোজ্য।

আনুসঙ্গিক সেবা শুশ্রূষাঃ সাধারণতঃ রোগীর বেশী কথা বলা, ঠাণ্ডা লাগানো, উত্তেজক দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ। বুক ও পিঠ তুলা দ্বারা ঢেকে বেঁধে রাখতে হবে। ঘরে বাতাস প্রবেশ করলেও যেন রোগীর ঠাণ্ডা না লাগে।

পথ্যঃ সাগু, বার্লি, এ্যারারুট, দুধ, মূগ-মশুরের জুস্ প্রভৃতি পুষ্টিকর অথচ লঘুপথ্যের ব্যবস্থা করা উত্তম।

দেশীয় ঔষধঃ আকন্দ পাতার মসৃন দিকে পুরাতন ঘি লাগিয়ে বুকে পিঠে বসে তার উপর সৈন্ধব লবনের পুঁটলি দ্বারা সেঁক দিয়া পাতাশুদ্ধ বেঁধে রাখলে নিউমোনিয়ার বেদনা ও সর্দ্দিতে উপকার হয়। পুরাতন ঘৃত গরম করে বুকে মালিশ করার পর তার উপর পানের মসৃন পৃষ্ঠে ঘি মেখে সেঁক দিয়ে সেই পান বুকে বসিয়ে বেঁধে রাখলেও উপকার হয়। চাল কুমরার তেল ও ব্রায়োনিয়া Q শক্তির লিমিসেন্ট-য়ে বুকের বেদনার উপশম হয়।৩

---

* এ,এম,এইচ (ক্যাল) এইচ,এম,পি (পাক) হোমিও ফিজিশিয়ান (বাংলাদেশ) ও চিকিৎসক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. *ডাঃ মহেশ চন্দ্র ভট্টচার্য্য, সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা, পৃঃ ১২৫।*

২. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১২৬।

৩. *ডাঃ এন, সি, ঘোষ, কমপেরেটিভ মেটোরিয়া মেডিকা, পৃঃ ১১২৬।*

মধুর চমৎকার গুনাগুণ

মধু পুষ্টিকর খাদ্য এবং রোগ নিবারক

❐ শিশুর জন্য মধু

* মধু পাকস্থলীর সবচেয়ে ভালো বন্ধু। ফলে হজমের সহায়ক।
* মধু কফ সারায়। বাচ্চাদের খুসখুসে কাশি ও সর্দি প্রশমিত করে।
* শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে ও রক্ত বর্ধক হিসাবে কাজ করে।
* শরীরের শুষ্কতা ও কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে।
* মধু কার্যকর এন্টিবায়োটিক গুণের অধিকারী এবং বস্তুত তা মুখ গহ্বরকে জীবাণু মুক্ত করে।

❐ স্বাস্থ্য রক্ষায় মধু

* সহজে হজম যোগ্য গ্লুকোজ থাকায় মধু হৃদপিণ্ড, লিভার ও কিডনির জন্য উপকারী।
* ডায়রিয়া, গ্যাস্ট্রিক এবং আলসারের রোগীদের জন্য মধু বেশ উপকারী।

❐ রূপচর্চায় মধু

* ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা ও তার কোমলতা বাড়ানোর জন্য মধুর স্থান সর্বশীর্ষে।

❐ পুষ্টিগুণ বৃদ্ধিতে মধু

* স্বাভাবিক খাবারের সাথে খেলে পুষ্টিগুন ও স্বাদ বৃদ্ধি পায়।

ক বি তা

বিষাদিত প্রাণ

-মোল্লা আবদুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

বিশাল পৃথিবী যেন নরকের সম
এ ধরা আজিকে শুধু করে প্রবঞ্চন।
এখানে মানুষ নেই, নেই ভালবাসা
এখানে ধুসর আকাশ, নেই সিক্ততা।
এখানে রাত্রি ঘুমোয় স্তব্ধ বনানী
নেই কোন কোলাহল সুরের মাধুরী।
এখানে ফোটে না কলি রিক্ত ফুল তোর
এখানে আসে না অলি হয় নাকো ভোর।
এখানে ডাকে না পাখী ধরে নাকো তান
সকলি তিমিরে ঘেরা বিষাদিত প্রাণ।
এখানে বিলুপ্ত প্রায় ধর্মীয় শাসন
মনগড়া মতবাদের উচ্চে আসন।
ক্ষনেক ক্ষমতা মোহে বিভোর মানুষ
ইনসানিয়াত লুপ্ত প্রায় নেই কারো হুঁশ।
এখানে উল্লাসিত ইবলীস বে-দ্বীন
ক্ষুন্ন মনে দিন গনে প্রতিটি মুমিন।
পৃথিবীর সবখানে শুধু হা-হুতাশ
পাপাচারে হয়ে গেছে বিষাক্ত বাতাস।
ধরণীর বিধর্মী যত কুচক্রীর দল
মুসলিম নিধন চালায় সকল।
এ বিশ্বে চলছে শুধু নিষ্ঠুর অত্যাচার
মুসলিম সন্তান আজ ধ্বংসের শিকার।

***

তাহরীক তুমি

-মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন
ঘোনা, সাতক্ষীরা।

তাহরীক তুমি আলোর মিছিল
সত্য ন্যায়ের প্রতীক,
বাতিল মতের জিন্দানে হায়
তুমিই বড় সৈনিক।
তাহরীক তুমি সত্যের বাহক
মুক্তির দিগ দর্শক,
সু-সাহিত্যের চলমান ছায়ায়
নতুন মাইল ফলক।
তাহরীক তুমি শত অন্ধকারে
প্লাবিত চন্দ্রিকার জ্যোতি,
অপসংস্কৃতির বিনাশ ঘটিয়ে
কাড়িও দিগ্বিজয়ী খ্যাতি।

***

ধর্মের দুর্দিন

-শিহাবুদ্দীন সুন্নী

ধর্মের দুর্দিনে জাগো ধার্মিকেরা
নিভে যায় ধর্মালো দেখ নাকি তোমরা?
ইসলাম আল্লাহ্‌র একমাত্র ধর্ম
ছেড়েছি আজ সবে তার নীতি কর্ম
নিষ্কৃতি পাবে নাকো ধর্ম হারারা ।।
নাই পূজা পবিত্রতা কৃচ্ছ সাধনা
দুর্দিন এলে কারো নেই সমবেদনা
সত্যি কি মুসলিম দাবি করে যাহারা?
তাওহীদ বুঝে নাকো কর্ম যা শিরকের
বিশ্বাস দাবীদার নাই চিহ্ন ঈমানের
নরক নিবাসী হবে যত মুশরিকেরা।।
বিজাতীর রীতি-নীতি সুন্নাত ছাড়িয়া
মুসলিমের ইসলামকে যে নিল কাড়িয়া
পথ হারা জানো সব বহু ধ্বজা ধারিরা।।
ধর্মনিরপেক্ষতার জোয়ার আসিয়া
গণতন্ত্রের ঢলে দেশ গেল ভাসিয়া
মেজোরিটি নিল সব অসাধু লোকেরা।।
তাক্বলীদী আঁধারেতে দেশ গেছে ভরিয়া
দলীলের বাতিতেও তেল গেছে ফুরিয়া
চারিদিকে ইসলামের মাযহাবী কাটারা।।
প্রদীপেতে তেল দাও ফের আলো জ্বলিবে
আঁধারেতে সেই আলো দিয়ে পথ চলিবে
সংকটে পড়ে থাকে আলো হীন চোরেরা।।
'আহলেহাদীছ আন্দোলন' প্রদীপের তুল্য
আজ নাই জগতের মাঝে তার মূল্য
উদ্যান হবে তবে কিষে মরু সাহারা।।

***

সঠিক পথে

-মুহাম্মাদ সাজেদুল ইসলাম
চৌধুরানী কলেজ
পীরগাছা, রংপুর।

ইসলামের ঐ সঠিক পথে
ছুটছে অনেক তরুণ,
বিভ্রান্তি সব ছিন্ন করে
সঠিক পথই ধরুন।
রাসূলের ঐ পূণ্যবাণী
সবার কাছে বলুন,
শিরক-বিদ'আত ছেড়ে দিয়ে
আল্লাহ্‌র পথে চলুন।
রাসূলের ঐ পুণ্য তরীতে যারা

আশ্রয় পেতে চান,
ভব সংসারের মায়া ছেড়ে
জিহাদ করতে যান।
জীবন সেতো ক্ষণিকেই
হয়ে যাবে শেষ,
আখেরাতে সব পাপের
রয়ে যাবে রেশ।
ক্বাহ্হার নামে সে দিন মহান আল্লাহ
হবেন বিচারপতি
হিসাব নিকাশ নিবেন সঠিক
ছাড়বেন না এক রতি।
আসুন সবাই ইসলামের ঐ
সঠিক পথটিই ধরি
শুনবে না যে জন
সে হবে জাহান্নামের খড়ি।

***

বিদ'আত

-খ,ম, বেলাল
আল-বোকেরীয়া, আল-কাসিম
সঊদী আরব।

মীলাদুন্নবী বিদ'আত জান ভালো করে
শরীয়তে জায়েয হ'লে রাসূল (ছাঃ) দিতেন বলে।
কুরআনে ছালাতের তাকীদ দিচ্ছে বার বার
যাকাতের নেছাব রাসূল (ছাঃ) করেছেন প্রচার।
যাদু বিদ্যা ইন্দ্রজাল শয়তানী কুমন্ত্রণা
জ্যোতিষীর হস্ত দেখা ইসলামে মানা।
মীলাদের জালসাতে করছে টাকা ব্যয়
যাকাতের কথা বললে বিপদ বেড়ে যায়।
পরের ধন লুটে খায় আছে শত প্রমাণ
ক্ষমা নাহি পাবে সেদিন বলেছে কুরআন।
ঢোল পিটিয়ে নাচন করে গাজা খেয়ে নেশা
শরীয়ত বিরোধী কাজ করিওনা পেশা।
'হক মাওলা' বলে নিচ্ছে মদের পেয়ালা
এরি জন্যে বাড়ছে আজ কত ঝামেলা।
হাট বাজারে যাচ্ছে নারী পর্দাহীন ভাবে
পর্দা করে চল নারী নির্দেশ আছে তবে।
রং তামাশা যতই কর এই দুনিয়ার বুকে
হিসাব দিতে হবে তোমায় ঐ কঠিন হাশরে।
পেট পূজারী আলেমগণের স্বার্থে দুটি কথা
ইসলাম নিয়ে বাদ প্রতিবাদ ছাড় এই প্রথা।
কুরআন-হাদীছ মেনে চল ওহে মুসলমান!
হারাম ছেড়ে হালাল ধর হবে আসান।
শরীয়তের রীতি-নীতি অতি চমৎকার
আল্লাহ তা'আলা রাসূল দ্বারা করেছেন প্রচার।
মীলাদুন্নাবী পালনে থাকলে ফযীলত
ছাহাবা ও তাবেঈগণ পালন করতেন আলবত।
নববর্ষ, শবেবরাত, ১০ই মুহাররম
গোস্ত রুটি খাচ্ছে মানুষ হরদম।
খেয়ে পরে ফুর্তি করা ইসলামে বিদ'আত,
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আদায় করতে ছালাত।

***

হয়তোবা

-ওয়াহীদা
এম,এ শেষ বর্ষ
সাতক্ষীরা।

কবিতার ভাষা বুঝতে গেলে কবিমন থাকতে হয়,
কাউকে আপন করতে গেলে অনেক ভালবাসতে হয়।
কে বলেছে এই দুনিয়ায় পর কখনো আপন নয়?
শত্রুকেও আদর করলে নিজের হয়ে সে রয়।
মনকে যত আঘাত করো চুপটি করে তাই সয়,
লোককে মন্দ বললে তোমায় সেটাই হবে পরাজয়।
মহৎ লোককে যদি কেউ ভুল করেও মন্দ কয়,
হাসি মুখে সব ব্যাথা নিজেই করে নিরাময়।
গুণকে যাহির করতে পারলে সেটাই হবে নিজের জয়,
মন্দ ছেড়ে তখন সবাই বলবে তোমায় মহাশয়।

***

নেতা

এম, যহুরুল হক
সাতক্ষীরা সিটি কলেজ
এইচ এস সি ফল প্রার্থী।

বর্তমানে কিছু হ'লে
সবাই সাজে নেতা।
এগিয়ে এসে হুমকি দিয়ে
বলে বসে যা-তা।
নেতা বলে সবার কাছে
করে দাবিদার।
জনসেবার নামে তারা
খাটায় অধিকার।
নিজের ভাল হ'লে পরে
চুপটি করে রয়।
পরের দুঃখ দেখে তারা
কথা নাহি কয়।
সুযোগ বুঝে নেতা সাজা
এই সমাজের রীতি।
বাঁচতে হ'লে ভাংতে হবে
এই যত দুর্নীতি।

সোনামণি দেরপাতা

গত সংখ্যায় যাদের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

❒ **হরিষার ডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, শাহমাখদুম, রাজশাহী থেকেঃ** আরফান আলী, মুকুল, জাহাঙ্গীর, যাকারিয়া, রহিদুল, মে'রাজুদ্দীন, আবদুল বারিক, উজ্জ্বল, সিরাজুল, মীযানুর, বিলকিস, শরীফা, মর্জিনা, মুর্শিদা, মাশকূরা, সখিনা, মাকছূরা, সাযেদা, সুমাইয়া, মাসযূদা, আকলিমা, আয়েশা, রাবিয়া, নারগীস ও নূরজাহান।

❒ **হাট মাধনগর সিনিয়র মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** যিল্লুর রহমান, নযরুল ইসলাম, এমদাদুল হক, এনামুল হক, শাবানা ও আয়েশা।

❒ **নগরপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** শারমীন ফেরদৌস, মুসলিমা, খালেদা, মমতাজ, ফরীদা, আফরোযা, আনোয়ারা, শরীফা, আউয়াল ও সামাউন ইমাম।

❒ **শেখপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** নাজনীন আরা, হালিমা, মাহফূযা, রেহেনা, শহীদা, রীনা, রাহেলা, জেসমিন, শারমীন ফেরদৌস, রেযিয়া, মানছূরা, কমেলা, নাজমা, সুবেদা, মারুফা, খালেদা, মাহমূদা, ময়না, রীনা আখতার, রওশন আরা, হারূণ, ইবরাহীম, মুমিনুল ইসলাম, শামীম ও জয়নাল আবেদীন।

❒ **মিয়াপুর, রাজশাহী থেকেঃ** যিল্লুর রহমান, মিনারুল, ফরীদ, হাবীব, শামীমা, শাহীনা, রুমা, রহীমা, জিন্না, রুখসানা, হাবীবা, মাশকূরা, আয়েশা, কাজলী, আসমা, হাসিনা, পপি ও আনোয়ারা।

❒ **সমসপুর হাফেযিয়া মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** আবু যার, শাহজাহান, এনামুল হক ও মীযানুর রহমান।

❒ **সমসপুর (রেজিঃ) প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** সোহেল রানা, বুলবুল, শাহাদাত, শামসুযযুহা, মু'আযযম হোসাইন, কামরুল হাসান, আশরাফুল ইসলাম, মীযানুর রহমান, মহসীন, শাহীদা, আরীফা ও শাহীনুর।

❒ **করখণ্ড দাখিল মাদরাসা থেকেঃ** মুযযাম্মিল হক, আব্দুল জলীল, আফযাল ও ইউনুস আলী।

❒ **করখণ্ড হাফেযিয়া মাদরাসা থেকেঃ** আবু সাঈদ, আবদুল মান্নান, আবদুল লতীফ ও হাছিবুল ইসলাম।

❒ **হড়গ্রাম আমবাগান, রাজশাহী থেকেঃ** তানযিলা, ফাতেমা, লাবনী, জুলেখা, মেহের যাবীন, রণি ও গোলাম কিবরিয়া।

❒ **হাটগাঙ্গোপাড়া হাফেযিয়া মাদরাসা, রাজশাহী থেকেঃ** মীযানুর রহমান, শরীফুল ইসলাম, সোহেল রানা ও ইমতিয়াজ।

❒ **মোল্লাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** আতীকুর রহমান, মেহেদী হাসান, আরীফ, ফযলে রাব্বী ও জান্নাতুন নাঈম।

❒ **হাড়ুপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রাজশাহী থেকেঃ** মাবীয়া, উম্মে সীনা, মুশতারী জাহান ও জেসমিন আযাদ।

❒ **কুশলপুর দাখিল মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** এনামুল হক, আযাদ, আনোয়ার, সাহেব আলী, মুযাফফর, জাহিদুল, মুজীবুর, যাকারিয়া, আবদুর রহমান, রাশিদা, সোনাভান, কারীমা, ফেরদৌস, আসমা, আঞ্জুমান আরা, মমতাজ, তাসলীমা, দিলরুবা ও নূরজাহান।

❒ **হাটখুঁজিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাগরামা, রাজশাহী থেকেঃ** আবদুল গফূর, আতাউর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম, আশরাফুল, রেযাউল, মুযযাম্মিল, শামসুল, রুখসানা, মুমেনা, রোযিনা, মর্জিনা, আলতাফুন, ছাদেকা, নূরুন নাহার, আসমা, আদুরী ও আনজুআরা।

❒ **মির্জাপুর পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রাজশাহী থেকেঃ** উম্মে সালমা, আমাতুল হক বুশরা, স্বর্ণা, সাবিনা, বিউটি, রাসেল, ফাহমিদা নাজনিন (জলি), ফাতেমা ও জুলফা।

❒ **নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী থেকেঃ** মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন, মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ জুয়েল ইমন।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তরঃ

১. সূরা হজ্জ-এর ২৩ ও ২৪ নং আয়াতের আলোকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** 'সোনামণি' সংগঠনের নামকরণ করেন। প্রতিষ্ঠাকাল হচ্ছে ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

২. 'রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া'। সূরা আহযাব ২১নং আয়াতের মাধ্যমে।

৩. উদ্দেশ্যঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। শিশু-কিশোরদের দ্বীনের পথে পরিচালনা করার নেক নিয়তে এবং সমাজ ও দেশকে চরম অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষার জন্যই 'সোনামণি' সংগঠন। 'সোনামণি যেলা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা হবেন যথাক্রমে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যেলা সভাপতিগণ।

৪. প্রধান উপদেষ্টা **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আমীর, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও উপদেষ্টা হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, সভাপতি, 'বাংলাদেশ আহালেহাদীছ যুবসংঘ'।

৫. ১১ই ফেব্রুয়ারী '৯৯। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে। কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য (১) মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক।
" " " (২) মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তরঃ

১. কুমীর। সামুদ্রিক লবণ ধুয়ে ফেলার জন্য।

২. ঘোড়া।

৩. প্রজাপতি।

৪. মাকড়শা।

৫. বাদুর।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কার সহযোগিতায় যুবকদের নিয়ে সংগঠন করেছিলেন? সংগঠনটির নাম কি?
২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার বাইরে প্রথম কোন দেশে সফরে যান?
৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুধ ভাই ও বোন এর নাম কি? তিনি তাদের সঙ্গে কি করতেন?
৪. আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ) পিতার কবর যিয়ারতের পর মাতা মারা গেলে কার সঙ্গে দাদার কাছে ফিরে আসেন?
৫. নবী করীম (ছাঃ) সফরে গেলে কোন নগরীর কোন সন্ন্যাসী মুহাম্মাদ ভবিষ্যৎ নবী হবেন বলে মন্তব্য করেছিলেন?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী)

১. এমন একটি জিনিস, যা মাথায় আছে, হাতে আছে এবং হৃদয়ে আছে কিন্তু শরীরে নেই। ঐ জিনিসটির নাম কি?
২. ঢাকায় দু'বার দেখা, খুলনায় এক, যশোরে নেই; রাজশাহীতে দু'বার দেখা, পাবনায় এক, সিলেটে নেই। জিনিসটির নাম কি?
৩. নিম্নের অক্ষর ৪টির পরে ইংরেজী ৩টি একই অক্ষর বসিয়ে ৪টি অর্থবোধক শব্দ তৈরী কর। (ক) Y (খ) D (গ) N (ঘ) H ।
৪. E এবং Q এর মধ্যবর্তী অক্ষরটি নির্ণয় কর।
৫. পাঁচ অক্ষরের এমন একটি জিনিস প্রত্যেকের ঘরে রয়, প্রথম অক্ষর বাদ দিলে মাথায় চলে যায়।
দ্বিতীয় অক্ষর বাদ দিলে পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়, জিনিসটির নাম কি?

সোনামণি সংবাদ

বিশেষ প্রশিক্ষণ

(ক) গত ১৯শে জুন '৯৯ বাদ যোহর ও বাদ আছর যথাক্রমে মোহনপুর থানার বেড়াবাড়ী বহাল ডাইং মাদরাসা এবং ডাইংপাড়া মাদরাসায় ১০০ এর অধিক সোনামণিদের নিয়ে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান সোনামণিদের চরিত্রগঠন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাওয়ার নিয়ম পদ্ধতি, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষা এবং সোনামণি সংগঠনের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা রাখেন রাজশাহী যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবদুল মুহাইমিন এবং 'সোনামণি' মোহনপুর থানা পরিচালনা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র শাখার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা দবিরুদ্দীন।

(খ) গত ৪ঠা জুন '৯৯ শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর মুন্সিডাঙ্গা (রাণীবাজার) এলাকায় প্রায় ৫০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান সোনামণি সংগঠনের নামকরণ, মূলমন্ত্র এবং সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার উপর হাতে কলমে সোনামণিদের প্রশিক্ষণ দেন। উক্ত প্রশিক্ষণের সভাপতি এবং অত্র মসজিদের খত্বীব মাওলানা আব্দুছ ছামাদ সমাপণি ভাষণে সোনামণিদের জন্য সাধারণ জ্ঞান, মেধা পরীক্ষাসহ অন্যান্য সকল আলোচিত বিষয়ে পুস্তকারে বের করার ও ক্যাসেটিং করার জোর দাবী জানান।

হিংসা

-মুহাম্মাদ নাছীরুল ইসলাম
৭ম শ্রেণী, রসূলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
সাতক্ষীরা।

মানুষকে ঘৃণা করে কর নাকো নিচু
পিছনে তাকিয়ে দেখ, সে তোমার পিছু।
ছোট ভেবে আজ যাকে করছো অসম্মান
কালতো সে হ'তে পারে তোমারই সমান।
তুমি আর তাতে বল কি তফাৎ আছে?
মানুষে মানুষে তাই ঘৃণা নাহি সাজে।
হিংসাই পতনের মূল, জানিও নিশ্চয়
হিংসা করিয়া কেউ, সুখি নাহি হয়।
শত্রুতা, হানাহানি, বিদ্বেষ ভুলি
সকলেই এসো ভাই এক সাথে চলি।

সোনামণির ডাক

-আবদুল্লাহ আল-মামুন
যশোর।

আয় সোনারা আয় মণিরা
'সোনামণি' করতে যাই।
সোনামণি করে অনেক কিছু
শিখতে মোরা চাই।
নতুন দিনের উজ্জল রবি
আমরা সেতো ভাই,
দ্বীন ইসলামের জাগরণী মন্ত্রে
দীক্ষা নেব আয়।
ফুলের মত পবিত্র জীবন
গড়তে মোরা চাই,
স্বর্গ রচিব মোরা এই
মাটির দুনিয়ায়।

যেলা গঠনঃ

১৭। নাটোরঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ বাবর আলী,
(সভাপতি, 'আন্দোলন')।
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন (সভাপতি, যুবসংঘ)।

পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।
সহকারী পরিচালক ঃ (১) মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন।
(২) মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম।

১৮। রংপুরঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আবদুল বাকী, (সভাপতি, 'আন্দোলন')।
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম (সভাপতি, 'যুবসংঘ')।
পরিচালকঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মতীন সালাফী।
সহকারী পরিচালকঃ (১) মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমান।
(২) মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আউয়াল।

১৯। কুমিল্লাঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, (সভাপতি, 'আন্দোলন')।
উপদেষ্টাঃ আহমাদ শরীফ (সভাপতি, 'যুবসংঘ')।
পরিচালক ঃ আবদুল মোমেন।
সহকারী পরিচালকঃ (১) আবদুর রহমান।
(২) মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আউয়াল।

২০। গাইবান্ধা পশ্চিমঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন সুন্নী, (সভাপতি, 'আন্দোলন')।
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম (সভাপতি, 'যুবসংঘ')।
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ হানীফ।
সহকারী পরিচালক ঃ (১) ডাঃ শামসুয্যুহা।
(২) মুহাম্মাদ আবদুল রায্যাক।

২১। বগুড়াঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুস্তাফিযুর রহমান, (সভাপতি, 'আন্দোলন')।
উপদেষ্টাঃ এনামুল হক (সভাপতি, 'যুবসংঘ')।
পরিচালক ঃ রফীকুল ইসলাম।
সহকারী পরিচালক ঃ (১) আসাদুয্যামান।
(২) আহসানুল হক।

সাপ্তাহিক বৈঠকের সিলেবাস

প্রিয় সোনামণিরা!

সালামান্তে তোমাদের সকলকে 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে জানাই অকৃত্রিম শুভেচ্ছা ও ভালবাসা। আশা রাখি তোমরা সকলে আল্লাহ্র রহমতে সুস্থ থেকে নিয়মিত লেখাপড়া ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছ। তোমাদের জন্য প্রণীত নিম্নোক্ত সিলেবাসটি যথাযথ অনুসরণ করে নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক চালিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ তোমাদের সহ এদেশের সকল শিশু-কিশোরদেরকে 'সোনামণি' সংগঠনের সদস্য হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

ইতি,

তোমাদের ভাইয়া
মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

প্রতিমাসের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সপ্তাহের জন্য নির্ধারিত সিলেবাস

১. প্রথম সাপ্তাহিক বৈঠকঃ

(ক) ছহীহ তেলাওয়াত শিক্ষাঃ সূরা ফাতিহা, ইখলাছ এবং আছর।

(খ) আরবী ইবারত ও অর্থসহ মুখস্থ হাদীছ পাঠঃ ৩টি। (হাদীছ ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রতিযোগিতার জন্য প্রদত্ত সিলেবাসের হাদীছের ক্রমিক নং ১-৩ পর্যন্ত)।

(গ) ইসলামী জাগরণী, গান এবং কবিতা পাঠ ('আল-হেরা' প্রকাশিত জাগরণী বই অথবা তাহরীক থেকে)।

(ঘ) নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দো'আ শিক্ষাঃ ১টি।

২. দ্বিতীয় সাপ্তাহিক বৈঠকঃ

(ক) সূরা ফাতিহা, ইখলাছ এবং আছর অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ পাঠ।

(খ) 'সোনামণি' সংগঠনের নামকরণ, মূলমন্ত্র, উদ্দেশ্য ও গুণাবলী।

(গ) ওযূ ও ছালাতের দো'আ ও মাসআলা-মাসায়েলের বাস্তব প্রশিক্ষণ।

(ঘ) **তাহরীকে** প্রকাশিত সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষা। (প্রতিটি বৈঠকে ৫টি করে)।

৩. তৃতীয় সাপ্তাহিক বৈঠকঃ

(ক) ছহীহ তেলাওয়াত শিক্ষাঃ সূরা নছর, কাওছার এবং ফীল।

(খ) উপস্থিত বক্তৃতাঃ (১) রাসূল (ছাঃ)-এর বাল্য জীবন। (২) আরবী ভাষা, (৩) 'সোনামণি' সংগঠন।

(গ) মাতা-পিতা, শিক্ষক ও গুরুজনদের প্রতি সোনামণিদের আচরণ।

(ঘ) নিত্য প্রয়োজনীয় দো'আ শিক্ষাঃ ১টি।

৪. চতুর্থ সাপ্তাহিক বৈঠকঃ

(ক) শুদ্ধ করে কুরআন শিক্ষার নিয়ম-পদ্ধতি।

(খ) রচনা লিখনঃ (১) তাওহীদ ও শিরক (২) রাসূল (ছাঃ)-এর বাল্য জীবন, (৩) 'সোনামণি' সংগঠন।

(নির্ধারিত বিষয়ে ২৫টি বাক্যের মধ্যে স্বহস্তে রচনা লিখতে হবে)।

(গ) সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষা। (প্রতিটি বৈঠকে ৫টি করে)।

(ঘ) আযান, ইক্বামত ও জাগরণী শিক্ষা।

সাপ্তাহিক বৈঠকের নীতিমালা

১. বৈঠকের শুরুতে সালাম দিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পেশ করবে। যেমনঃ 'ইন্নাল হামদা লিল্লাহ্ নাহ্মাদুহূ ওয়া নুছাল্লী আ'লা রাসূলিহিল কারীম' বলা যেতে পারে।

২. সাপ্তাহিক বৈঠকে প্রত্যেক সোনামণি সদস্য/সদস্যাকে খাতা ও কলম সঙ্গে রাখবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নোট করবে। এজন্য একটি পৃথক নোট বুক রাখবে।

৩. সোনামণি শাখা পরিচালক/পরিচালিকা বৈঠক পরিচালনার নিয়ম-কানুন হাতে কলমে শিক্ষা দিবেন।

৪. সাপ্তাহিক বৈঠকে নির্দিষ্ট একজনের একটি বিষয়ের উপর দায়িত্ব থাকলেও সকল সোনামণিকে তা মুখস্থ করতে হবে।

৫. সোনামণিদের সাপ্তাহিক বৈঠকে উপদেষ্টাদ্বয়ের যে কোন এক জনের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

৬. সোনামণিদের প্রতিটি সাপ্তাহিক বৈঠক অনধিক ৪৫ মিনিট হবে।

৭. প্রতিটি বৈঠকে ৩/৪ টির অধিক বিষয় আলোচ্য সূচীতে থাকবে না এবং ১০/১৫ মিনিটের অধিক কোন বিষয় আলোচিত হবে না।

৮. উপদেষ্টাদ্বয়ের যে কোন একজন আলোচিত বিষয়ের উপর শেষ উপদেশ ও শিক্ষনীয় বিষয় সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিবেন।

৯. প্রতিটি বৈঠকের আলোচ্য সূচী একটি খাতায় লেখা থাকবে এবং বৈঠক শেষে পরবর্তী বৈঠকের বিষয় নির্ধারণ এবং দায়িত্ব বন্টন করে দিবে।

১০. প্রত্যেক সোনামণি সদস্য/সদস্যাকে নিয়মিত বৈঠকে উপস্থিত থাকতে হবে।

১১. তিন মাস পরপর প্রতিটি শাখা স্ব উদ্যোগে সাপ্তাহিক বৈঠকে আলোচিত বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবে।

১২. বৈঠকে ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চেয়ে সমাপ্তিলগ্নে সকলে বৈঠক শেষের দো'আ পাঠ করবে। (আরবী ক্বায়েদা দ্রষ্টব্য)।

১৩. প্রতিটি সাপ্তাহিক বৈঠকে মাসিক **আত-তাহরীক** পত্রিকার বিভিন্ন বিষয় থেকে পসন্দমত নিয়মিত আলোচনা থাকবে।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র দেয়া তথ্যানুযায়ী বিশ্বে বাংলাদেশই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। হিসাব অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ গুলোতে বিগত ১০ বছরে যতগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে তার শতকরা ৯০ ভাগের শিকার হয়েছে বাংলাদেশ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র তথ্যে বলা হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়ে থাকে তার প্রায় ১০ ভাগের এক ভাগ হয় মৌসুমী বন্যা ও বন্যার কারণে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জাতিসংঘের অপর একটি সংস্থা 'জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল' বা ইউ,এন,ডিপি-র এক সমীক্ষার উদ্ধৃতি দিয়ে বলে, প্রতি বছরই বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষ বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং দেশের এক পঞ্চমাংশ বন্যার পানিতে ডুবে যায়। ঐ হিসাব অনুযায়ী গত বছরের ভয়াবহ বন্যায় প্রাণহানি ঘটে প্রায় ১২ শ' এবং সম্পদের ক্ষতি হয়েছে প্রায় দু'শ' কোটি ডলারের। গত চার দশকে বাংলাদেশে যতগুলো বন্যা হয়েছে তাতে কৃষি ও অবকাঠামোর যে ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ প্রায় সাড়ে ১৪শ' কোটি ডলার।

এস. এস. সি ও দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশঃ পাশের হার যথাক্রমে ৫৪.৫২ ও ৭১.৯৪

এস.এস.সিঃ দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৯ সালের এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল গত ১৭ই জুন বৃহস্পতিবার একযোগে প্রকাশিত হয়। পরীক্ষার পাশের হার গড়ে ৫৪ দশমিক ৫২ ভাগ। যশোর বোর্ডে সর্বাধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করেছে। পাঁচটি বোর্ডের পাশের হার যথাক্রমে যশোর ৬০ দশমিক ৩১, চট্টগ্রাম ৫৯ দশমিক ৮৬, কুমিল্লা ৫৬ দশমিক ৩৮, ঢাকা ৫৩ এবং রাজশাহীতে ৪৯ দশমিক ৪৩ ভাগ।

এ বছর সারাদেশে সর্বমোট ৮ লাখ ৬০ হাযার ১৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪ লাখ ৬৮ হাযার ৯ শত ৫ জন ছাত্র-ছাত্রী।

উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১ লাখ ৯৬ হাযার ২শত ৬৩ জন প্রথম বিভাগে, ২ লাখ ২৪ হাযার ৮শত ১৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে, ৫ হাযার ৯শত ১৩ জন তৃতীয় বিভাগে এবং ২৬ হাযার ২শত ৬২ জন বিশেষ বিভাগে পাস করে। পাঁচটি বোর্ডের মধ্যে সর্বাধিক নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান

অধিকার করে ঢাকা বোর্ডের মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের এ.এফ.এম. নূর-উয-যামান। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৫৮ (বা, ই, গ, সাবি, আবই, প, র, জীব, উগ)।

দাখিলঃ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৯ সালের দাখিল পরীক্ষার ফলাফল গত ২৬ জুন প্রকাশিত হয়। পাসের হার শতকরা ৭১ দশমিক ৯৪ ভাগ। সাধারণ, বিজ্ঞান, মুজাব্বিদ ও হিফযুল কুরআন গ্রুপের মোট ১ লাখ ৩৩ হাযার ৬শ' ২২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৭ হাযার ৮শ' ১৪ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২৬ হাযার ৭শ' ৩৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৬৩ হাযার ৭শ' ১৪ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৭ হাযার ৩শ' ৬৫ জন উত্তীর্ণ হয়। কুমিল্লার ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন লস্কর সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হবার গৌরব অর্জন করে। তিনি ৮টি বিষয়ে লেটার নম্বর (কু, হা, আ, ফি, ইং, সাগ, সাবি, উগ) সহ মোট ৯০১ নম্বর পান। একই মাদরাসার মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান ৬টি বিষয়ে লেটার নম্বর (কু, হা, আ, সাগ, সাবি, উগ) সহ মোট ৮৮১ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভের কৃতিত্ব অর্জন করে।

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ৩৬,১৭৮ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট

অর্থমন্ত্রী শাহ এ, এম, এস, কিবরিয়া গত ১০ই জুন জাতীয় সংসদে আগামী ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট পেশ করেন। বাজেট ৩৬ হাযার ১শ' ৭৮ কোটি টাকার ব্যয় নির্ভর। আয় ধরা হয় ২৪ হাযার ১শ' ৫১ কোটি টাকা। বাকী ১২ হাযার ২৭ কোটি টাকা ঘাটতি হিসাবে দেখানো হয়।

বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ৫ হাযার ১শ' ৪৯ কোটি ২৮ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পর্যায়ক্রমিক উল্লেখযোগ্য অন্য খাত গুলো হ'ল, প্রতিরক্ষায় ২ হাযার ৯শ' ৯৬ কোটি ৭২ লাখ, যোগাযোগে ২ হাযার ৯শ' ১০ কোটি, স্বাস্থ্য খাতে ২ হাযার ৫শ' ১৯ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। ব্যয় বরাদ্দে পঞ্চম স্থানে রয়েছে বিদ্যুৎ খাত। এ খাতের জন্য বাজেট প্রাক্কলন হচ্ছে ১ হাযার ৭শ' ৭০ কোটি টাকা। তবে আগামী অর্থ বছরে বিদ্যুৎ খাতে ২ হাযার ৭শ' কোটি টাকার বেসরকারী বিনিয়োগ হবে বলে অর্থমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাজেটে রাজস্ব আয় ধরা হয় ২৪ হাযার ১শ' ৫১ কোটি টাকা। রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে ১৭ হাযার ৮শত কোটি টাকা। উদ্বৃত্ত দেখানো হয় ৬ হাযার ৩শ' ৫১ কোটি টাকা।

এবারের বাজেট গণমুখী না গণবিরোধী এ বিষয়ে ১০ জুন হ'তে ৩০ জুন পর্যন্ত সরকার ও বিরোধী দলের দীর্ঘ ৪০ ঘণ্টা বিতর্কের পর বেশ কিছু পণ্য ও সেবার উপর থেকে প্রস্তাবিত কর, শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে '৯৯-২০০০ অর্থ বছরের বাজেট পাশ হয়। ইতিমধ্যে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য ঊর্ধমুখী হয়েছে। সারাদেশে মাছের মারাত্মক আকাল। তরি-তরকারির মূল্য দফায় দফায় বৃদ্ধি। পিয়াজ-আদাসহ মসলার বাজারে আগুন লেগে জনসাধারণের জীবনযাত্রায় নাভিশ্বাস উঠেছে।

ঢাকা-কলিকাতা বাস চালু

ঢাকা-কলকাতার মধ্যে সরাসরি যাত্রীবাহী বাস চলাচল ১৯ জুন '৯৯ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। 'সৌহার্দ্য' নামে দু'টি বাসে করে কলকাতা থেকে অতিথিদের ঢাকা আগমনের মধ্য দিয়ে এই বাস সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সফররত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ১৯ জুন কলকাতা থেকে ছেড়ে আসা 'সৌহার্দ্য' নামক দু'টি বাসের যাত্রীদের রাজধানী ঢাকার ওছমানী উদ্যানে অনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান।

উদ্বোধনী দিনেই বিমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রীসহ পদস্থ কর্মকর্তারা ঢাকায় পৌঁছেন। উল্লেখ্য, ভারতের কেন্দ্রীয় রেলওয়ে ও স্থল পরিবহণ মন্ত্রী নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে 'সৌহার্দ্য' নামক বাস দু'টি সকাল ৮ টা ১৫ মিনিটে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এখনো বাস চলাচল শুরু হয়নি। চলতি মাসে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিআরটিসি বাস চালুর সম্ভাবনা রয়েছে বলে সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঢাকার কমলাপুর থেকে কলকাতার সল্ট লেকস্থ করুণাময়ী ডিপো পর্যন্ত বাস চলবে। দু'দেশ থেকে প্রতিদিন দু'টি করে বাস (রবিবার ছাড়া) সপ্তাহে ৬দিন চলাচল করবে। দু'দেশের বাসই সুপরিসর ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে। ভাড়া জন প্রতি ২২ ডলার। বাসে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা থাকবে। প্রত্যেক যাত্রীর পৃথক পাসপোর্ট ও ভিসা লাগবে।

৩০০ মাদরাসার স্বী কৃতি প্রত্যাহার ও এমপিও ভুক্তি বন্ধ

সরকার দেশের কমপক্ষে ৩শ' মাদরাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিও ভুক্তি বন্ধ করে দিয়েছে। আরও অগণিত মাদরাসা পর্যায়ক্রমে বন্ধের প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে রংপুর যেলার মোট ২১৮টির মধ্যে ২০০টি, সাতক্ষীরায় ৩৬টি, হবিগঞ্জে ২৫টি এবং মৌলভীবাজার যেলায় ৯টি মাদরাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিও ভুক্তি বন্ধের খবর জানা গেছে। ঐ সকল মাদরাসার মধ্যে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদরাসাও রয়েছে।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মুহাম্মদ বদীউযযামান স্বাক্ষরিত বিভিন্ন মাদরাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিও ভুক্তি বন্ধের চিঠি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কাছে প্রদান করা হয়। পত্রে মাদরাসা বন্ধের কারণ হিসাবে শিক্ষা

মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন টীমের প্রতিবেদনের আলোকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, চালু করন ও স্বীকৃতি প্রদানের নীতিমালায় ন্যূনতম শর্ত পূরণে ব্যর্থতার কথা উল্লেখিত হয়েছে। মাদরাসার স্বীকৃতির মেয়াদ শেষ, প্রতি শ্রেণীতে প্রয়োজনীয় ১শ' জন ছাত্র নেই, সাধারণ তহবিলে নির্ধারিত অংকের টাকা জমা নেই, মাদরাসার গুণগত ও সংখ্যাগত ফলাফল সন্তোষ জনক নয়, লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই নেই বলে ঢালাওভাবে ঐ পত্রে অভিযোগ করা হয়। এসব অভিযোগ সকল মাদরাসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়া সত্ত্বেও স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিও ভুক্তি বন্ধের মাধ্যমে সরকার মাদরাসা বন্ধের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, তিন বছর মেয়াদে অনুমোদন দেয়া এসব মাদরাসা সমূহের কর্তৃপক্ষ মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বোর্ডের কাছে আবেদন জানিয়েছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট থানার পরিদর্শক মাদরাসা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেন। ইতমধ্যে যেসব মাদরাসা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে অনেক মাদরাসারই মেয়াদ বর্তমানে নবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উত্তরাঞ্চল সহ দেশের বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ

ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলের পানিতে দেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আষাঢ়ের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরু থেকেই অব্যাহত বর্ষনের পাশাপাশি ভারত থেকে ধেয়ে আসা পানির ঢলে উত্তরাঞ্চলের যমুনা, তিস্তা, ধরলা, বাঙালী, করতোয়া প্রভৃতি নদ-নদীতে অস্বাভাবিকভাবে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যেই বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে যমুনার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'তে শুরু করেছে। এদিকে গত ২৬ জুন রাতে বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে দেবডাঙ্গা নামক স্থানে আকস্মিক ভাবে বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে ঐ রাতেই ২২টি গ্রাম চোখের পলকে যমুনা গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

ভারতের পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি যেলায় ভয়াবহ বন্যার কারণে তিস্তা নদীর উপর নির্মিত তাদের গোজলডোবা ব্যারেজের সবগুলো গেইট খুলে দেয়ায় বন্যার পানি ধেয়ে আসছে বাংলাদেশে। এতে তিস্তা নদীর পানি অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে নীলফামারীর ডালিয়া ও তিস্তা ব্যারেজের নিকট বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে দেশের সর্ববৃহৎ সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারেজ হুমকির সম্মুখীন।

অপরদিকে রংপুরের দু'টি থানা বন্যাকবলিত হয়েছে। লোকজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নিয়েছে। সেই সাথে গঙ্গাচড়া থানার বিজয় বাঁধ এবং কাউনিয়া থানা হারাগাছ শহর রক্ষা বাঁধের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গত ২৮ জুন সোমবার রাতে হারাগাছ শহর রক্ষা বাঁধের শেষ প্রান্ত দিয়ে আকস্মিকভাবে পানি ঢুকে পড়ায় হারাগাছ পৌরসভার ৮নং, ২নং ও ৩নং ওয়ার্ড এখন কোমর পানির নীচে।

ভারতের পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের বন্যা এখন কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট যেলায় বিভিন্ন অংশে প্রভাব ফেলছে। প্রবল বর্ষণে নোয়াখালী যেলার নিম্নাঞ্চলগুলো পানিতে ডুবে গেছে। কয়েক হাযার একরের আমন বীজতলা বিনষ্ট হয়েছে। শত শত পুকুর ও মৎস্য প্রকল্পের মাছ ভেসে গেছে। বৃষ্টির ফলে শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতায় সৃষ্টি হয়েছে।

কুমিল্লার বুড়িচং, দেবীদ্বার, মুরাদনগর প্রভৃতি থানা এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর নিম্নাঞ্চল বন্যাকবলিত হয়েছে। গড়াইয়ের পানি বৃদ্ধির ফলে কুষ্টিয়া ও পাবনা যেলায় বন্যার আশংকা দেখা দিয়েছে। ফারাক্কার গেইট খুলে দেওয়ায় রাজশাহীতে পদ্মার পানি আকস্মিকভাবে বেড়ে গিয়ে শহর রক্ষা বাঁধ বর্তমানে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন।

এক সপ্তাহের মধ্যে মাদক ব্যবসা বন্ধ না করলে লাইসেন্স বাতিল

-এ,বি,এম, মহিউদ্দীন চৌধুরী

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ,বি,এম, মহিউদ্দীন চৌধুরী বন্দরনগরীকে সন্ত্রাসমুক্ত, শান্তি সমৃদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন শহরে পরিণত করতে চট্টগ্রামের লাইসেন্সধারী মাদক ব্যবসায়ীদের স্বেচ্ছায় এই ব্যবসা থেকে সরে আসার আহবান জানিয়েছেন। তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে নগরীতে লাইসেন্সধারী সকল মদের দোকানকে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার অনুরোধ করেন। অন্যথায় তাদের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করে দেয়ার ঘোষণা দেন। গত ২৬ জুন শনিবার সকালে সন্ত্রাস দমন অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মেয়র এ আহবান জানান।

এক তথ্যে তিনি বলেন, মাদক শুল্ক থেকে সরকারের বার্ষিক আয় পঁচিশ কোটি টাকা। অথচ এর সিংহ ভাগই মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের পিছনে ব্যয় হয়ে যায়। তিনি বাংলাদেশকে মাদক মুক্ত করার কাজ চট্টগ্রাম থেকে শুরুর নযীর স্থাপনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

উড়ন্ত পিঁপড়ার কবলে মানিকগঞ্জবাসী

উড়ন্ত পিঁপড়ার ভয়াবহ আক্রমণে মানিকগঞ্জ শহরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে পড়েছে। পত্রিকায় প্রকাশ, কালো রঙের এই পিঁপড়ার কামড়ে শরীরে এমন জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয়, যাতে পরিধেয় কাপড়-চোপড়ও শরীরে রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে। কামড়ের পর পরই ক্ষত স্থানটি লাল হয়ে উঠে। উড়ন্ত পিঁপড়ার কামড়ে দুপুরের মধ্যেই মানুষ শহর ছেড়ে ঘরমুখো হচ্ছে। উড়ন্ত পিঁপড়ার ঝাঁকে পড়ে অনেকেই দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং পাগলের মত দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করে।

[বিগত নবীদের যুগের এলাহী গযবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। -সম্পাদক]

নিঃশেষের পথে দেশের মওজুদ গ্যাস

অপরিকল্পিতভাবে অতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে দেশের সম্ভাবনাময় গ্যাস ফিল্ডগুলো একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৪টি গ্যাস ফিল্ড বন্ধ হয়ে গেছে। দেশের অন্যতম বৃহৎ বাখরাবাদ ফিল্ডের একাধিক কূপেরও মৃত্যু ঘটেছে। দেশের প্রায় সবগুলো গ্যাস ফিল্ডেই ইদানীং গ্যাসের সাথে অল্প অল্প পরিমাণে পানি উঠতে শুরু করেছে- যা গ্যাস ক্ষেত্রগুলো বন্ধ হওয়ার পূর্বলক্ষণ। সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত ভাবে অতিরিক্ত উত্তোলনের কারণেই যৌবনে বার্ধক্য নেমে এসেছে এসব গ্যাস ক্ষেত্রের।

বর্তমানে বাংলাদেশের আবিষ্কৃত ও উত্তোলনযোগ্য মাত্র ১০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের যে মওজুদ রয়েছে, তাতে আগামীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্যাসের নতুন আর কোন বৃহৎ ক্ষেত্র আবিষ্কার না হ'লে ২০১০ সালের মধ্যেই চলতি মওজুদ ফুরিয়ে যাবে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, তেল-গ্যাস ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার ভুল নীতির কারণে আর মাত্র ১ যুগ পরেই অবধারিতভাবে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হ'তে যাচ্ছে। বিদেশী কোম্পানীগুলো লীজ প্রাপ্ত সকল ব্লক বা ফিল্ডের গ্যাস বিনা বিচারে তড়িঘড়ি করে যত বেশী সম্ভব উত্তোলন ও বিদেশে বিক্রি করে দ্রুত বিদায় নেবে। কোন নিয়মনীতি মানার তোয়াক্কা তারা করবে না। যার স্বাক্ষর ইতিমধ্যেই 'অক্সিডেন্টাল' দিয়েছে এবং 'কেয়ার্ন এনার্জি'ও দিতে চলেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে যেখানে সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্রের বর্তমান উত্তোলন ক্ষমতা প্রতিদিন ৬০ থেকে ৭০ মিলিয়ন ঘনফুট। সেখানে 'কেয়ার্ন এনার্জি' প্রতিদিন তুলছে ১২০ বিলিয়ন ঘনফুটেরও অধিক গ্যাস।

লীজ প্রাপ্ত বিদেশী কোম্পানীগুলোর অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন আগামী দিনে বাংলাদেশকে দ্রুত গ্যাসশূন্য করে তোলার ভয়াবহ ইংগিত দিচ্ছে। অথচ এই মারাত্মক আশংকাজনক পরিস্থিতির মুখেও ভারত-মার্কিন-ব্রিটিশ লবীর প্ররোচনায় অদূরদর্শী বাংলাদেশ সরকার রহস্যজনক কারণে হঠাৎ করেই যে ভাবে গ্যাস রফতানীর পথে অগ্রসর হচ্ছে তাতে ৮/১০ বছরের মাথায় বাংলাদেশকেই আবার চড়া দামে গ্যাস আমদানী করতে হবে বলে পেট্রোবাংলার বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। নতুবা দেশের সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও সার কারখানাসহ অন্যান্য মিলকারখানাগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। গ্যাস নির্ভর সকল শিল্পই দাঁড়াবে প্রচণ্ড হুমকির মুখে।

স্কুলে শিক্ষককে 'দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা'র পরিবর্তে 'সালাম প্রদান' প্রথা চালু

সম্প্রতি চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার নিয়ামপুর গ্রামে অবস্থিত 'কামার জগদইল মেহের আলী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়'-এর ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ প্রধান শিক্ষক ক্লাস রুমে প্রবেশ করলে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনার পরিবর্তে সালাম প্রদান করে। প্রধান শিক্ষক অভ্যর্থনার এই নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে ছাত্র-ছাত্রীরা বলে, উক্ত স্কুলের সহকারী শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ বযলুর রহমান ছাহেব তাদেরকে এই সালাম দান পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। ছাত্ররা আরো বলে, তিনি বলেছেন, 'আমি যখন শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করব এবং পাঠদান শেষে কক্ষ ত্যাগ করব তখন আমিই তোমাদের সালাম দেব। তোমরা শুধু সালামের জওয়াব দেবে'। উক্ত বিবরণ শুনার পর প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষক বযলুর রহমানকে নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কাজলা, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত মাসিক **আত-তাহরীক**, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, নভেম্বর '৯৮ -এর প্রশ্নোত্তর পর্বের ১৩/৩৩ নং উত্তর দেখিয়ে দেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমরা মুসলমান সুতরাং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করা আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। এ কথা শুনে প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও উক্ত নিয়ম চালুর জন্য তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

[আত-তাহরীক সম্পাদনা বিভাগের পক্ষ হ'তে আমরা সম্মানিত শিক্ষক জনাব বযলুর রহমান এবং মাননীয় প্রধান শিক্ষক ও স্নেহের ছাত্র/ছাত্রী বৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি এবং দেশের আদালত সমূহের বিচারক ও আইনজীবীদের প্রতি উক্ত দৃষ্টান্ত অনুসরণের বিনীত আহবান জানাচ্ছি। -সম্পাদক]

নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্রদের কৃতিত্ব

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্ররা ১৯৯৯ সনে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছে। মোট ১১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০ জন প্রথম বিভাগ ও ১ জন ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের মধ্যে নূরুল ইসলাম ৫টি বিষয়ে লেটার সহ ৮২২ নম্বর পেয়ে **মানবিক বিভাগে ৯ম** স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে। অন্যান্য ছাত্ররা হচ্ছেঃ আব্দুল্লাহ বিন মোস্তফা (পুঠিয়া, রাজশাহী), আব্দুল মতীন (মুশরিভুজা, চাপাই নবাবগঞ্জ), মাহবুব (ঋষিকুল গোদাগাড়ী), আফযাল (নওহাটা, রাজশাহী), সাঈদ (মোহনপুর রাজশাহী), আব্দুল আযীয (পবা রাজশাহী), জিয়াউর রহমান (পবা রাজশাহী), মিরাজুদ্দীন (পবা রাজশাহী), যিয়াউর রহমান (পানিহার, গোদাগাড়ী) ও মোস্তাকীম (বায়া, রাজশাহী)।

উল্লেখ্য যে, উক্ত মাদরাসায় নিজস্ব সিলেবাস পড়ানো হয়। তবে বিভিন্ন আলিয়া মাদরাসা থেকে ছাত্রদের বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ায় সুযোগ দেওয়া হয়। প্রকাশ থাকে যে, এইসব ছাত্রদের নিয়ে ইতিমধ্যেই আলিম (কুমিল্লা) ক্লাস শুরু হয়ে গেছে।

বিদেশ

২৫ বছর পর যুক্তরাষ্ট্র ও লিবিয়ার মধ্যে ১ম আনুষ্ঠানিক বৈঠক

প্রায় পঁচিশ বছর পর গত ১১ জুন যুক্তরাষ্ট্র ও লিবিয়ার মধ্যে প্রথমবারের মত আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপোলীর দূত একে যুক্তরাষ্ট্র ও লিবিয়ার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিন বলে অভিহিত করেন। লিবীয় রাষ্ট্রদূত আবু জেদ ওমর দোরদা আলোচনাকে ফলপ্রসূ বলে বর্ণনা করে বলেন, এখন হ'তে দু'টি দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮১ সালে লিবিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ওমর দোরদা মাকিন দূত পিটার বারলি এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত জেরেমি গ্রিনষ্টকের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান ত্রিপোলীর বিরুদ্ধে বিশ্ব সংস্থা'র অবরোধ প্রত্যাহারের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার জন্য এই বৈঠকের আয়োজন করেন। বৈঠকের পর মার্কিন দূত পিটার বারলি সাংবাদিকদের কাছে এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। দোরদা বলেন, এই বৈঠক অতীতের সবকিছু ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। ১৯৮৭ সালে লকারবি বোমা হামলায় জড়িত বলে সন্দেহভাজন দুই লিবীয়কে বিচারের জন্য নেদারল্যান্ডের কাছে হস্তান্তরের পর গত ৫ই এপ্রিল লিবিয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘ আরোপিত অবরোধ স্থগিত রাখা হয়।

ভারতের রেলষ্টেশন ও ট্রেনে সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ

ভারতের রেলষ্টেশন ও ট্রেনে সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং গত ৬ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হ'তে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে। রেল যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র এ কথা জানান। উল্লেখ্য, রেলমন্ত্রী নীতিশ কুমার চলতি বছরের গোড়ার দিকে রেল বাজেট পেশের সময়ই রেল ষ্টেশন ও ট্রেনে সিগারেট বিক্রি বন্ধ করার ঘোষণা দেন। রেলওয়ে বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক এস, কে, মালিক বলেছেন, সব আঞ্চলিক রেলওয়েকেও এ নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে হকাররা রেল ষ্টেশনে ও ট্রেনে চা, কফি, কোমল পানীয় এবং হালকা খাবার বিক্রি করতে পারবে বলে তিনি জানান।

[ধন্যবাদ ভারত সরকারকে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের সরকার ও জনগণ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে কি? -সম্পাদক]

ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করেনি

-প্রফেসর আযীযা আল-হিবরী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিচমন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব ল'-এর প্রফেসর ইসলামী আইন এবং দর্শনের বিশিষ্ট পণ্ডিত ডঃ আযীযা আল-হিবরী বলেন, ইসলাম কোন দিক দিয়েই নারী-পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করেনি। ইসলামে নারীর অধিকার এমন ভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, তাকে অনাধুনিক ও পশ্চাৎপদ বলার কোন উপায় নেই। তবে সমস্যা হচ্ছে যে, ইসলামকে না বুঝে এ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করা হচ্ছে।

প্রফেসর আযীযা আল-হিবরী গত ৯ই জুন ঢাকায় মার্কিন তথ্য কেন্দ্রে কয়েকজন সাংবাদিককে দেয়া এক যৌথ সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম সম্পর্কে যে মৌলবাদের ভীতি ছিল তা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। ইসলাম যে আধুনিক ও সহনশীল তা বুঝার পরে মৌলবাদ শব্দটি কম ব্যবহৃত হচ্ছে। ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে তিনি বলেন, ইসলামে নারীর সকল অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ইসলামী আইনে নারীর সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে তিনি বলেন, এই বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হ'লেও কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাতে নারীই বেশী লাভবান হচ্ছে। পিতার সম্পত্তির যে ভাগ সে পাচ্ছে তা যথার্থ ও সঠিক।

শতাব্দীর অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া একটি শহর আবিষ্কার

প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে চীনে শতাব্দীর প্রাচীনতম একটি শহরের নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন। শহরের সংরক্ষিত দলীল পত্র, পত্র-পত্রিকার হিসাব-নিকাশ, অগ্নি নির্বাপক মানচিত্র থেকে জানা যায়, 'বুয়াদানুপ' নদীর তীরে চীনাদের বসতি ছিল। কিন্তু খনন না করা পর্যন্ত ঐখানে শহরের কোন অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়নি। একটি রাস্তার বর্ধিত অংশ তৈরির জন্য মাটি খননের কাজে ব্যস্ত শ্রমিকগণ এর সন্ধান পেয়ে যায়। গত এপ্রিলে কাজ শুরু হলেও প্রকাশ্যে এ কথা জানানো হয়নি। শহরটিতে প্রাথমিক ভাবে ইটের গাঁথুনি দালান-কোটা, প্রশস্ত রাস্তা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাও পরিলক্ষিত হয়। এটি পশমী কাপড়ের কারিগরের শহর বলে পরিচিত ছিল বলে উল্লেখ করা হয়।

ভারতের শিশু ধূমপায়ী যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ১৫ গুণ বেশী

'দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অন টোবাকো এণ্ড হেলথ'-এর সাম্প্রতিক এক জরিপে জানা গেছে যে, তামাক সেবনকারী শিশুদের সংখ্যা আমেরিকার তুলনায় ভারতে ১৫ গুণ বেশী। ভারতে দেশব্যাপী পরিচালিত এই জরিপে আরও বলা হয়, ভারতের ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের তামাক সেবনের হার উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে। 'বিশ্ব তামাক বিহীন দিবস' উপলক্ষ্যে দেয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সোসাইটির প্রেসিডেন্ট প্রেম সোচতি বলেন, প্রতিদিন ভারতের ৬৫ হাযার শিশু ধূমপান করতে শুরু করে। অপরদিকে আমেরিকায় এই সংখ্যা তিন হাযার। তিনি

আরো বলেন, ভারত প্রতিবছর এক লাখ কোটি বিড়ি ও নয় হাযার কোটি সিগারেট উৎপাদন করে। তামাক উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান তৃতীয়। প্রতি বছর ভারত ৬০ লাখ হাযার পাঁচশ মেট্রিক টন তামাক উৎপাদন করে।

বিশ্বের প্রাচীনতম ২টি জাহায আবিষ্কৃত

ভূমধ্যসাগরের তলদেশে বিশ্বের প্রাচীনতম ২টি জাহায আবিষ্কৃত হয়েছে। মার্কিন সমুদ্র অভিযাত্রীরা প্রায় তিন কিলোমিটার পারস্পরিক দূরত্বে এবং তিনশ' মিটার অর্থাৎ এক হাযার ফুট গভীরে এ দু'টি জাহাযের সন্ধান পেয়েছেন। বর্তমান লেবাননের 'টায়ার' বন্দর থেকে এই জাহায দু'টি খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫০ সালে মদ নিয়ে মিসর যাচ্ছিল বলে ধারণা করা হয়। সমুদ্রগর্ভে টাইটানিক জাহাযের আবিষ্কারক রবার্ট ব্যালর্ড এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লরেন্স ষ্টেজার এই জাহায দু'টির সন্ধান পান।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি ও মার্কিন নৌ গবেষণা অফিসের উদ্যোগে ইসরাঈলের অদূরে ক্যামেরাবাহী রোবোটের সাহায্যে এগুলো সনাক্ত করা সম্ভব হয়। পানির শীতলতার কারণে জাহায দু'টি অক্ষত রয়েছে। সুন্দর সুন্দর বাসনকোসন, ধূপদানি ও সুরাপাত্র ছাড়াও শত শত সুরক্ষিত পাত্র জাহাযে ছিল। একটি জাহায ১৮ মিটার দীর্ঘ এবং অন্যটি ১৫ মিটার দীর্ঘ। ষ্টেজার বলেন, মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম শিপিং পথে এগুলো চলত বলে মনে করা হয়। ঝড়ের কবলে পড়ে জাহায দু'টি ডুবে যায়।

চীনে বধু বিক্রি!

চীনা পুলিশ ২৮ জন অপহৃত ভিয়েতনামী মহিলাকে উদ্ধার করেছে। তাদেরকে ফুজিয়ান প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলে 'বধু' হিসাবে কৃষকদের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। আধা সরকারী 'চায়না নিউজ সার্ভিস' এ খবর দিয়েছে। নিউজ সার্ভিস জানায়, দু'টি দেশের নিকটবর্তী শহর জাংঝুতে গত ৮ই জুন অভিযান চালিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃতদের বয়স ১৬ থেকে ২৭ বছর।

নিউজ সার্ভিস আরো জানায় এসব মহিলাকে ৭ হাযার ইউয়ান (৮শ ৪৫ ডলার) থেকে ১৮শ' ইউয়ান দামে বিক্রি করার দায়ে পুলিশ দু'জন ভিয়েতনামী ব্যবসায়ীকে আটক করেছে। চীনে নারী বেচাকেনা এক সময় সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালে কমিউনিষ্টরা ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। গত কয়েক বছর ধরে এই প্রথা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

এ কেমন কুসংস্কার?

কম্বোডিয়ার রাজা সিহানুক নাকি স্বপ্নে দেখেছেন 'শয়তান লম্বা চুলের কুমারী মেয়েদের বধ করছে'। এ গুজবে আতংকিত হয়ে মেয়েরা তাদের চুল কেটে ফেলছে। গুজবের প্রেক্ষিতে কম্বোডিয়ায় নাপিতের দোকান গুলোতে মেয়েদের প্রচণ্ড ভীড় সৃষ্টি হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে চুল কাটার হিড়িক পড়ে গেছে। নমপেনের বাসিন্দারা এ মর্মে আতংকিত হয়ে পড়েছে যে, শয়তানগুলো নরক থেকে বেরিয়ে পড়েছে এবং তারা নাকি ২০ হাযারের মত কুমারী মেয়েদের আত্মা ভক্ষণ করবে। এসব মেয়েদের বয়স হবে ২০ বছরের নীচে। রাজা সিহানুক নাকি এমনই স্বপ্নে দেখেছেন।

রাজধানীতে ইয়োং নাম্নী ১৯ বছর বয়স্কা জনৈকা পতিতা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলে যে, আমি কেন লম্বা চুল রেখেছি এই ভয়েই আমি মরে যাচ্ছি। যদিও তার ধারণা পতিতা হওয়ার কারণে শয়তান তাকে গ্রহণ করবে না। তা সত্ত্বেও সে প্রচন্ডভাবে ভীত। তার ধারণা মতে রাজধানীতেই শয়তান ওঁৎ পেতে রয়েছে। যে কোন সময় মেয়েদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এদিকে রাজপ্রাসাদের কর্মকর্তারা বলছেন যে, রাজা এ রকম কোন স্বপ্ন দেখেননি। রাজ কর্মচারীরা নারী সমাজের ভীতি দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এবং গুজবে ভীত হয়ে নিজেদের সুন্দর চুল কেটে না ফেলার জন্যও আহবান জানাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, কম্বোডিয়া কুসংস্কারে জর্জরিত একটি দেশ। পুলিশ জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের মতে, নিজস্ব ব্যবসাকে চাঙ্গা করার করার জন্য কোন অসৎ নাপিতের দোকান হ'তে এ গুজবের সূত্রপাত ঘটে থাকতে পারে। যা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ গুজবের উৎসস্থল খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। তারা জনগণকে গুজবে কান না দেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছে।

অনুবাদক আবশ্যক

*এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** কৃত ডক্টরেট থিসিস যা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে (পৃঃ সংখ্যা ৫৩৮), উক্ত মূল্যবান গ্রন্থটির আরবী, উর্দূ ও ইংরেজী ভাষায় একাধিক সংখ্যক অনুবাদক প্রয়োজন। পারিশ্রমিক আলোচনা সাপেক্ষ। আগ্রহী অনুবাদকগণ সরাসরি অথবা পত্র মারফত যোগাযোগ করুন। সম্ভব হ'লে 'প্রকাশকের নিবেদন' ২ পৃষ্ঠা নমুনা স্বরূপ অনুবাদ করে পাঠাতে পারেন। মাননীয় লেখক কর্তৃক মনোনীত হ'লে অনুবাদককে দায়িত্ব প্রদান করা হবে ইনশাআল্লাহ।*

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।

মুসলিম জাহান

মেঘবতী প্রেসিডেন্ট হ'তে পারবেন কি-না তা সংবিধান নয়, কুরআনই সিদ্ধান্ত দেবে

সংবিধান নয়- বরং পবিত্র কুরআনই কেবল সিদ্ধান্ত দিতে পারে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার পরবর্তী প্রেসিডেন্টের পদে একজন মহিলা আসীন হ'তে পারবেন কি-না। লিঙ্গের বিবেচনায় বিরোধী দলীয় নেত্রী মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী এ পদটির জন্য উপযুক্ত কি-না তা নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার কলামিষ্ট, রাজনীতিক এবং নারীবাদীদের মধ্যে বেশ বিতর্ক শুরু হয়েছে। গত ৭ জুনের নির্বাচনের শতকরা ৬০ ভাগ ভোট গণনায় দেখা গেছে যে, মেঘবতীর দল 'দি ইন্দোনেশিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু তার দলের নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাবার সম্ভাবনা নেই। আগামী নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ৫০০ জন সাংসদের বিশেষ এসেম্বলি ২০০ মিলিটারী প্রতিনিধি ও সরকারি নিযুক্ত ব্যক্তির ভোট প্রয়োজন হবে। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট বিজে হাবিবীকে হঠানোর জন্য মেঘবতীকে ছোট ছোট কিছু দলের সমর্থন আদায় করতে হবে।

এদিকে কিছু মুসলিম রাজনীতিবিদ একজন মহিলাকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে সমর্থন দেওয়ার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। নির্বাচনে তৃতীয় অবস্থান নিয়ে এগিয়ে থাকা রক্ষণশীল 'ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট পার্টি' ঘোষণা করেছে যে, দেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবে ইন্দোনেশিয়ার একজন উত্তম মুসলিম পুরুষ। উল্লেখ্য, পাকিস্তান, তুরস্ক এবং বাংলাদেশের মত মুসলিম দেশগুলিতে সরকার প্রধান হিসাবে মহিলা নির্বাচিত হ'লেও ১৯৪৫ সালে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হবার পর থেকে সে দেশে কখনও কোন মহিলা সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান হননি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারেই শুধু নয় ধর্মীয় ইস্যুটি বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। এখন পর্যন্ত নির্বাচনী ফলাফল গণনা থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে, ৫০০ সদস্যের সংসদে মেঘবতীর দল ১৫২ টি, ক্ষমতাসীন 'গোলকার' পার্টি ১১৪ টি এবং 'পি কেবি' ৪৬ টি আসন পেতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হিসাবে মহিলা ইস্যুতে মেঘবতী যদি ব্যর্থ হন, তাহ'লে 'গোলকার পার্টি' অন্যান্য মুসলিম দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করে সরকার গঠন করতে পারে।

পশু-পাখীর সাইরেন!

ন্যাটোর বিমান হামলার ঠিক আধ ঘন্টা আগে বেলগ্রেড চিড়িয়াখানায় পশু-পাখীরা এক সঙ্গে আর্তনাদ করতে শুরু করত একটানা আতঙ্কিত স্বরে। তাদের শোরগোলে আশপাশের কারো টিকে থাকাই দায় ছিল। তবে এই শোরগোলে এলাকাবাসী আগাম সঙ্কেত পেয়ে যেত যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান হামলা শুরু হবে। ময়ূর গুলো কেকা রবে, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, শিম্পাঞ্জিগুলো গড় গড় শব্দ করে এবং নেকড়েরা গর্জন করতে থাকত। বিমান আক্রমণ যখন শুরু হয়ে যেত, তখন চরমে উঠত তাদের শোরগোল। ন্যাটো বিমান অভিযানের আধ ঘন্টা আগেই পশু-পাখীদের এই অস্থিরতা ও আর্তনাদ বিজ্ঞানীদের সমীক্ষার বিষয়ে পরিণত হয় যে, কিভাবে পশু-পাখীরা টের পেয়ে যেত বিমান আক্রমণের আগাম মুহূর্ত?

ধূমপানের কারণে প্রতিদিন বিশ্বে ১০ হাযার লোক মারা যাচ্ছে

পাকিস্তান চেস্ট সোসাইটির (সিন্ধু) সহযোগিতায় জিন্নাহ পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিক্যাল সেন্টারের চেস্ট মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট (জেপিএমসি) গত ১লা জুন করাচীতে 'বিশ্ব তামাক বিহীন দিবস' পালন উপলক্ষ্যে এক সেমিনারের আয়োজন করে।

জেপিএমসির পরিচালক অধ্যাপক আবদুল মজীদ বালুচ এ দিবসের তাৎপর্যপূর্ণ দিক তুলে ধরে বলেন, জেপিএমসিকে ইতিমধ্যে 'ধূমপান মুক্ত এলাকা' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। পাকিস্তান চেস্ট সোসাইটির সভাপতি ডাঃ ঘাজালা আনসারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তামাকের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, তামাকের সমস্যা এখন মহামারীর আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিন বিশ্বে তামাকে সৃষ্ট রোগে প্রায় ১০ হাযার লোক মৃত্যু বরণ করছে।

চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রধান ও সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ নাদিম রিজভী তামাকের ক্ষতিকর প্রভাবে স্বাস্থ্যহানির কথা উল্লেখ করে বলেন, ২৫টি রোগের জন্য তামাক দায়ী। পিতার ধূমপানের কারণে সন্তানের সর্দি, কাশি, হাঁপানি ও ফুসফুস সংক্রমণ রোগের প্রবণতা দেখা যায়।

বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আব্দুছ ছামাদ ধূমপানের কারণে হৃদযন্ত্রের কার্যক্রমে বিরূপ প্রভাব পড়ার কথা তুলে ধরে বলেন, এতে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগসহ নানা রোগের ঝুঁকি রয়েছে। তিনি বলেন, অধূমপায়ীদের তুলনায় অল্প বয়ষ্ক ধূমপায়ীদের মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশী। ধূমপান ত্যাগের এক বছর পর হৃদরোগের ঝুঁকি অর্ধেক হ্রাস পায়।

ডাঃ নঈম জাফরী বলেন, যেখানে সেখানে সিগারেটের প্যাকেট ফেলা নিষিদ্ধ করতে হবে। কারণ এতে তরুণ ও শিশুরা ধূমপানে প্ররোচিত হয় এবং পরিশেষে তারা অভ্যাসে পরিণত করে। সোসাইটির পক্ষে ডাঃ ফয়জুল্লাহ শাফকাত শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে কয়েকটি সুপারিশমালা পাঠ করেন। এগুলো হচ্ছে-

(১) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের বিদ্যমান আইন

কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা।

(২) ইলেক্ট্রনিক সংবাদ মাধ্যমে তামাকের প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা।

(৩) যুবক ও মহিলাদের ধূমপানে নিরুৎসাহিত করার প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৪) শিশুদের কাছে সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ করা।

(৫) বিভিন্ন স্থানে কার্যকর স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রদর্শনী।

(৬) প্রকাশ্য জায়গায় ধূমপান নিষিদ্ধ করা।

(৭) তামাকের মূল্য ও কর বাড়ানো।

(৮) স্বাস্থ্য তথ্য ও শিক্ষার মাধ্যমে গণসচেতণতা সৃষ্টি করা।

(৯) বিমান ও পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করা।

(১০) স্কুল ও কলেজের ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষকদের ধূমপানের ক্ষতিকারিতা শিক্ষাদান।

ওসামা বিন লাদেনের জিহাদের আহবান

ওসামা বিন লাদেন তাঁর এক নম্বর শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদের আহবান জানিয়েছেন। লাখ লাখ অ-আরব টেলিভিশনে সম্প্রচারিত তাঁর এই আহবান শুনেন এবং দীর্ঘ দিন পর প্রথমবারের মত তাঁকে দেখতে পান।

কাতার ভিত্তিক আল-জাযিরা স্যাটেলাইট চ্যানেলে গত ১০ই জুন বৃহস্পতিবার সম্প্রচারিত ৯০ মিনিটের একটি অনুষ্ঠানে ওসামা বিন লাদেন এই আহবান জানান এবং ৯৫ ও ৯৬ সালে সঊদী আরবে মার্কিন বাহিনীর উপর বোমা হামলাকারীদের প্রশংসা করেন। আরব বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় চ্যানেলটির সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, মার্কিনীরা আমাদের সীমানা লঙ্ঘন করে ভূখণ্ড দখল করে মুসলমানদের সম্পদ চুরি করে নিয়েছে। আর যখনই এ ব্যাপারে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে তখনই এটাকে 'সন্ত্রাসবাদ' বলে উল্লেখ করেছে। মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপের কয়েক লাখ দর্শক উক্ত অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে।

নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরাকে ১১ লাখ ৬০ হাযার লোকের মৃত্যু

ইরাক বলেছে, জাতিসংঘ আরোপিত কড়া নিষেধাজ্ঞার ফলে ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১১ লাখ ৫৯ হাযার ৮শ' ৭জন ইরাকীর মৃত্যু হয়েছে। গত ২২ জুন '৯৯ মঙ্গলবার ইরাকী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করে।

মন্ত্রণালয় জানায়, নিষেধাজ্ঞাজনিত কারণে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও জীবন রক্ষাকারী ঔষধের অভাবে নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অপুষ্টি, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কিডনী ও লিভার এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে এসব লোকের মৃত্যু ঘটে। এর মধ্যে শিশুরাই সবচেয়ে করুণ অবস্থার শিকার হয়। প্রতি হাযারে শিশু মৃত্যুর হার ৯২ দশমিক ৭।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

যক্ষ্মার চিকিৎসায় উটের দুধ

যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় উটের দুধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই দুধ যক্ষ্মা রোগীদের ক্ষুধা ও ওজন বাড়ায় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উন্নত করে। উট সংক্রান্ত ভারতের জাতীয় গবেষণা কেন্দ্রের (এনআরসিসি) কয়েকজন গবেষক বিকানিরের এসপি মেডিক্যাল কলেজে ৮ জন যক্ষ্মা রোগীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে পান যে, যক্ষ্মা ও পুঁজ জমা চিকিৎসায় উটের কাঁচা দুধ অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। এন আরসিসি'র পরিচালক এম,এস, শাহানি বলেন, উটের দুধে প্রচুর পরিমাণে লাইসোজাইম থাকে, এই লাইসোজাইম এক ধরণের এনজাইম। এই এনজাইম ব্যাকটেরিয়া ছড়াতে বাধা দেয়। আর এই কারণেই সম্ভবতঃ যক্ষ্মা রোগীরা সুস্থ হয়ে ওঠে। শরীরে উটের দুধের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা হয়েছে এমন রোগীদের প্রতিদিন এক লিটার করে দুধ দেয়া হ'ত। এতে দেখা গেল, তাদের শরীরের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ১৮ শতাংশ বেড়ে যায়। আর এর ফলে যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীদের ক্ষুধাও বেড়ে যায়।

সৌরশক্তির সাহায্যে পানি ও বিদ্যুৎ

যুক্তরাষ্ট্রের একটি কোম্পানী সৌরশক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের অন্যতম উষ্ণ এলাকায় ৪০ লাখ লোকের জন্য পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। নিউজার্সি ভিত্তিক এ কোম্পানীটি এ ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের সাথে ৫ কোটি ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি মোতাবেক কোম্পানীটি পাকিস্তানের মরুপ্রায় বেলুচিস্তান প্রদেশে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন করবে। এসব পাম্প দ্বারা ভূগর্ভের শত শত ফুট নীচ থেকে পানি উত্তোলন করে তা ব্যক্তি পর্যায়ে গার্হস্থ্য কার্য ও কৃষির প্রয়োজনে সরবরাহ করা হবে। সৌরপাম্পের সাহায্যে প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০ লিটার পানি উত্তোলন করা যাবে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রায়ত্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহ এই প্রকল্পে অর্থায়ন করবে। এই সৌরশক্তির পাম্প দ্বারা কম খরচে প্রত্যন্ত পল্লীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করাও সম্ভব হবে।

ক্যান্সার রোধে সয়াবিন

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ব্যাপক পরীক্ষার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সয়াবিন গাছ থেকে পাওয়া একটি নির্যাস মানবদেহে ক্যান্সার নিরাময়ে সহায়তা করে। মার্কিন কৃষি বিভাগের এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ম্যাগাজিনের মে সংখ্যায় প্রকাশিত এক সমীক্ষায় গবেষকরা জানিয়েছেন যে, সয়াবিনের এ নির্যাসে একটি সক্রিয় কম্পাউণ্ড, ফাইটো কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (পিসিসি ১০০) নামের একটি উপাদান রয়েছে, যার রাসায়নিক নাম স্যাপেনিন্স এবং এটিই ক্যান্সার কোষ বৃদ্ধি দমন করে রাখতে পারে। এ ছাড়া সয়াপ্রোটিন মলাশয় ক্যান্সারের ঝুঁকিও হ্রাস করে। সয়াপ্রোটিন-এর এ কার্যকারিতা

আকস্মিক কোন ঘটনা নয় বলে গবেষকরা জানিয়েছেন। এর আগের গবেষণায় দেখা গেছে যে, সয়াপ্রোটিন থেকে পাওয়া আইসোফ্লেবোনও ক্যান্সার প্রতিরোধে ইতিবাচক প্রভাব রাখে।

জীবাণু সার উৎপাদন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত 'বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট' (বিনা) উদ্ভাবিত 'জীবাণু' সার বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদন ও বাজারজাত করণের জন্য দেশের স্বনামধন্য শিল্প ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এ,কে, খান এণ্ড কোম্পানীর সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সম্প্রতি 'বিনা'র কনফারেন্স রুমে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন 'বিনা'র মহাপরিচালক ডঃ এম, ইদ্রীস আলী ও এ, কে, খান কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এ, কে শামছুদ্দিন খান।

এ সময় বিনার গবেষণা পরিচালক ডঃ এম, এম, রহমান চুক্তির পটভূমি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, জল ও তেল জাতীয় শষ্যে ব্যবহৃত জীবাণু সার এখন থেকে বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদন ও বাজার জাত করা যাবে। এর ব্যবহার বিধি সহজ, দামে সস্তা ও পরিবেশ সহায়ক। জীবাণু সার ডাল জাতীয় শষ্যের ২০ থেকে ৪০ ভাগ ফলন বৃদ্ধি করে।

হাতের রেখার সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষা

হাতের রেখার দিকে তাকিয়ে ব্যাকরণ মনে রাখার এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন রাজধানী ঢাকার পূর্ব বাসাবো এলাকার বাসিন্দা মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ সারোয়ার ওরফে শো'আয়েব। এই পদ্ধতিতে ১২ প্রকার 'Tense', আরবী ব্যাকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'মীযানুছ ছরফ' কিতাবের একটি শব্দ দিয়ে ২শ' ৪৮ প্রকার অর্থ রূপান্তরসহ বিভিন্ন প্রকার ইংরেজী Verb ও অন্যান্য বিষয় মাত্র পাঁচ দিনের কোর্সে সম্পন্ন করে দেয়া হয়। এ বিষয়ে জনাব সারোয়ারের গবেষণা করতে সময় লেগেছে ১৩ বছর। তিনি জানান, ইংরেজী ১২ প্রকার 'Tense' এবং আরবী দু'শ' ৪৮ প্রকার 'ছীগা'কে তিনি হাতের রেখার মধ্যে এনে অতি সহজে অর্থ বোঝার উপায় ও চিরদিন মনে রাখার মত একটি সূত্র বের করেছেন। প্রমাণ হিসাবে তিনি তৈরি করেছেন তারই ১০ বছরের মেয়ে সুরাইয়াকে। ইতিমধ্যে সুরাইয়া আয়ত্ত করে ফেলেছে আরবী ও ইংরেজী গ্রামারের সবগুলো রূপান্তর। সে হাতের রেখার দিকে তাকিয়ে এক মিনিটে ইংরেজী 'Tense' ও আরবী 'মাছদার' -এর সবগুলো রূপান্তর উদাহরণসহ বলতে পারে। সুরাইয়া এক মিনিটে পবিত্র কুরআনের ১১৪ টি সূরার নাম বলতে পারে। কোন সূরা কখন কেন অবতীর্ণ হয়েছে তাও সে বলতে পারে। মাত্র দু' মিনিটে সে ইংরেজী দু'শ Verb বলতে পারে। ঢাকার বাসাবো ফ্রেণ্ডস কিণ্ডার গার্টেনের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী সুরাইয়ার ইচ্ছা বহু ভাষাবিদ হিসাবে নিজকে প্রকাশ করা। তার পিতা শাহ মুহাম্মাদ সারোয়ার রাজধানীর বাসাবো নদিয়াবাদ মাদরাসায় (নন্দীপাড়া) সিনিয়র আরবী প্রভাষক। বাসা ৬১৭, দক্ষিণ গোড়ান বাসাবো এলাকায়।

দো'আ

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

দো'আ অর্থ আহবান করা, প্রার্থনা করা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থেঃ কাতর মিনতি সহকারে আল্লাহ্‌র নিকটে সুন্দর বিষয়সমূহ কামনা করা। দো'আ হ'ল ইবাদত (তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৩০ হাদীছ 'ছহীহ')। অতএব তা সর্বদা সুন্নতী তরীকায় হ'তে হবে। আল্লাহ্‌র নিকটে দো'আর চাইতে সম্মানিত বস্তু আর কিছুই নেই (তিরমিযী, হাদীছ 'হাসান')। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটে দো'আ করে না, আল্লাহ তার উপরে ক্রুদ্ধ হন (মিশকাত, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ হা/২২৩৮ হাদীছ 'হাসান')। আল্লাহ বলেন, তোমরা আমার নিকটে দো'আ কর। আমি সাড়া দেব' (মু'মিন ৬০)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুফার্রিদ'রা এগিয়ে গেল (অর্থাৎ আগে জান্নাতে গেল)। তারা হ'লেন ঐসকল পুরুষ ও মহিলা, যারা বেশী বেশী আল্লাহ্‌র 'যিকর' বা স্মরণ করেন (ইবনু তায়মিয়াহ, ছহীহ আল-কালিমুত ত্বাইয়িব পৃঃ ৯)। নিম্নে কিছু প্রয়োজনীয় যিকর বা দো'আ প্রদত্ত হ'লঃ

১. নিদ্রাকালীন দো'আঃ *বিসমিকা ল্লা-হুম্মা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া'*। অর্থঃ হে আল্লাহ আমি আপনার নামে মরি ও বাঁচি।

২. ঘুম থেকে ওঠার সময় দো'আঃ *আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া এলাইহিন নুশূর।*

অর্থঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদানের পরে পুনরায় জীবিত করেন এবং তাঁর নিকটেই রয়েছে পুনরুত্থান।

(ক) নিদ্রাকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে আল্লাহ পাক তার জন্য সকাল পর্যন্ত একজন পাহারাদার নিয়োগ করেন এবং শয়তান সকাল পর্যন্ত তার নিকটবর্তী হয় না।

(খ) এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুমুতে যাওয়ার সময় সূরায়ে ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে সাধ্যমত সারা দেহে তিনবার বুলাতেন।

(গ) এই সময় ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আল হামদুলিল্লাহ' ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবর' পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় কন্যা ফাতেমা ও জামাতা আলী (রাঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ঘুমানোর আদবঃ (ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বিছানায় যেতেন, তখন (ডান কাতে ফিরে) ডান হাত ডান গণ্ডের নীচে রেখে তিনবার বলতেন, *আল্লা-হুম্মা ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আছু ইবা-দাকা*। অর্থঃ হে আল্লাহ আপনি আমাকে আপনার আযাব থেকে রক্ষা করুন যেদিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনরুত্থান ঘটাবেন। (খ) অন্য হাদীছে মিসওয়াক সহ ওযূ করে পবিত্র অবস্থায় ঘুমুতে যাওয়ার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি সুনিদ্রা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই সহায়ক ইনশাআল্লাহ।

এতদ্ব্যতীত আরও দো'আ রয়েছে।

উপরে বর্ণিত সকল দো'আ ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

গৃহীতঃ আব্দুল্লাহ আল-খাযারী, আদ-দু'আ বই হ'তে; ইবনু তায়মিয়াহ, ছহীহ আল-কালিমুত ত্বাইয়িব দো'আ নং ২৫, ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৭। সংক্ষেপায়নেঃ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী।

খুৎবাতুল জুম'আ

[পাঠক সাধারণের দাবীর প্রেক্ষিতে আমরা এখন থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রদত্ত জুম'আর খুৎবাসমূহ প্রকাশের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। প্রথমে দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে গত ১১ই জুন '৯৯ শুক্রবার তিনি যে জুম'আর খুৎবা দেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ -সম্পাদক]

বিষয়বস্তুঃ সমাজ বিপ্লবের পথ ও পদ্ধতি

হাম্দ ও ছানার পরে সূরায়ে জুম'আর ২য় আয়াত পেশ করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, সমাজ বিপ্লবের প্রকৃত পথ হ'ল নবীদের পথ। সে পথ হ'ল দাওয়াত ও জিহাদের পথ। জনগণকে হক-এর দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। দাওয়াত কবুল করে হক -এর অনুসারী হ'লে ও তা নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করলে দাওয়াত দাতা নিজস্ব নেকী ছাড়াও ঐ ব্যক্তির সারা জীবনের নেকীর অনুরূপ নেকী পাবেন। কেউ তার দাওয়াত কবুল না করলেও তিনি নিজস্ব নেকী তো পাবেনই। আল্লাহ পাক বান্দার প্রত্যেকে নেকীর বদলা দশ গুণ দিয়ে থাকেন। হক প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টাই হ'ল 'জিহাদ'। এই 'জিহাদ' রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দু'ভাবে হ'তে পারে। তবে সাংস্কৃতিক দিকটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী। কারণ (১) আমাদের দেশের রাজনীতি বিদেশী বিজাতীয়দের হাতে বন্দী। তাছাড়া (২) সকল দেশ ক্রমেই একক বিশ্ব রাজনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই একক ভাবে কোন একটি দেশে ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিচার ব্যবস্থা তথা সার্বিক দিক পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা করা ক্রমেই ঝুঁকি পূর্ণ হয়ে উঠছে। এর পরেও (৩) তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে বর্তমানে দেশে দেশে চলছে দলতন্ত্র। যেখানে একটি দলের বা দলনেতার নিজস্ব মন্ত্র-তন্ত্র ও স্বপ্নকে দলীয় প্রশাসনের জোরে ভিন্ন মতের জনগণের উপরে যবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরন্তু (৪) ইসলামী দলগুলির পারস্পরিক হিংসা অন্য সকল দলের চেয়ে বেশী। ফলে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের নিকটে ইসলামী দল ও ব্যক্তিবর্গ তাদের মর্যাদার আসন থেকে ক্রমেই নীচে নেমে যাচ্ছে। সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হ'ল এই যে, (৫) বর্তমানে যোগ্য ও মুত্তাক্বী আলেমের সংখ্যা আশংকাজনক ভাবে কমে যাচ্ছে। দুনিয়া পুজারী ও দুষ্টমতি আলেম ও পীর-ফকীরদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তাদের মাধ্যমে শিরক ও বিদ'আত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে। অথচ সরকার ও জনগণ তাদেরকেই 'হক' মনে করছে ও তাদেরকেই সমর্থন ও সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রকৃত ইসলাম থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সমাজ বিপ্লবের পদ্ধতি কি হবে?

(১) সংখ্যার হিসাব না করে সত্যের অনুসারী হ'তে হবে (২) মানুষের 'রায়' নয়, আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'কে চূড়ান্ত সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে কবুল করে নিতে হবে। (৩) নিজের ব্যক্তি গত ও পারিবারিক জীবনকে উক্ত আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে (৪) প্রতিবেশী সমাজ ও দেশবাসীকে সেদিকে নিরলসভাবে দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে (৫) এজন্য জান-মাল, সময়-শ্রম সবকিছু কুরবানী দিতে হবে। (৬) সমাজে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আত এবং বাতিল মতাদর্শ সমূহের সাথে আপোষ নয়, বরং সেগুলিকে মুকাবিলা করে জীবন পথে অগ্রসর হ'তে হবে। (৭) এজন্য আপতিত বিপদ-মুছীবতসমূহকে ঈমানের পরীক্ষা হিসাবে হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে ও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। প্রকৃত অর্থে এটাই হ'ল 'জিহাদ' ও এর মাধ্যমেই আসতে পারে কাংখিত 'সমাজবিপ্লব'।

তিনি সূরায়ে 'ছফ'-এর ৯নং আয়াত উল্লেখ করে বলেন, ইসলামী আদর্শ অন্যান্য সকল মতাদর্শের উপরে বিজয়ী। অথচ মুসলিম উম্মাহ আজ সর্বত্র পরাজিত ও নির্যাতিত। এ জন্য ইসলাম দায়ী নয়, দায়ী আমরা। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথীদের পরিচয় আল্লাহ তুলে ধরেন রূকুকারী ও সিজদাকারী হিসাবে। যারা দুনিয়া নয়, কেবলমাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহ কামনা করেন। যারা দিনের বেলায় সৈনিক ও রাতের বেলায় এবাদত গোযার। আমরা কি সেই আদর্শ আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পেরেছি? আজকেও যদি বাংলার যমীনে অমনি ধরণের নিবেদিত প্রাণ একদল মানুষ আল্লাহ্র জন্য আল্লাহ্র পথে সত্যিকারভাবে দাঁড়িয়ে যায়, তবে তাঁদের মাধ্যমে দ্বীন নিঃসন্দেহে বিজয় লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে তিনি সূরায়ে ইউসুফের ১০৮ আয়াত উল্লেখ করে বলেন, সমাজ বিপ্লবের জন্য একদল মুমিনকে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন ঈমানদার ও যোগ্য নেতার অধীনে অবশ্যই জামা'আতবদ্ধ হ'তে হবে। তাদেরকে একই লক্ষ্যে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় কাজ করে যেতে হবে। চলার পথে তিন ধরণের লোক তাদের সাথী হবে। এক ধরণের লোক যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে বিনা বাক্য ব্যয়ে কবুল করবেন। এক ধরণের লোক যারা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবে ও বাপ-দাদার বা সমাজের দোহাই পেড়ে বিরোধিতা করবে। আরেক ধরনের লোক দুনিয়াবী স্বার্থে আন্দোলনের সাথী হবে ও গোপনে বিরোধিতা করবে অথবা স্বার্থ হাছিল হ'লেই কেটে পড়বে। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনেও এই তিন ধরণের লোকের সমাগম ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সূরায়ে বাক্বারাহ্র ২, ৬ ও ৮ আয়াত উল্লেখ করেন।

খুৎবা-২ঃ গত ২৫শে জুন শুক্রবার গাযীপুর যেলার **টঙ্গীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে** মুহতারাম আমীরে জামা'আত যে খুৎবা প্রদান করেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

বিষয়বস্তুঃ রাসূল (ছাঃ)-এর পরিচয় ও আখেরাতে মুক্তির পথ।

হামদ ও ছানার পর সূরায়ে কাহফের শেষ আয়াত তেলাওয়াত করে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** বলেন যে, উক্ত আয়াতে আমরা পাঁচটি বিষয় জানতে পারি। ১- রাসূল (ছাঃ) আমাদেরই মত মানুষ ছিলেন। ২- তাঁর নিকটে 'অহি' আসত। এটাই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। ৩- মানুষের সত্যিকারের 'ইলাহ' মাত্র একজন। যিনি 'আল্লাহ'। অতএব মানুষের তৈরী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন 'ইলাহ' সবই বাতিল। এক্ষণে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দীদার কামনা করে, অর্থাৎ আখেরাতে মুক্তি চায়, সে যেন দুনিয়া থেকে দু'টি কাজ করে আসে। ৪- শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা ও ৫- শরীয়ত অনুমোদিত নেক আমল।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত দুঃখ করে বলেন, ইসলামের দু'টি ঈদ উৎসবের সাথে আমরা আরেকটি 'ঈদ' জুড়ে দিয়ে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' আবিষ্কার করেছি। ঢাকা-টঙ্গী সহ বড় বড় শহরে এখন চলছে 'জশনে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী'-র বড় বড় মিছিল ও গগণবিদারী শ্লোগান। দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হচ্ছে 'রাসূলের আশেক যারা, দৈনিক মীলাদ পড়ে তারা'। অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'বিশ্ব আশেকে রাসূল (ছাঃ) মহাসম্মেলন'। বড় বড় পণ্ডিতেরা হিসাব নিয়ে বসে গেছেন রাসূলের জন্ম তারিখ সঠিক কোন্টা। পণ্ডিতেরা আজও একমত হ'তে পারেননি রাসূল (ছাঃ) মাটির মানুষ ছিলেন না নূরের তৈরী ছিলেন। তিনি কবরে গেলেও আসলে মারা গেছেন, না সেখানে বেঁচে আছেন। তিনি বলেন, ৬০৫ খিঃ অথবা ৬২৫ হিজরী সনে আবিষ্কৃত ইরাকের এরবল প্রদেশের গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরীর মাধ্যমে চালুকৃত ও দুষ্টমতি সরকারী আলেম ওমর বিন দেহিইয়া কর্তৃক প্রচারিত 'মীলাদ' অনুষ্ঠানকে সরাসরি রাসূলের সুন্নাত হিসাবে দাবী করার হিম্মত না হওয়ায় বিদ'আতকে ভাল ও মন্দ দুই ভাগে ভাগ করে এ যুগের দুনিয়া পূজারী কিছু আলেম ও পীর-আউলিয়া এইসব বিদ'আতকে 'বিদ'আতে হাসানাহ' নাম দিয়ে জোরে শোরে প্রচার করছেন। যাতে তাদের পীর-মুরীদীর নযর-নেয়ায ও খানকাহী চক্রজাল এবং কবর পূজার ব্যবসা ভালভাবে চলে। বিপ্লবী রাসূল (ছাঃ)-কে তারা এখন খানক্বাহ্র পীর-আউলিয়া বানানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

নেক আমলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, মুশরিক ও বিদ'আতীরাও নিজ নিজ আমলকে নেক আমল বলে দাবী করে। কিন্তু প্রকৃত নেক আমল সেটাই হ'তে পারে, যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সমর্থিত। অনুরূপভাবে প্রকৃত তাওহীদ সেটাই যার মধ্যে শিরকের বু-বাতাস নেই। নইলে জাহেলী আরবের কাফেরদের মধ্যে বহু 'আবদুল্লাহ' ছিল। কিন্তু শিরক করার কারণে তারা প্রকৃত তাওহীদবাদী ছিলনা। আর সেকারণেই সেখানে নবী আগমনের প্রয়োজন হয়েছিল। এক্ষণে আমরাও যদি তাদের মত শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে কেবল আবদুল্লাহ আবদুল মুত্ত্বালিব নাম রেখে তাওহীদবাদী হওয়ার দাবী করি ও জান্নাত পাওয়ার আশা করি, তবে তা কি সম্ভব হবে?

তিনি চার ইমামের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তাঁরা সবাই ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করার জন্য বলে গেছেন। কিন্তু আমরা তাঁদের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে তাদের নামে মাযহাব বানিয়ে এক সময় রাজনৈতিক ফায়েদা লুটেছি এবং বর্তমানে ঐ সব বানোয়াট মাযহাব ও তরীকার দোহাই পেড়ে মুসলিম উম্মাহকে ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করা ও তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথকে বাধাগ্রস্থ করেছি।

তিনি বলেন, মানব জাতিকে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের প্রতি ফিরিয়ে আনা এবং মুসলিম উম্মাহকে অন্যদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার যে আন্দোলন, সেটাই হ'ল **আহলেহাদীছ আন্দোলন**। তিনি সূরায়ে কাহফের ২৯ আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, 'হক' আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে। যে ব্যক্তির ইচ্ছা তা গ্রহণ করুক। যে ব্যক্তির ইচ্ছা তা প্রত্যাখ্যান করুক। আল্লাহ যালেমদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন'।

অতএব আমাদেরকে সবদিক থেকে তওবা করে আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তি মূলে ফিরে আসতে হবে। বাতিলের মিছিলে হারিয়ে না গিয়ে একাকী হ'লেও হক-কে আকড়িয়ে ধরে থাকতে হবে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষ নবী ছিলেন। তিনি নূরের নবী ছিলেন না। তিনি মানুষকে দুনিয়াতে মঙ্গল ও আখেরাতে মুক্তির পথ দেখাতে এসেছিলেন। অতএব যদি কেউ আখেরাতে মুক্তি কামনা করে, তবে তাকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিকটে আসতে হবে এবং এর ভিত্তিতে স্ব স্ব ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া মুক্তির অন্য কোন পথ খোলা নেই। আল্লাহ আমাদেরক তাওফীক দিন। আমীন!

দিশারী

মিথ্যা অপবাদের জবাব

*-যহূরুল বিন ওছমান**

ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'মাসিক রাহমানী পয়গাম' ৫ম বর্ষ মে '৯৯ সংখ্যা (প্রতিষ্ঠাতা শায়খুল হাদীছ আল্লামা আজিজুল হক**) ১২ পৃষ্ঠায় 'তাত্ত্বিক নিবন্ধ' কলামে মুফতী আবু যুবাইর কাসেমী-র লিখিত 'আহলেহাদীস সম্প্রদায়ের তত্ত্ব রহস্য' শিরোনামের প্রবন্ধটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রবন্ধটি আদিঅন্ত পাঠ করে হতচকিত হয়েছি। একটি ইসলামী পত্রিকা এ ধরণের উদ্দেশ্য প্রণোদিত লেখা প্রকাশ করতে পারে ভাবতেও অবাক লাগে। প্রবন্ধটিতে ভাই মুফতী ছাহেবের কুরআন-হাদীছ সম্পর্কিত জ্ঞানের সীমা-পরিসীমাও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মুফতী ছাহেব যঈফ হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে যে চমৎকার ব্যাখ্যা(!) করেছেন তা বিদগ্ধজনকে আরেকবার ভাবিয়ে তুলেছে। মুফতী ছাহেবের দুঃসাহসের জন্য ধন্যবাদ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করতে মুফতী ছাহেবের বুক এতটুকুও প্রকম্পিত হয়নি। ধন্যবাদ সম্পাদক মহোদয়কে। যিনি ইসলাম প্রচারের নামে ভিত্তিহীন, বানাওয়াট, কপোল কল্পিত সব কথা লিখে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

সুধী পাঠক-পাঠিকাগণ! আলোচ্য প্রতিবাদ লিপিতে আমি জনাব মুফতী ছাহেবের লেখার কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরে এর জওয়াব দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। যেমন তিনি লিখেছেন,

'প্রথমেই জেনে রাখতে হবে যে, তথাকথিত আহলেহাদীসগণ নিজেদেরকে 'আহলেহাদীস' তথা হাদীসের অনুসরণকারী বলে দাবী করলেও তাদের অধিকাংশ কাজ কিন্তু হাদীসের পরিপন্থী। তারা যেসব কাজ করে সে সবের সিংহভাগের হাদীসের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। সবই তারা মনগড়াভাবে করে। তাদের সেসব কাজ প্রকৃত পক্ষে হাদীস বিরোধী'।

তিনি আরো লিখেছেন- 'এই দলটি যে ভ্রান্ত ও গোমরাহ তা বুঝে আসে কয়েকটি সহীহ হাদীস ও তাদের কার্যকলাপ দ্বারা। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে- 'তোমরা বড় জামা'আতের অনুসরণ কর। কেননা, যে বড় জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে যাবে, তাকে পৃথকভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' (ইবনে মাজাহ)।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন, 'যে মতের উপর বেশীরভাগ দ্বীনদার মুসলমান প্রতিষ্ঠিত, তোমরা সেই মতের অনুসরণ কর। সেই মত থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে'। এখন বিশ্বের সোয়াশ' কোটি মুসলমানের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, হাতে গোনা কিছু লোক ছাড়া বাকি সবাই মুকাল্লিদ, তথা চার ইমামের মধ্য হ'তে কারো না কারো অনুসারী। আর রুটির মধ্যে লবণের মত অল্প কয়েক জন হ'ল-লা-মাযহাবী'।

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ! জনাব মুফতী ছাহেব আলোচনার শুরুতেই আহলেহাদীছ জামা'আতের আমল সম্পর্কে কটাক্ষ করে আহলেহাদীছগণ ছহীহ হাদীছ বিরোধী মনগড়া আমল করে থাকেন বলেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তিনি উদাহরণ স্বরূপ একটি আমলও উপস্থাপন করতে সমর্থ হননি। অতঃপর হাদীছ শাস্ত্রে তথাকথিত পারদর্শী ভাই মুফতী ছাহেব 'বড় জামা'আতের পায়রবী' সংক্রান্ত যে হাদীছটিকে ছহীহ হাদীছ বলে চালিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন সে হাদীছটি মূলতঃ 'যঈফ'।[১]

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি পবিত্র কুরআন-এর নিম্নোক্ত আয়াতের বিরোধী। যেমন- আল্লাহপাক স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'যদি আপনি অধিকাংশ জগদ্বাসীর অনুসরণ করে চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুত করে দিবে। তারা তো শুধু কল্পনার অনুসরণ করে ও অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' (আন'আম ১১৬)।

তৃতীয়তঃ উক্ত হাদীছটি নিম্নোক্ত ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ইসলাম স্বল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে অপরিচিত অবস্থায় সূচনা লাভ করেছিল এবং অচিরেই সে অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব সুসংবাদ সেই স্বল্পসংখ্যক লোকের জন্য'।[২]

এক্ষণে তর্কের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্য উক্ত হাদীছটিকে ছহীহ মেনে নিলেও এতে চার মাযহাবকে বড় জামা'আত ঘোষণার কোন দলীল নেই এবং তা দ্বারা 'চার মাহযাবের পায়রবী' করাও বুঝায় না। কারণ প্রথমতঃ চার মাযহাব একটি দল নয়। বরং চারটি দল। দ্বিতীয়তঃ চার মাযহাব ৪র্থ শতাব্দীর নিন্দিত যুগে সৃষ্টি। এর বহু পূর্বেই ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। আর ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আত ছিল প্রকৃত অর্থে খাঁটি ও বড় জামা'আত। তৃতীয়তঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'হক-এর অনুসারী দলই বড় দল, যদিও তুমি একাকী হও'।[৩]

---

* শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

** যাঁর অনুদিত বুখারী শরীফকে বঙ্গানুবাদ বুখারী না বলে 'রাদ্দুল বুখারী' বলাই শ্রেয়ঃ। -সম্পাদক।

১. *আলবানী, মিশকাত ১/৬২ পৃঃ হাদীছ নং ১৭৪ ও তার টীকা।*

২. মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৯, 'ঈমান' অধ্যায় 'কুরআন ও সুন্নাহ্কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা' অনুচ্ছেদ।

৩. মাসিক আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 'দরসে কুরআন' পৃঃ ৫; গৃহীতঃ ইবনু আসাকির, সনদ ছহীহ আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/১৭৩, ১/৬১ পৃঃ টীকা নং ৫।

অতএব হাতে গোনা রুটির মধ্যে লবণের মত কয়েকজন আহলেহাদীছ যদি হক -এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ আঁকড়ে ধরে থাকেন তবে তাঁরাই হবেন বড় জামা'আত। সোয়াশ' কোটি কেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি একদিকে থাকে অপরদিকে একজন যদি হক -এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে সে ব্যক্তিই হবেন প্রকৃত অর্থে বড় জামা'আতের অধিকারী।

আশ্চর্যের বিষয় যে, মুফতী ছাহেব আবোল-তাবোল বকতে গিয়ে একটি সত্য কাহিনী হয়ত ভুলক্রমেই প্রকাশ করে ফেলেছেন। তিনি আহলেহাদীছদের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখেছেন- 'ইসলামের প্রথম থেকে প্রায় বারশত বৎসর পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ' শব্দটা খুবই সম্মানিত একটা উপাধি হিসাবে বিবেচিত হ'ত। আহলেহাদীছ বলতে মুসলিম সমাজ ঐ সকল মুহাদ্দিসীনে কেরামকে বুঝতেন যারা লাখ লাখ হাদীছ মুখস্থ করেছিলেন। হাদীছ যাচাই বাছাই করে ছহীহ, যঈফ, জাল ইত্যাদি নির্ণয় করেছিলেন এবং কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। যারা প্রত্যেক আইম্মায়ে মুজতাহিদদের শ্রদ্ধা করতেন। .... যেমন- ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ প্রমূখ। তারাই জাতির নিকট আহলুল হাদীছ ও মুহাদ্দিছ নামে সুপরিচিত। আবহমান কাল ধরে এভাবেই চলছিল। কিন্তু বর্তমান আহলেহাদীছ আন্দোলনের পুরাধা মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাট্টালবী নিজেদের পূর্বনাম 'ওহাবী' বাদ দিয়ে আহলেহাদীছ হিসাবে স্বীকৃতি নেওয়ার জন্য ইংরেজ সরকারের কাছে যে দরখাস্ত লিখেছিলেন, সে দরখাস্তটির মুঞ্জুরী হিসাবে বর্তমান আহলেহাদীছ দল'।

সুধী পাঠকগণ! মুফতী ছাহেবের বক্তব্যের মধ্যেই ফুটে উঠেছে আহলেহাদীছ জামা'আত কত মর্যাদাবান এবং কত সম্মানের, যা রাসূল (ছাঃ) যুগ থেকে চলে আসছে। এক্ষণে ছাহাবীগণ ও সালাফে ছালেহীনের দেওয়া নাম 'আহলেহাদীছ' যদি বর্তমান আহলেহাদীছগণ গ্রহণ করে থাকেন, তবে দোষের কি আছে?

চার ইমামের কেউ কি নিজেদের নামে মাযহাব সৃষ্টি করতে বলেছেন? বরং তাঁরা সকলেই আহলেহাদীছ ছিলেন। তাঁরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং সাথীদেরকে ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

মুফতী ছাহেব আহলেহাদীছদের পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ (রহঃ) প্রমুখকে মুকাল্লিদ বানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন- 'তারা কোন না কোন ইমামের তাকলীদ করতেন। নিজেরা হাদীছের কিতাব সংকলন করা সত্ত্বেও ইমামদের তাকলীদ বাদ দিয়ে সরাসরি ঐসব কিতাবের উপর আমল করতেন না'।

ধিক্ মুফতী ছাহেব। হাদীছ শাস্ত্রের মহা পণ্ডিতদের সম্পর্কে এ ধরণের জঘণ্য মন্তব্য লিখতে আপনার হস্ত বিন্দুমাত্রও কম্পিত হয়নি? আসলে আপনারা 'তাক্বলীদ' ও 'ইত্তেবা' শব্দ দু'টো সম্পর্কেই জ্ঞাত নন। তাক্বলীদকেই আপনারা ইত্তেবা এবং বিদ'আতকেই সুন্নাত মনে করে থাকেন। ফলে বিদ'আতের অনুপ্রবেশের কারণে সুন্নাত যেমন ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে-তেমনি তাক্বলীদের কারণে ইত্তেবাও প্রায় বিলুপ্তির পথে।

তিনি নিজেকে বড় পন্ডিত মনে করে অত্যন্ত গর্বভরে উক্ত পত্রিকার ২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন 'আহলেহাদীসরা এমন গন্ডমূর্খ যে, সূরা ফাতিহা পর্যন্ত শুদ্ধ করে পড়তে পারে না। একটা আরবী হাদীছ সামনে খুলে দিলে এক লাইনও যের যবর দিয়ে পড়তে পারবে না। ওরাই আবার কথায় কথায় বাংলা বুখারী শরীফ খুলে দেখায়, ইত্যাদি।

সম্ভবতঃ আমাদের সম্মানিত মুফতী ছাহেব জীবনে কোন আহলেহাদীছ আলেমের সংস্পর্শে আসেননি। নইলে এমন পাগলের প্রলাপ বকবেন কেন? দুর্ভাগ্য, যারা মানুষের মনগড়া হেদায়াগ্রন্থকে কুরআনের সাথে তুলনা করে থাকে, তারা কতটুকু হক পন্থী আলিম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা ফিকহ মানে অথচ ফিকাহের লেখক কে বা কারা'-তা বিচার না করে ইমাম আবু হানীফার নামে মিথ্যা বানোয়াট কথা চালিয়ে দেয়, তাদের মুখে হাদীছ পড়ার কথা শুনলে পাগলেরও হাসি পায়।

জনাব মুফতী ছাহেব জুন '৯৯ সংখ্যার ৪১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, এমনকি তারা খোলাফায়ে রাশেদীনেরও ভুল ধরেছে। যেমন- তাঁদের যুগে বিশ রাক'আত তারাবীহ চালু ছিল, আর লা-মাযহাবীরা বলে যে, তারাবীহ আট রাক'আত। তাঁদের যুগে একসাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাক গণ্য হত, অথচ লা-মাযহাবীরা তিন তালাককে এক তালাক বলে থাকে। তারা কথায় কথায় বুখারী, মুসলিম বা সিহাহ সিত্তায় উল্লেখ নেই এই ধুঁয়া তুলে শত শত ছহীহ হাদীছকে অস্বীকার করে বসে আছে'।

প্রিয় পাঠক! হানাফী মাযহাবের কিতাব থেকেই এর জবাব নিন।-

ইমামে আযম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, 'তারাবীহর ছালাত আট রাক'আত সুন্নাত। আর বিশ রাক'আত হ'ল, মুস্তাহাব। যেহেতু আট রাক'আত তারাবীহ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত' (হেদায়া, শরহে বেকায়া উক্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

'ইমাম আবু হানীফা বিতরসহ তারাবীহ এগার রাক'আত পড়তেন। মুওয়াত্ত্বা গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছটি 'ক্বিয়ামু রামাযান' অধ্যায়ে এনেছেন এবং তিনি বলেছেন, উহাই আমাদের মাযহাব। এ ছাড়া ইমামে আযম বলেছেন, 'যখন তোমরা ছহীহ হাদীছ পাবে মনে রেখ ওটাই আমার মাযহাব'।[৪]

৪. শামী (বৈরুত ছাপাঃ ১/৬৭ পৃঃ), মুকাদ্দামা আলমগীরী ১ম খন্ড-১২০ পৃষ্ঠা, হেদায়া ১ম খণ্ড ১০৫ পৃষ্ঠা।

তাছাড়া ছহীহ হাদীছ সমূহে আট রাক'আত তারাবীহ্র কথা বর্ণিত হয়েছে।[৫]

অপরদিকে হানাফীদের বিশ রাক'আত তারাবীহ্র পক্ষে ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত, আবুবকর ইবনে আবী শায়বা রেওয়ায়েতকৃত হাদীছটি হাসান তো নয়ই বরং যঈফ।[৬]

আর তিন তালাক এক তালাকে পরিণত হওয়া রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ দ্বারাই প্রমাণিত। তিন তহুরে তিন তালাক দেওয়াই শরীয়ত সম্মত। অপরদিকে মাযহাবীদের নিকটে যে 'হীলা' প্রথা চালু আছে, তা শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মহানবী (ছাঃ) 'হীলাকারী পুরুষ ও মহিলা উভয়কে লা'নত করেছেন।[৭] ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় এ ধরণের বিয়েকে 'যেনা' হিসাবে গণ্য করতাম।[৮]

শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেন, আহলেহাদীছ গণের দুর্নাম রটনা করাই হচ্ছে বিদ'আতীদের আলামত। তারা ছহীহ হাদীছকে বাতিল করে নিজেদের মনমত চলতে চায়। ...এসবই কেবল দলীয় যিদ ও ক্রোধাগ্নি বৈ কিছুই নয়। অথচ আহলেসুন্নাতের জন্য 'আহলেহাদীছ' ব্যতীত অন্য কোন নাম নেই'।[৯]

পরিশেষে বলব, মাননীয় মুফতী ছাহেব উক্ত পত্রিকার মে ও জুন সংখ্যা '৯৯ তে অনেকগুলি পৃষ্ঠা কালো করেছেন আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে নোংরা খেস্তি খেউড় গেয়ে। যেগুলির উত্তর দেওয়া কোন ভদ্রলোকের পক্ষে সমীচীন নয়। অন্ধ দলীয় গোঁড়ামীর কারণে হানাফী শাফেঈ কোন্দল করে হালাকু খাঁকে ডেকে এনে আপনারা ইতিপূর্বে বাগদাদের মুসলিম খেলাফত ধ্বংস করেছেন ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে। আহলেহাদীছরা উক্ত মাযহাবী গোঁড়ামী উৎখাত করে মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী মহা জাতিতে পরিণত করতে চায়। কিন্তু এ পথে সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল তাক্বলীদের ভাইরাসে আক্রান্ত ঐসব নামধারী মুফতী ছাহেবদের মত কিছু লোক। শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী এদের থেকে দূরে অবস্থান করেই জান্নাত তালাশ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন। আমীন!

৫. বুখারী ১/৫৪; মুসলিম ১/২৫৪; মিশকাত হা/১১৮৮, ১১৯১, ১১৯২।
৬. ফৎহুল বারী ৩য় খণ্ড, ১৯১ পৃঃ; ফৎহুলবারী ১ম খণ্ড, ২০৫ পৃঃ; উমদাতুল ক্বারী ২য় খণ্ড, ৩৫৮ পৃঃ; মীযানুল ই'তিদাল ১ম খণ্ড ২১ পৃঃ।
৭. তিরমিযী ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃঃ, নাসাঈ ২য় খণ্ড ১০১ পৃঃ; ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, ১৩৯ পৃঃ, আবুদাঊদ ১ম খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ।
৮. নায়লুল আওত্বার 'হীলা বিবাহ' অধ্যায় ৭/৩১১ পৃঃ।
৯. কিতাবুল গুনিয়াহ (মিসরী ছাপাঃ ১৩৪৬ হিঃ) ১/৯০-৯১ পৃঃ।

সংগঠন সংবাদ

নীলফামারী যেলা সম্মেলন

গত ২১শে মে'৯৯ শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় কৈমারী হাইস্কুল মাঠে যেলা সম্মেলন '৯৯ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন তাওহীদী কাফেলার নাম। বাংলাদেশের বর্তমান জাহেলী সমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর স্থির লক্ষ্য নিয়ে এই কাফেলা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে দাওয়াত ও জিহাদের কর্মসূচী নিয়ে। আসুন উক্ত কাফেলায় শরীক হ'য়ে ইসলামের আদি রূপকে প্রতিষ্ঠা করি।

তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসকে যুগে যুগে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সকল চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। তিনি পাক-ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন উৎখাতে আহলেহাদীছদের অবদানের কথা তুলে ধরে বলেন, ইংরেজদের কুফরী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছরাই সর্বপ্রথম সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের জিহাদ আন্দোলনের মুখে ইংরেজরা এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। তিনি বলেন, আহলেহাদীছদের নেতৃত্বে পরিচালিত 'জিহাদ আন্দোলন' ছিল উপমহাদেশের সর্বপ্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন। পাটনা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দিনাজপুর, হাকিমপুর, সাতক্ষীরা, রাজশাহীসহ সমগ্র বরেন্দ্র ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল পদ্মা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র-তিস্তার কূলে সেই সব মুজাহিদদের বংশধরেরা আজও তাদের জিহাদী উত্তরাধিকার রক্ষা করে চলেছে। একদেশদর্শী ঐতিহাসিকেরা তথাকথিত 'ওয়াহহাবী' নাম দিয়ে আহলেহাদীছদের সেই খুনরাঙা ইতিহাসকে চাপা দিয়ে রাখতে চায়।

এ প্রসঙ্গে মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্বাধীনতা সংগ্রামে শাহ ইসমাঈল শহীদ, সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, সৈয়দ নিছার আলী তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ্, মাওলানা বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলীর অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান সমাজে যে ইসলাম চলছে তা প্রকৃত ইসলাম নয়। শিরক ও বিদ'আতের হিংস্র থাবায় ইসলাম আজ বিপর্যস্ত। এ অবস্থায় বাংলার দু'কোটি আহলেহাদীছ জনতাকে তাদের বিগত ঐতিহ্য স্মরণ করে দাওয়াত ও

জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং অন্যান্য ভাইদেরকে যাবতীয় গোঁড়ামী ছেড়ে হাদীছ পন্থী হওয়ার আহবান জানাতে হবে।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যেলা সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন, মাওলানা আকরামুয্যামান বিন আব্দুস সালাম, 'মারকায যোবায়ের বিন আদী ইসলামিক সেন্টার'-এর পরিচালক হামেদ মুহাম্মাদ আল-ইমাম (সুদান)। অতঃপর তাঁর আরবী বক্তব্যের অনুবাদ করেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক 'যুবসংঘে'র অনুমোদিত কর্মী আবদুল বারী বিন মুয্যাম্মিল হক প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা যুবংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান।

যুবায়ের বিন আদী ইসলামিক সেন্টার পরিদর্শনঃ 'মারকায যুবায়ের বিন আদী ইসলামিক সেন্টার'-এর পরিচালক হামেদ মুহাম্মাদ আল-ইমাম (সুদান) মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফর সঙ্গীদের সঊদী আরবের 'আল-হারামাইন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন' কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'যুবায়ের বিন আদী ইসলামিক সেন্টার' পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ২২ মে শনিবার সকাল ৭ ঘটিকার সময় 'যুবায়ের বিন আদী ইসলামিক সেন্টারে' গমন করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও শিক্ষক মণ্ডলী আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফর সঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানান। তিনি তাঁদের সাথে কুশলাদি ও মতবিনিময় করেন। মুহাতারাম আমীরে জামা'আত নীলফামারী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালককে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর একটি 'অনন্য উপহার' ও ক্যাসেট প্রদান করেন। অতঃপর তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা ইসলামিক সেন্টার পরিদর্শন করেন এবং পরিশেষে তিনি ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে লালমণিরহাট যেলা সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

লালমণিরহাট যেলা সম্মেলন

গত ২২ মে'৯৯ শনিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মহিষখোচা হাইস্কুল ও কলেজ মাঠে যেলা সম্মেলন '৯৯ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, সমাজ সংশোধনই আমাদের মূল লক্ষ্য। ব্যক্তি সংশোধনের মাধ্যমে আমরা সমাজ সংশোধন চাই। আর সমাজ সংশোধনের মূল হাতিয়ার হচ্ছে আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'। তিনি বলেন, মানব রচিত কোন ইজম, তরীকা, মাযহাব ও মতবাদ দিয়ে সমাজ সংশোধন সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এসব মতবাদ দিয়েই আজ সমাজ সংশোধনের ব্যর্থ চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে সমাজ সংশোধন তো হচ্ছেই না বরং সমাজ ক্রমশঃ অধঃপতনের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সমাজকে এই অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হ'লে সমাজ সংস্কারের নির্ভুল হাতিয়ার আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'-র আলোকে দেশ ও সমাজ পরিচালনায় এগিয়ে আসতে হবে।

যেলা সভাপতি মাওলানা মনছূরুর রহমান -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে দরসে কুরআন পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর যেলা সভাপতি মাওলানা মুস্তাযির রহমান, দরসে হাদীছ পেশ করেন মাওলানা শফীকুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী মাওলানা আনোয়ারুল হক, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, মাওলানা আকরামুয্যামান প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হাতে অনেকে শারঈ বায়'আত গ্রহণ করেন। বাদ ফজর তিনি 'আন্দোলন' এবং 'যুবসংঘ'-এর যেলা দায়িত্বশীলদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। সেখানে তিনি যেলার কার্যক্রম আরও জোরদার করার পরামর্শ প্রদান করেন।

কুমিল্লা যেলা সম্মেলন

গত ২৪ মে '৯৯ রোজ সোমবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বুড়িচং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে যেলা সম্মেলন '৯৯ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন

বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, বর্তমান পৃথিবীতে রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের দ্বারা বহু মতবাদের জন্ম হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ও সমালোচিত মতবাদ হচ্ছে 'গণতন্ত্র'। দেশে দেশে আজ গণতন্ত্রের জয়জয়কার। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের বিষবাষ্পে বিশ্বব্যাপী আজ যোগ্য নেতৃত্বের সংকট দেখা দিয়েছে। জাতি এইসব অযোগ্য ওস্বার্থান্ধদের কাছ থেকে কি আশা করতে পারে? তিনি বলেন, গণতন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে মানুষকে উক্ত আসনে বসানো হয়েছে। বলা হয়েছে 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'। এর মাধ্যমে মুসলমানদের আক্বীদা ও আমলের উপর আঘাত হানা হয়েছে।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'জনগণ নয় আল্লাহই সকল ক্ষমতার উৎস'। এই যমীন আল্লাহ্র, হুকুমও চলবে আল্লাহ্র। আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে আমাদেরকে তারই সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তাঁরই প্রেরিত অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা) -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ও ঢাকা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা মোশাররফ হোসাইন আকন্দ (ঢাকা), হাফেয আবদুল মতীন সালাফী (কুমিল্লা), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও মাসিক **'আত-তাহরীক'** পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। পরদিন ফেরার পথে তিনি কুমিল্লা শহরের বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে অনতি দূরে শাসন গাছায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত ইসলামিক সেন্টার পরিদর্শন করেন।

মহিলা সমাবেশ

গত ২৫ মে '৯৯ রোজ মঙ্গলবার 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ঢাকা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ২২০ বংশাল রোড (২য় তলা) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা কার্যালয়ের উপরের তলায় এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, বর্তমান সমাজের মহিলারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয়। সচেতন নয় নিজ অধিকার ও নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে। ফলে তারা আজ বিভিন্ন পণ্যের এমনকি জুতা-স্যাণ্ডেলের বিজ্ঞাপনের মডেল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ ইসলাম মহিলাদের সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছে। তিনি বলেন, মহিলাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হ'তে হবে এবং আল্লাহ্র নির্দেশিত 'অহি'-র শিক্ষায় শিক্ষিত হ'তে হবে। ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যতীত মহিলারা তাদের হারানো অধিকার ও মর্যাদা ফিরে পেতে পারে না। তিনি সমবেত মহিলাদেরকে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র সদস্যা হয়ে মহিলা অঙ্গণে দাওয়াতী কাজ জোরদার করার আহবান জানান। শেষে তিনি মহিলাদের প্রেরিত অনেক গুলি প্রশ্নের জওয়াব দেন।

সমাবেশে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ঢাকা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, পরিচালনায় ছিলেন, কোতওয়ালী এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন। যেলা আহবায়িকা বেগম শামসুন্নাহার বিগত ডিসেম্বর- এপ্রিল পাঁচ মাসের সাংগঠনিক অগ্রগতি রিপোর্ট মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকটে লিখিতভাবে পেশ করেন। আমীরে জামা'আত উক্ত রিপোর্ট পেয়ে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন ও তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ৬৮ জন মহিলা যোগদান করেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল ঢাকা যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'।

টাংগাইল যেলা সম্মেলন

গত ২৬শে মে'৯৯ রোজ বুধবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাংগাইল সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে রামদেবপুর হাজী বাড়ী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে যেলা সম্মেলন '৯৯ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বার বার ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। কিন্তু মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেনি। বরং দিন দিন মানুষের অবস্থা খারাপ হয়েছে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাংগন দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, এই ভাংগন ঠেকাতে হ'লে আমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যেতে হবে। আর সে জন্য আমাদেরকে নেতা নয়, নীতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। দেশ পরিচালনায় সর্বোত্তম

নীতি ও আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস আল্লাহ্র 'অহি'। আর সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শ। তিনি দেশের নেতৃবৃন্দকে অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি'-র বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনার আহবান জানান।

যেলা সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, দারুল ইফতার সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ সহকারী তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল লতীফ, মাওলানা কফীলুদ্দীন প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

হজ্জ সফরে মুহতারাম নায়েবে আমীর

বিগত ১৮ই মার্চ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম নায়েবে আমীর **অধ্যক্ষ আবদুছ ছামাদ** (কুমিল্লা) তাঁর ছয় জন সফর সঙ্গী সমভিব্যাহারে হজ্জ সফরে রওয়ানা হন। ১৯শে মার্চ মক্কা মোকাররমায় পৌঁছে তাঁরা ওমরাহ সম্পাদন করেন। ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত তাঁরা মক্কা মু'আয্যামায় অবস্থান করেন। ১১ই এপ্রিল মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন এবং যথানিয়মে মসজিদে নববীতে ছালাত ও যিয়ারত সম্পন্ন করেন।

অতঃপর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্রদের বিশেষ আমন্ত্রণে মুহতারাম নায়েবে আমীর ১৪ই এপ্রিল মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। বাংলাদেশী ছাত্রদের সমন্বয়ে এক নৈশ বৈঠকে প্রদত্ত নাতিদীর্ঘ ভাষণে তিনি মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** -এর নেতৃত্বে পরিচালিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বহুমুখী খেদমতের বর্ণনা দিয়ে সকলকে সমাজ ও জামা'আতের খেদমতে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

অতঃপর তিনি তাঁর সফর সঙ্গী সমভিব্যাহারে ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানের পর ২০শে এপ্রিল ছহী সালামতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

গাইবান্ধা যেলা সম্মেলন

গত ৩রা জুন '৯৯ রোজ বৃহস্পতিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সদর থানাধীন রামচন্দ্রপুর রহমানিয়া মাদরাসা ময়দানে যেলা সম্মেলন '৯৯ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণের মাধ্যমেই ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন মাযহাব ও ইজমের অন্ধ অনুসরণ করছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন ইজম, মতবাদ মাযহাব ও তরীকার বেড়াজাল হ'তে মুক্ত হয়ে সকল মুসলমানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসারী হ'তে হবে। আর এ পথেই মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পরকালে নাজাতের ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তোলার আহবান জানান।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা সভাপতি মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

জনগণের প্রকৃত বন্ধু আল্লাহ

-আমীরে জামা'আত

'সস্তা শ্লোগান দিয়ে ভোটারদের মনস্তুষ্টি করে বঙ্গভবনের একটা চেয়ার দখল করার মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের কোন গ্যারান্টি নেই। তাই স্থায়ী সমাজ বিপ্লবকে আমরা চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছি। আমাদের বিষয়বস্তু হ'ল জনগণ, বঙ্গভবন মূল টার্গেট নয়। তাই বলে ওটা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ এলাকা নয়। আমরা মনে করি জনগণের প্রকৃত বন্ধু আল্লাহ। তাই আল্লাহ প্রেরিত বিধান ব্যতীত মানুষের স্থায়ী কল্যাণ সাধনের অন্য কোন পথ নেই'।

গত ১৩ই জুন '৯৯ রোজ রবিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজবাড়ী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় বাহাদুরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। উল্লেখ্য যে, প্রায় তিন বছর পূর্বে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে উক্ত জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাহেলী আরবের কুফরী সমাজ ব্যবস্থার সাথে বর্তমান যুগের সমাজ ব্যবস্থার তুলনা করে তিনি বলেন, সে যুগের আবদুল্লাহ্রা আবু ত্বালেবরা আল্লাহ্কে মানত, ক্বিয়ামতকে বিশ্বাস করত কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধান করত। কিন্তু আল্লাহ্র ইবাদত বা আনুগত্য করত না এবং তাঁর বিধান মানত না। এযুগের আবদুল্লাহ্রাও আল্লাহ্কে মানে, নারায়ে তাকবীর দেয় জশনে জুলূসে মীলাদুন্নবী করে। কিন্তু আল্লাহ্র

আনুগত্য করে না ও তাঁর বিধান মানেনা। সে যুগের আবদুল্লাহ্‌রা সূদখোর, ঘুষখোর, যেনাকার ও জুয়াড়ী ছিল। এ যুগের আবদুল্লাহ্‌রাও সেগুলো নির্বিবাদে করে যাচ্ছে। বরং সূদ, লটারী ও বেশ্যাবৃত্তির জন্য সরকারী লাইসেন্স দেওয়া হয়। সেযুগের আবদুল্লাহ্‌রা তাদের সমাজের নেককার লোকদের মূর্তি বানিয়ে কা'বা ঘরে রাখত ও তার অসীলায় পরকালীন মুক্তি কামনা করত। এযুগের আবদুল্লাহ্‌রাও তাদের কথিত অলি-আউলিয়াদের কবর পূজা করে ও তার অসীলায় বিপদ মুক্তি ও পরকালীন মুক্তি কামনা করে। পার্থক্য এই যে, তারা মূর্তি বানিয়ে সামনে রাখত আর আমরা কবরে ঢেকে রাখি। কিন্তু আক্বীদা উভয় ক্ষেত্রে একই।

এমতাবস্থায় ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে ফেলে আসা সেই জাহেলিয়াত পুনরায় ব্যাপকহারে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইহুদী-নাছারা, অগ্নি উপাসক ও ব্রাহ্মন্যবাদীদের জয়জয়কার চলছে। অথচ আমরা। কেবল ভোট যুদ্ধ নিয়েই ব্যস্ত আছি। আর তাই সার্বিক সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমরা দেশে প্রচলিত ইসলাম বিরোধী সকল বিধান বাতিল করে আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'-র বিধান কায়েমের দাবী জানিয়েছি। আমরা এই দাবীকে গণদাবীতে পরিণত করতে চাই এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যার মধ্যেই রয়েছে জনগণের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি।

যেলা সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সহকারী তাবলীগ সম্পাদক এস, এম আব্দুল লতীফ প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, যমুনা আন্তঃনগর ট্রেনে করে রবিবার সকাল ১০ টায় পাংশা ষ্টেশনে অবতরণের পরে যেলা সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ সম্মানিত মেহমানদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং আলহাজ্জ আবদুল মজীদ-এর বাড়ীতে তাঁরা আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখান থেকে বাদ আছর প্রাইভেট ট্রাক্সি যোগে ১২ কিঃ মিঃ দূরে সম্মেলন স্থল পদ্মা তীরবর্তী বাহাদুরপুর গমন করেন। পরদিন সকালে রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়া-পূর্ব দুই যেলার দায়িত্বশীলদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর স্থানীয় সেনগ্রাম ঘাট থেকে শ্যালো নৌকা যোগে পদ্মা পার হয়ে সাতবাড়ীয়া বাজার হয়ে সুজানগর, পাবনা, ঈশ্বরদী, নাটোরের পথে তাঁরা রাজশাহী পৌঁছেন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-(১/১৫১)ঃ ওযূতে ঘাড় মাসাহ করার কি কোন ছহীহ হাদীছ আছে? অনেক ভাইকে ওযূর সময় ঘাড় মাসাহ করতে দেখি। তারা কোন্ দলীলের ভিত্তিতে ঘাড় মাসাহ করে থাকেন? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

-আব্দুছ ছামাদ
বর্ধমান, ভারত।

উত্তরঃ ওযূতে ঘাড় মাসাহ করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এ ব্যাপারে আবূদাঊদে একটি হাদীছ পাওয়া যায় *(যঈফ আবুদাঊদ হা/১৫)*। যে সম্পর্কে ইমাম নববী বলেন, হাদীছটি মওযূ'। সুতরাং এটা সুন্নাত নয় বরং বিদ'আত' *(নায়লুল আওত্বার, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫৮)*। হানাফী ফক্বীহ ক্বাযী খান বলেন, 'ঘাড় মাসাহ করা আদবও নয় সুন্নাতও নয়' *(আইনি তুহফা সালাতে মুস্তফা ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪। গৃহীতঃ কাবীরী পৃঃ ২৪)*। হেদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন, 'কেউ বলেন এটা বিদ'আত' *(ফাৎহুল ক্বাদীর, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৪)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, ঘাড় মাসাহ -এর ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ হাদীছ নেই' *(যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯)*। অতএব যারা ওযূর সময় ঘাড় মাসাহ করেন তাদের দলীল যঈফ ও যাল হাদীছ বৈ কিছুই নয়। আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ সিলসিলা আহাদীছ আয-যাঈফাহ হা/৬৯।

প্রশ্ন-(২/১৫২)ঃ আমি শুনেছি যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) নাকি হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে ঈর্ষা বা হিংসা করতেন। এরূপ কোন হাদীছ আছে কি? থাকলে দয়া করে হাদীছটি আত-তাহরীকে প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

-ফযীলাতুন্নেসা
অনুপনগর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন। হাদীছটি নিম্নরূপ-

'হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, খাদীজা (রাঃ)-এর প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হ'ত, ততটা ঈর্ষা নবী করীম (ছাঃ)-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি হ'ত না। অথচ তাকে আমি দেখিনি। (ঈর্ষার কারণ এই ছিল যে) নবী করীম (ছাঃ) অধিকাংশ সময় তাঁর কথা আলোচনা করতেন। প্রায়শঃ বকরী যবহ করে তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে

খাদীজার বান্ধবীদের জন্য (হাদিয়া স্বরূপ) পাঠাতেন। আমি কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতাম, মনে হয় দুনিয়াতে খাদীজা ব্যতীত আর কোন স্ত্রী লোকই নেই। উত্তরে তিনি বলতেন, নিশ্চয়ই সে এরূপই ছিল, এরূপই ছিল। আর তার পক্ষ হ'তেই আমার সন্তান-সন্ততি রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৭৭)*।

এখানে ঈর্ষা অর্থ হিংসা নয়। যেমনটি আমাদের দেশে দুই সতীনের মধ্যে হয়ে থাকে। কারণ এখানে মা আয়েশা (রাঃ) খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর ন্যায় উত্তম মহিলা হওয়ার আকাংখা পোষণ করতেন। আর ভাল কিছুর সাথে নিজেকে তুলনা করে অনুরূপ ভাল হওয়ার আকাংখা পোষণ করাকে ঈর্ষা বলা হয়, হিংসা নয়।

প্রশ্ন-(৩/১৫৩)ঃ অপবিত্র অবস্থায় সংসারের কাজকর্ম করা, কুরআন স্পর্শ বিহীন তেলাওয়াত করা এবং কুরআনের কোন আয়াত দো'আ হিসাবে পড়া যাবে কি-না? আর ওযূ ছাড়া কুরআন ও হাদীছ স্পর্শ করে পড়া যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ফাতেমাতুয যাহরা
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট
বগুড়া।

উত্তরঃ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ বিহীন তেলাওয়াত করা ও উহা দো'আ হিসাবে পড়া এবং বিনা ওযূতে কুরআন-হাদীছ স্পর্শ করা জায়েয।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকির করতেন' *(মুসলিম, সুবুলুস সালাম, ১ম খণ্ড ১২১ পৃঃ, হা/৭২, ১২)*।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার আল্লামা ছান'আনী বলেন, – فتدخل تلاوة القرآن و لو كان جنبًا

'সর্বাবস্থায় যিকির করার মধ্যে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত'। তিনি আরও বলেন, لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ। অর্থাৎ 'পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ উহা স্পর্শ করে না' (ওয়াক্বি'আহ ৭৯) অর্থ 'ফেরেশতাগণ'। এখানে বিনা ওযূ উদ্দেশ্য নয়। বরং বিনা ওযূতে কুরআন পড়া জায়েয (পৃঃ ঐ)। ইমাম আবু হানীফাহ ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, অপবিত্র অবস্থায় দো'আ হিসাবে, শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে, যিকির-আযকার হিসাবে কুরআন তেলাওয়াত জায়েয। যেমন- সফরের দো'আয় কুরআনের আয়াত পাঠ করা।- *আল-ফিক্বহুল ইসলামী ১/৩৮৪ পৃঃ।*

সুতরাং অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ বিহীন কুরআন তেলাওয়াত দো'আ ও যিকির-আযকার হিসাবে কুরআন পড়া এবং বিনা ওযূতে কুরআন স্পর্শ করে পড়া জায়েয। তবে অপবিত্র (জুনুবী) অবস্থায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তেলাওয়াত করেননি বলে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে (তিরমিযী প্রভৃতি, বুলূগুল মারাম হা/১০৫)। এর মধ্যে নিষেধের কোন দলীল নেই। তবু অনুরূপ অবস্থায় বিরত থাকা যেতে পারে।

প্রশ্ন-(৪/১৫৪)ঃ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা মায়েদার ১৫ নং আয়াতে উল্লেখ আছে-

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ

উক্ত আয়াতে 'নূর' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? আমাদের ক্লাসের একজন শিক্ষক বলেছেন, এই 'নূর' দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে 'নূর' দ্বারা ইসলাম বা হেদায়াত বুঝানো হয়েছে *(তাফসীরে কুরতুবী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩-৮; আল-বাহরুল মুহীত্ব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩; ফাৎহুল ক্বাদীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩)*। নাছের সা'দী ও অন্যান্য তাফসীরকারদের মতে 'কুরআন' বুঝানো হয়েছে। যুজাজ বলেন, এখানে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। যদি 'নূর' দ্বারা যুজাজের উক্তি অনুযায়ী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ধরে নেওয়া হয়, তাহ'লেও এর অর্থ এই নয় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরী। দুর্ভাগ্য অনেকেই এই আয়াতের অপব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নূরের তৈরী বলে থাকেন। যা সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কারণ।

সুতরাং অধিকাংশ মুফাস্সির ও উলামাদের মতে আয়াতে বর্ণিত 'নূর' দ্বারা ইসলাম, কুরআন বা হেদায়াতকেই বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-(৫/১৫৫)ঃ বিবাহ কি তাক্বদীরে লেখা থাকে? অনেকে বলেন, বিবাহ নাকি ভাগ্যের ব্যাপার। আরও শোনা যায় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং নারীকে পুরুষের বাম পাঁজরের হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর যে নারী যে পুরুষের বাম পাঁজর হ'তে সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গেই তার বিবাহ হবে। এর কোন ব্যতিক্রম

ঘটবেনা। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এর ফায়ছালা দিলে উপকৃত হব।

-আতাউর রহমান
গ্রামঃ ইসলামপুর
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ শুধু বিবাহ তাক্বদীরে লেখা আছে এমনটি নয়। বরং হাদীছে আছে যে, 'আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলের তাক্বদীর লিখেছেন আসমান যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯)*। কিন্তু তাক্বদীরে কি লেখা আছে সেটি মানুষের অজানা।

আর মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন এর অর্থ স্বামী-স্ত্রী নয় বরং নর ও নারী। হাদীছে যেটি পাওয়া যায় সেটি হ'ল- বিবি হাওয়াকে হযরত আদম (আঃ)-এর হাড্ডি হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার নিকট হ'তে নারীদের সাথে ভাল ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর। তাদেরকে পাঁজরের হাড় হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে। হাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাঁকা হাড় হ'ল উপরেরটা। আর তা হ'তেই নারীদের সৃষ্টি করা হইয়াছে....' *(বুখারী মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৮)*। উক্ত হাদীছে 'নারীদেরকে পাঁজরের হাড় হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে' দ্বারা বিবি হাওয়াকে আদমের পাঁজরের হাড় হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে বুঝানো হয়েছে। আর তিনি হচ্ছেন মূল। কাজেই সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। সুতরাং এটি মানুষের ভ্রান্ত ধারণা যে, নারীকে যে পুরুষের বাম পাঁজরের হাড় হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার সাথেই তার বিবাহ হবে।

প্রশ্ন-(৬/১৫৬)ঃ আমি শুনেছি যে, যে মসজিদে কুরআন ও হাদীছের বক্তব্য বা খুৎবা হয় না সেটি প্রকৃত অর্থে মসজিদ নয়। সে মসজিদে ছালাত আদায় করা আর ঘরে আদায় করা একই সমান। এমতাবস্থায় আমি ঘরে ছালাত আদায় করব, না মসজিদে আদায় করব? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

-আবুবকর
ঠিকানা বিহীন

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত শ্রুত ধারণাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যারা মসজিদে কুরআন ও হাদীছের বক্তব্য দেন না এ জন্য তারাই দায়ী হবেন এবং অন্যায়টিও তাদের। এ জন্য কোনক্রমেই মসজিদ দায়ী নয়। এমনকি কোন মসজিদে যদি চিরকাল ছালাত আদায় না হয়, তবুও সেটি মসজিদই থাকবে। মসজিদের সত্ত্ব বিলুপ্ত হবে না। যখনই যে ইচ্ছা করবে তাতে ইবাদত-বন্দেগী করতে পারবে, ছালাত কায়েম করতে পারবে এবং পূর্ণ ফযীলতও পাবে।

আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তার নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে (মুমিন লোকেরা) সকাল ও সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে' (নূর ৩৬)। উক্ত আয়াতে মসজিদকে মর্যাদাশীল করার অর্থ সেখানে সার্বক্ষণিক ইবাদত করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। ফলে এ অধিকার চিরকাল বহাল থাকবে। কারো বাধা ও কার্যকলাপে তা ক্ষুন্ন হবে না।

প্রশ্ন-(৭/১৫৭)ঃ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর আল্লাহ নিজের রূহ থেকে একটি রূহ আদম (আঃ)-এর দেহে প্রবেশ করালেন। উক্ত কথাটি কি কুরআনের? যদি কুরআনের কোন আয়াতের হয় তবে এর তাফসীর সম্পর্কে অবগত করে বাধিত করবেন।

-বযলুর রহমান
গ্রামঃ বিলবালিয়া, পোঃ বারইপটল
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তরঃ উক্ত কথাগুলো সূরা সাজদার ৯নং আয়াতের প্রথমাংশের অনুবাদ। নিম্নে এর অনুবাদ সহ সংক্ষিপ্ত তাফসীর পেশ করা হ'ল।

আয়াতঃ ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِن رُّوْحِهِ

অনুবাদঃ 'অতঃপর তিনি তাকে সুষম আকৃতি প্রদান করেন এবং তাতে তার পক্ষ থেকে (সৃষ্ট) রূহ সঞ্চার করেন'।

তাফসীরঃ আলোচ্য আয়াতের প্রসঙ্গ পূর্বের আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই প্রথমে ثُمَّ (অতঃপর) ব্যবহার করা হয়েছে। سَوَّاهُ শব্দের অর্থ 'তাকে সুষম আকৃতি প্রদান করেছেন'। আর نَفَخَ শব্দের অর্থ 'ফুঁক দিয়েছেন' কিন্তু এখানে এর পারিভাষিক অর্থ হ'ল 'তিনি (তাতে) প্রাণ সঞ্চার করেছেন'। مِن رُّوْحِهِ -এর মর্মার্থ হ'ল روح الذى خلقه لآدم অর্থাৎ 'তিনি আদমের দেহে সেই প্রাণ সঞ্চার করলেন যেটি আদমেরই জন্য তিনি সৃষ্টি করে রেখেছিলেন'। অতএব আয়াতাংশের মর্মার্থ দাঁড়াল যে, 'আল্লাহ তা'আলা আদমের দেহে সেই রূহটি সঞ্চার করলেন যেটি আগে থেকেই তিনি আদমের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছিলেন'। আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার

নিজের রূহের মধ্য হ'তে একটি রূহ আদম (আঃ)-কে দান করলেন। যেমনটি কেউ কেউ বলে থাকেন।

উল্লেখ্য যে, আয়াতে مِنْ رُوْحِهِ এর ه (হা) সর্বনামটি আদমের সম্মানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনটি طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ আয়াতে بَيْتِىَ শব্দে ىَ সর্বনামটি 'বায়েত' (কাবা গৃহ)-এর সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ 'আমার গৃহ'। আর এরূপ উদাহরণ কুরআনে অসংখ্য রয়েছে। ফলে "ه" সর্বনামটি যদিও আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করছে, কিন্তু তা থেকে আল্লাহ্‌র রূহ বুঝানো হয়নি। বরং এটা একমাত্র আদম (আঃ)-এর সম্মানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন-(৮/১৫৮)ঃ আমি একজন হানাফী মাযহাবের লোক। শুনেছি, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হয় না। আর আহলেহাদীছ ভাইগণ বলেন, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়লে ছালাত হয় না। কোন্‌টি সঠিক? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানালে খুশী হব।

-আব্দুর রহমান বিন দেলোয়ার
শরীফপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ 'ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হয় না' কথাটি দলীল সম্মত নয়। বরং সূরা ফাতিহা না পড়লে ছালাত হবে না এ কথাই বিশুদ্ধ ও ছহীহ হাদীছ সম্মত। (১) মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'সে ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৭৮)*। (২) মহানবী (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার সে ছালাত অসম্পূর্ণ। একথা তিনি তিনবার বলেন। হাদীছের বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে এই মর্মে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকি? তিনি বললেন, তখন সূরা ফাতিহা চুপে চুপে পড়' *(মুসলিম, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরা'আত' অনুচ্ছে পৃঃ ৭৮)*। (৩) উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (ছাঃ) ছাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করেন 'আমি মনে করছি তোমরা ইমামের পিছনে কিছু (সূরা) পড়ছ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)। তখন তিনি বললেন, তোমরা এমনটি করনা, শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। কেননা ওটা ব্যতীত ছালাত হয় না' *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৫৭, ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৩৬-৩৭; মিশকাত হা/৮৫৪ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ থেকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া যরূরী প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে এটিও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যে সকল হাদীছে ইমামের পিছনে সাধারণ ভাবে সূরা পাঠ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, তা দ্বারা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইমামের পিছনে থাকাবস্থায় শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে, অন্য কোন সূরা নয়।

প্রশ্ন-(৯/১৫৯)ঃ বর্তমানে 'তাবলীগ জামা'আত' নামে পরিচিত দলটি যে পদ্ধতিতে তাবলীগ করে বেড়ায় যেমন- ছয় উছূলের দাওয়াত, চল্লিশ দিনের চিল্লা, হাড়ি-পাতিল ও বিছানা-পত্র নিয়ে মসজিদে অবস্থান করা এবং চিল্লায় যাওয়ার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা ইত্যাদি কার্যগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু সঠিক?

-ক্বারী হেকমতুল্লাহ
গ্রামঃ কিশোরী নগর
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ তাবলীগ জামা'আতের দাওয়াতের মূল ভিত্তি যে ছয় উছূল রয়েছে মূলতঃ সেটিই পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভেজাল তাবলীগ হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। কারণ, খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ তাবলীগের জন্য যে দু'টি মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা এই ছয় উছূলের মধ্যে নেই। আর তা হ'ল **প্রথমতঃ** কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গঠনের দাওয়াত। **দ্বিতীয়তঃ** যাবতীয় কুসংস্কার ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিরোধ। এই দু'টি বিষয় ব্যতীত কোন তাবলীগ যেমন মানুষের ঈমান ও আমলকে খাঁটি করতে পারে না, তেমনি সমাজ থেকে শিরক, বিদ'আত ও অশ্লীল কাজকর্মও বন্ধ করতে পারে না। তাছাড়া এই জামা'আতের দাঈদের মাধ্যমে তাদের মুরব্বীদের অলৌকিক স্বপ্ন এবং অসংখ্য জাল-যঈফ ও বানাওয়াট হাদীছ ছড়ানো হচ্ছে। ফলে এই দলটির কোন কোন কার্যক্রম ভাল হ'লেও সামগ্রিক বিবেচনায় এই 'তাবলীগ' মোটেই খাঁটি তাবলীগ নয়। বরং এদের সঙ্গে থাকলে আক্বীদা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

প্রশ্ন-(১০/১৬০)ঃ আমি প্রায় সময়ই সফর করে থাকি। শুনেছি যে, সফরে ছালাত 'ক্বছর' করা উত্তম। যদি তাই হয় তবে ক্বছর 'করার' পদ্ধতি কি? এবং সব ছালাতেই কি 'ক্বছর' করতে হবে? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবুল কালাম
হোটেল গোল্ডেন ইন
রাজারবাগ, ঢাকা।

উত্তরঃ হ্যাঁ, সফরে (ফরয) ছালাত 'ক্বছর' করাই উত্তম। কারণ সফর অবস্থায় ছালাতে 'ক্বছর' করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি একটি উপহার স্বরূপ। আর উপহার যে গ্রহণ করাই উত্তম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন- ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি ছাদাক্বা। আল্লাহ তা'আলা (ছালাত 'ক্বছর' করার অনুমতি দানের মাধ্যমে) তোমাদের প্রতি এটি ছাদাক্বা হিসাবে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তাঁর ছাদাক্বা গ্রহণ কর'(*মুসলিম, 'মুসাফিরদের ছালাতে ক্বছর' অধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১*)। উল্লেখিত হাদীছে মহানবী (ছাঃ) এই উপহার গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ), আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর সাথে সফরে থেকেছি। তাঁরা সফরে দু'রাক'আতের অধিক ছালাত আদায় করতেন না' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, 'সফরের ছালাত' অধ্যায়, পৃঃ ১১৮*)।

উপরোক্ত হাদীছ ও ছাহাবাগণের আমল থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সফরে ছালাত 'ক্বছর' করাই উত্তম।

প্রকাশ থাকে যে, চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতেই শুধু 'ক্বছর' রয়েছে। যেমন- যোহর, আছর ও এশা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'সফরে ছালাত' অধ্যায়, পৃঃ ১১৯)*।

ক্বছর ছালাত দু'রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের মতই পড়তে হয়। অর্থাৎ চার রাক'আত বিশিষ্ট 'ফরয' ছালাতকে ক্বছরের নিয়তে ইক্বামতসহ দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবে। এছাড়া ক্বছরের আর কোন পৃথক পদ্ধতি নেই। মুসাফিরের জন্য শরীয়তে আরও সহজ হুকুম রয়েছে। সেটি হ'লঃ

আপনি ইচ্ছা করলে সফর অবস্থায় দুই ওয়াক্ত ছালাত এক ওয়াক্তে দুই ইক্বামতে জুমা ও ক্বছর করে পড়তে পারেন। অর্থাৎ যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আছর ২+২=৪ রাক'আত কিংবা আছরের ওয়াক্তে যোহরকে পিছিয়ে অনুরূপভাবে দুই দুই চার রাক'আত এবং মাগরিব ও এশা তিন ও দুই পাঁচ রাক'আত দুই ইক্বামতে পড়তে পারেন। সফরে কোন সুন্নাত না পড়লেও চলবে কেবল বিতর এক রাক'আত ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়া। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সফর করেছি। কিন্তু তাঁকে সফরে দু'রাক'আতের বেশী পড়তে দেখিনি'। অন্য বর্ণনায় আবুবকর, ওমর, ওছমান কেও অনুরূপ করতে দেখেছি (মুত্তাফাক্ব আলাইহ)। তিনি বলেন, যদি সফরে সুন্নাত পড়তে হ'ত, তবে আমি পুরা পড়তাম' (মুসলিম)। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, বিতর ও ফজরের সুন্নাত ব্যতীত সফরের হালতে অন্য কোন সুন্নাত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আদায় করেছেন বলে বিশুদ্ধ ভাবে প্রমাণিত হয়নি' *(নায়লুল আওত্বার ৪/১৪০-৪৪ পৃঃ 'এক আযান ও দুই এক্বামতে সুন্নাত বিহীনভাবে দুই ফরয ছালাত জমা করা' 'অনুচ্ছেদ'। মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৩৮)*।

প্রশ্ন-(১১/১৬১)ঃ জনৈক ব্যক্তি মসজিদে জুম'আর ছালাতে এই মর্মে ফৎওয়া প্রদান করেন যে, চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত একবারে পড়া যাবে না। প্রথম দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় দুই রাক'আত পড়তে হবে। এ নিয়ে মসজিদে মুছল্লীদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়। ফৎওয়াটি কতটুকু সঠিক? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল আলম
গ্রামঃ দিগটারী
ডাকঃ কান্দির হাট
থানাঃ পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ চার রাক'আত সুন্নাত এক সালামে পড়ার প্রমাণেও ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যোহরের পূর্বে চার রাক'আত যার মাঝে কোন সালাম নেই, এগুলোর জন্য আসমানের দরজা সমূহ উন্মুক্ত করা হয়' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী ফিশ শামায়েল ও ইবনু খোযায়মা -এর বরাতে ছহীহুল জামে' হা/৮৮৫; ছহীহ আবুদাউদ হা/১১৩১)*।

হযরত আলী (রাঃ)-কে নবী করীম (ছাঃ)-এর দিনের বেলার নফল ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, '... তিনি যোহরের ছালাতের পূর্বে যখন সূর্য ঢলে যেত তখন চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং যোহরের পরে দুই রাক'আত আদায় করতেন আছরের পূর্বে চার রাক'আত পড়তেন। প্রতি দুই রাক'আতকে পৃথক করতেন নিকটবর্তী ফেরেস্তা, নবীগণ ও তাদের অনুসারী মুমিন-মুসলিমদের উপর সালাম দিয়ে (অর্থাৎ আত্তাহিইয়াতু লিল্লা-হে..... বলে)....' *(নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাদীছ হাসান, দ্রষ্টব্যঃ সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহাহ হা/২৩৭)*। নাসাঈর বর্ণনায় রয়েছে চার রাক'আত শেষে সালাম ফিরাতেন (ঐ)।

তবে দুই সালামে চার রাক'আত আদায় করাও জায়েয আছে। মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'রাতের এবং দিনের ছালাত দুই দুই রাক'আত করে' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/১১৫১; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৩১, ৩৮৩২)*।

অতএব চার রাক'আত সুন্নাত এক সালামে ও দুই সালামে উভয় পদ্ধতিতে আদায় করা ছহীহ হাদীছ সম্মত।

প্রশ্ন-(১২/১৬২)ঃ হাদীছে আছে, যে মহিলা তার 'অলী' বা অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে করবে তার বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। এখন প্রশ্ন হ'ল। জনৈকা মেয়ে কোন এক ছেলেকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মেয়ের অভিভাবক সেই বিয়েতে রাযী নয়। এমতাবস্থায় সে মেয়েটি উক্ত ছেলেকে বিয়ে করলে সে কি উপরোক্ত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত হবে? উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
বি, এ, (অনার্স) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
নাটোর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, নাটোর।

উত্তরঃ মেয়েটি উল্লেখিত হাদীছের আওতাভুক্ত হবে। কেননা নবী করীম (ছাঃ) অপর হাদীছে বলেন, لا نكاح إلا بولى 'ওলী ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ নয়' *(আহমাদ, সুনান চতুষ্টয়; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫৫; মিশকাত, হা/৩১৩০)*।

নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 'কোন মহিলা অপর কোন মহিলার বিয়ে দিবে না এবং কোন মহিলা নিজেকেও (ওলী ব্যতীত) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে না' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩৬, হাদীছ ছহীহ, দ্রষ্টব্যঃ ছহীহুল জামে' হা/৭২৯৮; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪১)*।

প্রকাশ থাকে যে, হানাফী মাযহাব মতে 'ওলী' ব্যতীত মহিলার জন্য বিবাহ করা বৈধ। উক্ত মতের সপক্ষে যে দলীলগুলো পেশ করা হয়ে থাকে, পর্যালোচনা সহ নিম্নে তা তুলে ধরা হ'লঃ

১- আল্লাহ বলেন, 'যদি তাকে সে (অর্থাৎ তার স্বামী তৃতীয়) তালাক দেয়, তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না যতক্ষণ না সে তাকে ব্যতীত অন্য স্বামীকে বিবাহ করে' (বাক্বারাহ ২৩০)। অত্র আয়াতে বিয়ে করার বিষয়টি নারীর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। তাই নারী (ওলী ব্যতীত) বিয়ে করতে পারে।

জওয়াবঃ অত্র আয়াতে বিয়ে দ্বারা শারঈ পদ্ধতি অনুযায়ী বিয়েকে বুঝানো হয়েছে। আর তাহ'ল 'ওলী'র মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া।

২- আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা মহিলাদেরকে তালাক দিবে, অতঃপর তাদের ইদ্দতে পৌঁছে যাবে (অর্থাৎ ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যাবে), তখন তোমরা তাদেরকে তাদের স্বামীর সাথে বিবাহ করতে বাধা দিয়ো না'(বাক্বারাহ ২৩২)। অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, বিয়ে 'ওলী' ব্যতীত হয়।

জওয়াবঃ যদি ওলী ব্যতীত বিয়ে হ'ত, তবে 'বাধা দিয়োনা' কথার কোন অর্থ থাকত না।

৩- যেহেতু মহিলার বেচা কেনা করার অধিকার রয়েছে। তাতে 'ওলী'র দরকার হয় না। অনুরূপ ভাবে সে নিজের বিয়ে নিজে করতে পারে 'ওলী' ব্যতীত।
জওয়াবঃ দলীলের বর্তমানে ক্বিয়াস চলে না।

মোটকথাঃ 'ওলী' ব্যতীত কোন মহিলা বিয়ে করলে তার বিয়ে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী বাতিল হয়ে যাবে। তবে বিয়ে সিদ্ধ হওয়ার জন্য মেয়ের সম্মতি থাকা অন্যতম শর্ত। কেননা খানসা বিনতে খেদামকে তার সম্মতি ছাড়াই তার পিতা বিবাহ দেওয়াতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সেই বিবাহ রদ করে দিয়েছিলেন (বুখারী, মিশকাত হা/৩১২৮)। অবশ্য 'ওলী' কাফের হ'লে সে কথা ভিন্ন। তখন তার 'ওলী' হবেন ইসলামী হুকুমতের শাসক।

প্রশ্ন-(১৩/১৬৩)ঃ একটি মাসিক পত্রিকার প্রশ্নোত্তর বিভাগে এক ব্যক্তির প্রশ্নের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, পীরের নিকট বায়'আত হওয়া ফরয। যারা এ ফরয আদায় করে না, তারা ফাসেক ও গোনাহগার এবং তাদের শেষ পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। অপরদিকে মাযহাব অনুসরণ করা ও মাযহাবের গণ্ডিতে থেকে শরীয়তের বিধান মেনে চলাও ফরয। এই ফরয আদায় না করলে তাদেরকেও ফাসেক ও গোনাহগার হ'তে হয়। কথাগুলোর সত্যতা জানতে চাই।

-আবুল ফযল মোল্লা
গ্রামঃ আগ্রাকুন্ডা
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উপরোক্ত কথাগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও দলীল বিহীন দাবী মাত্র।

প্রথমতঃ পীরদের নিকট বায়'আত হওয়া কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিতে একটি জঘন্য বিদ'আত। যা পীর ছাহেবগণ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সমাজে চালু রেখেছেন।

ছাহাবী ও তাবেঈদের যুগে পীর-মুরীদীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। তারা একনিষ্ঠ ভাবে কেবল কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী ছিলেন। আজও যারা তাদের অনুসারী তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পন্থী, তারা পীর

মুরীদীতে মোটেও বিশ্বাসী নন। প্রচলিত পীর-মুরীদীর বায়'আতকেও তারা বিদ'আত বলে জানেন।

দ্বিতীয়তঃ নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের গণ্ডিতে থেকে শরীয়তের বিধান মেনে চলাকে ফরয মনে করাও একটি ভিত্তিহীন কথা। এর প্রতিবাদে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফীর বক্তব্যই যথেষ্ট। তিনি বলেন,

و من المعلوم أن اللّه سبحانه و تعالى ما كلّفَ أحدًا أن يكونَ حنفيًا أو مالكيًا أو شافعيًا أو حنبليًا بل كلفهم أن يعملوا بالسنة ...

'একথা সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাউকে বাধ্য করেননি হানাফী হ'তে, মালেকী হ'তে, শাফেঈ হ'তে অথবা হাম্বলী হ'তে বরং সকল মানুষকে বাধ্য করেছেন (কিতাব ও) সুন্নাতের উপর আমল করতে'... (মি'য়ারুল হাক্ব পৃঃ ৫৩)। ইমাম ত্বাহাভী বলেন, আবু হানীফা (রহঃ) যা বলবেন, আমিও কি তাই বলব? গোঁড়া ও নির্বোধ ব্যক্তি ব্যতীত কেউ (কারো) তাক্বলীদ করে কি? *হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ পৃঃ* ৩৭। বরং কোন বিষয় জানার প্রয়োজন হ'লে যেকোন যোগ্য আলেমের নিকেট দলীল সহকারে জেনে নিতে হবে' (নাহল ৪৩-৪৪)।

প্রশ্ন-(১৪/১৬৪)ঃ 'নূরুন্নবী' নাম রাখা জায়েয কি-না? এই নাম ধরে ডাকলে পাপ হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-নূরুন্নবী আকন্দ
গ্রামঃ বুড়াবুড়ী
থানাঃ গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ 'নূরুন্নবী' নাম রাখা জায়েয নয়। কারণ 'নূরুন্নবী' অর্থ হ'ল 'নবীর নূর' আপনি নবীর নূর। আর একথা এদিকে ইঙ্গিত করে যে, নবী করীম (ছাঃ) নূরের তৈরী ছিলেন। যা একটি ভ্রান্ত আক্বীদা মাত্র।

নবী করীম (ছাঃ) নূরের তৈরী ছিলেন না। বরং আমাদের মতই মাটির তৈরী ছিলেন (সূরা কাহফ ১১০)। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সকলে আদমের সন্তান আর আদম হ'লেন মাটি থেকে তৈরী' *(বায্যার -এর বরাতে ছহীহুল জামে' হা/৪৫৬৮)*।

অতএব 'নূরুন্নবী' নামটি যেহেতু ভ্রান্ত আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ, কাজেই ঐ নাম রাখা যাবে না। ঐ নামের অর্থে বিশ্বাসী হয়ে ডাকলে পাপী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

অতএব প্রশ্নকারীর প্রতি পরামর্শ রইল, আপনি আপনার নামটি এফিডেভিটের মাধ্যমে 'নূরুল হক' বা 'নূরুল ইসলাম' রাখতে পারেন।

প্রশ্ন-(১৫/১৬৫)ঃ কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে সোনা-রূপা খুলে রাখতে হবে এবং আলাদা পোশাক পরিধান করতে হবে। কথাটির সত্যতা কতটুকু? এবং ঐ মহিলা কতদিন পরে আবার বিয়ে করতে পারবে?

-আব্দুল্লাহিল কাফী
গ্রামঃ ছোট বনগ্রাম
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে শোক পালন স্বরূপ তাকে সোনা-রূপা সহ যাবতীয় সৌন্দর্যের উপকরণ বর্জন করতে হয় *(মুসলিম, নাসাঈ, ছহীহুল জামে' হা/৬৬৭৭; মিশকাত হা/৩৩৩৪)*। ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঐ ভাবেই থাকতে হয়। কাপড় যদি খুব রঙীন ও আড়ম্বর পূর্ণ না হয়, তবে ঐ কাপড় তার জন্য ইদ্দত কালীন সময়ে পরা বৈধ। ওটা পাল্টাতে হবে না। ঐ মহিলা স্বামীর মৃত্যুর চার মাস দশ দিন পর পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। কারণ চার মাস দশ দিন পর তার ইদ্দতের সময় শেষ হয়ে যায় (বাক্বারাহ ২৩৪)।

তবে ঐ মহিলা যদি গর্ভবতী হয়, তাহ'লে তার ইদ্দত হবে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত (তালাক্ব ৪)। গর্ভ খালাস হ'লেই তার জন্য পুনরায় বিবাহ করা বৈধ হবে (বুখারী, মিশকাত হা/৩৩২৮ 'বিবাহ' অধ্যায় 'ইদ্দত' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্ন-(১৬/১৬৬)ঃ ঈদের খুৎবা চলা কালে টাকা-পয়সা আদায় করা যাবে কি?

-নূরুল ইসলাম
গ্রামঃ নিমতলা
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ খুৎবা সমাপ্তির পর আদায় করাই উত্তম। নবী করীম (ছাঃ) বেলালের মাধ্যমে মহিলাদের দান গ্রহণ করেছিলেন খুৎবা দেওয়ার পর *(বুখারী হা/৯৭৮ 'ঈদের দিনে মহিলাদেরকে ইমামের নছীহত করা' অধ্যায়; মুসলিম হা/১১৪১ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

তবে খুৎবা চলাকালীন সময়ে টাকা-পয়সা আদায় করা যেতে পারে এজন্য যে, ঈদের খুৎবা শোনা ফরয নয়। নবী করীম (ছাঃ) ঈদের খুৎবা শোনা না শোনা উভয়টিকে ঐচ্ছিক রেখেছেন *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/১০৪৮)*। অত্র হাদীছটিকে হাকেম, যাহাবী, ইবনু খোযায়মা প্রমুখগণ 'ছহীহ' বলেছেন এবং আলবানী তাদের সমর্থন করেছেন *(তামামুল মিন্নাহ ৩৫০ পৃঃ)*।

তাছাড়া টাকা-পয়সা আদায় করা একটি বৈষয়িক ব্যাপার, যার নিষেধাজ্ঞা ঈদের খুৎবা চলাকালীন সময়ে আসেনি। অতএব খুৎবা শোনার আদবের দিকে খেয়াল রেখে ও শৃংখলা বজায় রেখে খুৎবা চলাকালীন সময়েও টাকা-পয়সা আদায় করা যাবে। তাতে শারঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন-(১৭/১৬৭)ঃ শবেবরাতের রাতে অথবা অন্য কোন রাতে একাকী অথবা সম্মিলিত ভাবে কবরের পার্শ্বে গিয়ে হাত তুলে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে মুনাজাত করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম
গ্রামঃ চর মাহমূদপুর
পোঃ মাহমূদপুর
মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তরঃ নির্দিষ্ট কোন দিন বা রাত নির্ধারণ না করে যে কোন সময়ে কবরের পাশে গিয়ে কবর বাসীর জন্য একাকী হাত উঠিয়ে দো'আ করা যায়। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) শেষ রাতে বাক্বী গোরস্থানে গিয়ে একাকী তাদের উদ্দেশ্যে হাত উঠিয়ে দো'আ করেছিলেন। *(ছহীহ মুসলিম ১/৩১৩ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবর বাসীদেরকে সালাম ও তাদের জন্য দো'আ' অনুচ্ছেদ যেয়ারতের সংক্ষিপ্ত দো'আ ব্যতীত অন্যান্য দীর্ঘ দো'আ ক্বিরব-মুখী হ'য়ে করতে হবে। কেননা কবর মুখী হ'য়ে দো'আ করতে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮ 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ)।* সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করার প্রচলিত নিয়মটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় বিধায় এটি পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন-(১৮/১৬৮)ঃ ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল করার কথা বললে অর্থাৎ যঈফ ও জাল হাদীছের পরিবর্তে ছহীহ হাদীছ শোনানো হ'লে কি ফেৎনা সৃষ্টি করা হয়? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- সন্যাস বাড়ী
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল করার কথা বলা এবং যঈফ ও জাল হাদীছের পরিবর্তে ছহীহ হাদীছ শোনানো একটি প্রশংসনীয় কাজ। এতে মোটেও ফেৎনা সৃষ্টি করা হয় না। বরং যারা একে ফেৎনা বলে থাকেন তারাই মারাত্মক ফিৎনার মধ্যে আছেন। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, দ্বীনের মাসআলা-মাসায়েল গ্রহণ করতে হবে ছহীহ হাদীছ থেকে। যঈফ ও জাল হাদীছ থেকে নয়। সত্য সন্ধানী মুমিনের জন্য ছহীহ-যঈফ বাছাই করে আমল করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের নিকট ফাসেক ব্যক্তি কোন খবর দিলে তা যাচাই কর' (হুজুরাত ৫)।

হাদীছের মধ্যে স্বার্থ শিকারী লোকেরা কিভাবে তাদের চক্রজাল বিস্তার করেছে, তা জানার জন্য **আত-তাহরীক** জুন '৯৯ সংখ্যা **দরসে হাদীছ** পাঠ করুন।

প্রশ্ন-(১৯/১৬৯)ঃ মেয়েদের মাসিকের কাপড় গোসল করা সাবান দিয়ে ধোয়া যাবে কি? যদি যায় তবে সে সাবান দিয়ে গোসল করলে গোসল পবিত্র হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মমতাজ বেগম
গ্রামঃ নানাহার
পোঃ মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মাসিকের কাপড় গোসল করা সাবান দিয়ে ধোয়া যাবে এবং ঐ সাবান দিয়ে গোসল করলে গোসলও পবিত্র হবে। এর বিপরীত ধারণা কুসংস্কার মাত্র।

প্রশ্ন-(২০/১৭০)ঃ বর্তমানে মেয়েরা যেভাবে বোরক্বা পরিধান করে বেড়িয়ে থাকেন এভাবে বোরক্বা পরিধান করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ রবী'উল ইসলাম
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ বর্তমানে প্রচলিত বোরক্বা পরিধান করে বেড়ানো যাবে। পবিত্র কুরআনে মেয়েদেরকে বড় চাদর ও ওড়না ব্যবহার করতে বলা হয়েছে (আহযাব ৫৯, নূর ৩১)। উল্লেখ্য, বড় চাদর ও ওড়নার বর্তমান বিকল্প হচ্ছে বোরক্বা। অতএব তা পরিধান করে বেড়ানো সন্দেহাতীত ভাবে জায়েয। প্রকাশ থাকে যে, বোরক্বা বলতে ঐ বোরক্বা উদ্দেশ্য যা ঢিলা-ঢালা হবে, অনাড়ম্বর হবে এবং সৌন্দর্য প্রকাশকারী হবে না।

প্রশ্ন-(২১/১৭১)ঃ কারো ফলের বাগানের ফল ঝরে পড়লে তা অন্য কেউ কুড়িয়ে খেতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ আবুল হাশেম
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রচণ্ড ক্ষুধায় নিরুপায় অবস্থায় ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কুড়ানো ফল খাওয়া জায়েয আছে। তবে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া জায়েয নয়। নবী করীম (ছাঃ)-কে গাছে ঝুলানো খেজুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, যদি নিয়ে যাওয়ার জন্য আঁচলে না বেঁধে কেবল

প্রয়োজন (ক্ষুধা) মেটানোর জন্য খায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১২৬৩ 'চুরির শাস্তি' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন-(২২/১৭২)ঃ জনৈক ব্যক্তির প্রথমা স্ত্রী স্বামীর কথা মত চলে না এবং ছালাত আদায় করে না। তাই ঐ ব্যক্তি তার উক্ত স্ত্রীর সাথে কথা বলে না, মেলামেশাও করে না। তবে ভরণ-পোষণ দেয়। অপরদিকে দ্বিতীয়া স্ত্রী ছালাত আদায় করে বলে তার সাথে আলাদা বাড়ী করে বসবাস করে। এমতাবস্থায় ঐ লোক প্রথমা স্ত্রীর সাথে কথাবার্তা না বলায় গোনাহগার হবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম
গ্রামঃ দিগটারী
ডাকঃ কান্দির হাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ স্ত্রী বা যে কারো সাথে পার্থিব কারণে কথাবার্তা বন্ধ রাখা শরীয়তে নাজায়েয *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহুল জামে' হা/৭৬৬০)*। তবে শারঈ কারণে যেমন- তাকে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দেওয়ার পরও তা মানতে অস্বীকৃতি জানালে তার সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখা ওয়াজিব। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর ছেলে একটি হাদীছের বিধান মানতে অস্বীকৃতি জানালে তার সাথে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কথা বলেননি *(মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ছহীহ)*। কা'ব বিন মালিক সহ তিন জনের সাথে নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ তাবুক যুদ্ধে কোন ওযর ছাড়াই শরীক না হওয়ার অপরাধে কথা বলা বন্ধ রেখেছিলেন *(বুখারী ও মুসলিম)*।

এক্ষণে কারো স্ত্রী যদি ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়ার পরও মানতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাকে প্রথমে উপদেশ দিতে হবে। উপদেশে কাজ না হ'লে একই ঘরে পৃথক বিছানায় থাকতে হবে। যদি এতেও কোন ফল না পাওয়া যায়, তবে তাকে মারধর করতে হবে (নিসা ৩৩ মর্মার্থ)। যদি এতেও কোন ফল না হয় তবে তার সাথে কথা বলা বন্ধ রাখা অবশ্যই বৈধ হবে।

প্রশ্ন-(২৩/১৭৩)ঃ একটি ইসলামী সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রচার দফতর কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত জুলাই'৯৭ ইং '১৭ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলুন' শিরোনামে লিফলেটে 'প্রিয় দেশবাসী! আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ ....' লেখা হয়েছে।

এক্ষণে আমার প্রশ্ন, যে দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করে, সেখানে এ ভাবে সালাম দেওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আবদুছ ছামাদ
পুটিহার, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মুসলিম অমুসলিম মিশ্রিত দেশবাসীকে আম ভাবে 'সালাম' দেওয়া জায়েয আছে। নবী করীম (ছাঃ) মুসলিম অমুসলিম মিশ্রিত মজলিস অতিক্রম কালে তাদেরকে সালাম দিতেন। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিম-মুশরিক-মূর্তি পূজারী ও ইহুদী সংমিশ্রিত একটি মজলিস অতিক্রম করলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৯ 'আদাব' অধ্যায় 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছে সালাম দ্বারা ঐ সালামই উদ্দেশ্য যা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত।

প্রশ্ন-(২৪/১৭৪)ঃ একটি মাসিক পত্রিকার জানুয়ারী '৯৯ সংখ্যার ৬০ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, তারাবীর ছালাত আগা গোড়া ২০ রাক'আতই পড়া হ'ত এবং এখন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে পড়া হয়। ঐ সংখ্যার ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তরে আরো বলা হয়েছে যে, তারাবীহ্র ছালাত ২০ রাক'আত। যারা বলেন, ৮ বা ১২ রাক'আত, তারা তাহাজ্জুদের ছালাত ও তারাবীহ্র ছালাতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান
মাস্টারপাড়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ তারাবীহ্র ছালাত আগাগোড়া ২০ রাক'আতই পড়া হ'ত এ দাবী প্রমাণহীন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনও ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি এবং হযরত ওমর (রাঃ)ও জামা'আত সহকারে ২০ রাক'আত তারাবীহ চালু করেননি। বরং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবা ও তাবেঈন সকলেই ৮ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন।

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না। ৪ রাক'আত করে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতর *(বুখারী ১/১৬৯ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাঊদ, ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ২৪৮ পৃঃ; তিরমিযী ৯৯পৃঃ; ইবনু মাজাহ ৯৭-৯৮ পৃঃ; মিশকাত ১১৫ পৃঃ; বাংলা বুখারী (আধুনিক প্রকাশনী) ১/৪৭০ পৃঃ ও ২/২৬০ পৃঃ)*।

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দু'ছাহাবীকে রামাযান মাসে ১১ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের

সাথে পড়াবার হুকুম দিয়েছিলেন *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত ১১৫ পৃঃ হা/১৩০২ 'ছালাত' অধ্যায়, 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ)*। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান *(আবু ইয়ালা, ত্বাবারাণী আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ, 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ অনুচ্ছেদ)*।

উক্ত বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, তারাবীহ্র ছালাত বিতরসহ ১১ রাক'আত, ২০ রাক'আত নয়। উল্লেখ্য যে, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ সবই এক কথায় 'রাতের ছালাত' হিসাবে গণ্য।

বিশ রাক'আত তারাবীর অবস্থা ঃ

(১) ভারত বিখ্যাত হানাফী মনীষী আল্লামা **আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী** (রহঃ) বলেন, ২০ রাক'আত সম্পর্কে যতগুলো হাদীছ আছে সবগুলোর সনদ যঈফ এবং এ বিষয়ে সকল মুহাদ্দিছ একমত *(আরফুশ শাযী ৩০৯ পৃঃ)*। (২) ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে হানাফী ফিক্হের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হিদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা **ইবনুল হুমাম** বলেন, ২০ রাক'আত -এর হাদীছটি যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২০৫ পৃঃ)*। (৩) আল্লামা **যায়লাঈ হানাফী** বলেন, ২০ রাক'আতের হাদীছটি 'যঈফ' হওয়ার সাথে সাথে ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী *(নাছবুর রায়াহ, ২/১৫৩ পৃঃ)*। (৪) আল্লামা শায়খ **আব্দুল হক দেহলভী** (হানাফী) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ২০ রাক'আত প্রমাণিত নেই, যা বর্তমান সমাজে প্রচলিত। কিন্তু ইবনে আবি শায়বার বর্ণনায় যে ২০ রাক'আত আছে তা যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(ফাৎহু সিরিল মান্নান লিতা-য়ীদি মাযহাবিন নুমান ৩২৭ পৃঃ)*। (৫) দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা **কাসেম নানুতুবী** বলেন, ১১ রাক'আত তারাবীর ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত *(ফয়যে কাসিমিইয়াহ ১৮ পৃঃ)*। (৬) আল্লামা **আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী** হানাফী বলেন, ১৩ রাক'আতের বেশী তারাবীর ছালাত সংক্রান্ত কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(ফায়যুল বারী, ২/৪২০ পৃঃ)*।

(৭) হানাফী জগতের বড় মুহাদ্দিছ এবং তাবলীগ জামা'আতের নেতা মাওলানা যাকারিয়া বলেন, ২০ রাক'আত তারাবীহ সুনির্দিষ্ট হিসাবে নবী (ছাঃ) থেকে মারফূ' ভাবে প্রমাণিত নেই এবং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহও নেই' *(আওজাযুল মাসালিক শারহে মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক ১/৩৯৭ পৃঃ)*। (৮) আল্লামা **শওক্ব নিমভী** হানাফী বলেন, ২০ রাক'আত বর্ণনাকারী রাবী ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর মাঝে ১০৯ বছরের ব্যবধান আছে। তাহ'লে যিনি ওমর (রাঃ)-এর যুগ পাননি, তিনি ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশের কথা কিভাবে বলেন? তাও আবার ছহীহ হাদীছের বিপরীতে'। (৯) আল্লামা **আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী** হানাফী বলেন, একথা না মানার কোন উপায়ই নেই যে, নবী (ছাঃ)-এর তারাবীহ আট রাক'আত ছিল *(আল-আরফুশ শাযী ৩০৯ পৃঃ)*।

(১০) **মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী** বলেন, হানাফী বিদ্বানদের কথা দ্বারা ২০ রাক'আত তারাবীহ বুঝা যায়। কিন্তু দলীল সমূহ প্রমাণ করে যে, বিতর সহ ১১ রাক'আত তারাবীহ সঠিক *(মিরক্বাত ১/১৭৫ পৃঃ)*। (১১) বুখারী শরীফের টীকাকার **আহমাদ আলী সাহারানপুরী** হানাফী বলেন, রামাযানের তারাবীহ বিতরসহ নবী করীম (ছাঃ) ১১ রাক'আত জামা'আত সহকারে পড়েছিলেন *(বুখারী ১৫৪ পৃঃ টীকা নং ৩)*।

অতএব ছহীহ হাদীছের প্রমাণাদি দ্বারা এবং হানাফী বিদ্বানগণের আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, বিশ রাক'আত তারাবীহ নবী করীম (ছাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবীদের সুন্নাত নয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (২৫/১৭৫)ঃ আত্মীয়-স্বজনের কান্নাকাটি মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় কি? অনেকে বলেন মৃত ব্যক্তি নাকি আত্মীয়-স্বজনের কান্নাকাটি শুনতে পায়।

আব্দুল্লাহ ছাক্বিব
সাং- চাঁপাচিল
পোঃ সিহালীহাট
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ আত্মীয়-স্বজনের কান্নাকাটি মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় না। আল্লাহ্পাক মহানবী (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পার না' (নামল ৮০, রূম ৫২)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তুমি কবর বাসীদেরকে শুনাতে সক্ষম নও' (ফাত্বির ২২)।

আয়াত সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তি তথা কবরে শায়িত ব্যক্তি দুনিয়ার কোন কিছু শুনতে পায় না। সুতরাং এ ধরণের ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে দূরে থাকা উচিত।

সংশোধনী

মার্চ '৯৯ সংখ্যা ১৩/৯৩ নং প্রশ্নোত্তরের শেষে যোগ হবে- নাজায়েয। অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।-সম্পাদক।